

# ইকবাল

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

## ॥ পূর্ব-সংস্করণ সম্বন্ধে কয়েকটি সমালোচনা ॥

স্বনামখ্যাত পণ্ডিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ কবি ইকবাল সম্বন্ধে একখানি বাংলা বই লিখেছেন শুনে বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রের খুশি হবার কথা। ইকবালের ভালো একখানি কবিতা সংকলন করে যথাযথ অনুবাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের পরিচয় হবে, সেই প্রতীক্ষার দিন কাটছিল। এমন সময় শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের বইখানি হাতে এলো। —চতুরঙ্গ

■

আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে হলেও সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে আলোচ্য পুস্তিকাটিতে। লেখক নিজে সুপণ্ডিত এবং ইকবালের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও নিবিড়। তাঁর এই নিবিড় পরিচয়ের জন্যই তিনি সহজভাবে পরিবেশন করেছেন পাঠকদের। —দেশ

■

আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের জাতীয় কবি বলিয়া খ্যাত। বিশেষ করিয়া পাক ভারতের মুসলমানগণ তাঁহাকে নিজেদের জাতীয় কবি বলিয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকেন কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান আজ পর্যন্ত কবি ইকবালের জীবন, কাব্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে পুরোপুরিভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পায় নাই। ইহার একটি সুস্পষ্ট কারণ এই যে, বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত কবির জীবন ও কাব্য সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ পুস্তক প্রণীত হয় নাই। আলোচ্য পুস্তকখানা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও উপরোক্ত অভাব বহুলাংশে মিটাইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এজন্য জনাব গ্রন্থকার বাঙালী পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। —দৈনিক আজাদ

# ইক্‌বাল

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌
এম. এ., বি. এল. (কলিকাতা), ডি. লিট্. ; ডিপ্লো. ফন. (প্যারীস)

রেনেসাঁস প্রিন্টার্স
২০ নর্থব্রুক হল রোড । ঢাকা ।

প্রথম সংস্করণ | ১৯৪৫, দ্বিতীয় সংস্করণ | ১৯৪৭
পরিবর্ধিত সংস্করণ | ১৯৪৮, পরিবর্ধিত সংস্করণ | ১৯৫৮

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ :
১৯৬৪ | জুন । ১৩৭১ | জ্যৈষ্ঠ । ১৩৮৩ | মুহররম

প্রকাশক | মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স,
১০, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১

মুদ্রক | এম, রাফিউল্লাহ
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স,
১০, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ | কাইয়ুম চৌধুরী



দাম | সাড়ে চার টাকা

---

# IQBAL

*[ Life & Review of Literary Works ]*

*Author* : Dr. Md. Shahidullah ( Pakistan )
*Copyright* : The Author
*Revised* : 5th Edition, June, 1964
*Publisher* : M. Safiyyullah
*Price* : *Rs. 4·50*

RENISSANCE PRINTERS
**10, Northbrook Hall Road, Dacca - 1**



উৎসর্গ

পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক
শেরে বাঙ্গালা আবুল কাসেম ফজলুল হক
হিলাল-ই-পাকিস্তান সাহেবের
পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে

## মুখবন্ধ

'আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল পাকিস্তানের জাতীয় কবি। আমি এই পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে হইলেও পূর্ণভাবে আলোচনার প্রয়াস করিয়াছি। পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য ইহার পূর্ববর্তী সংস্করণের যথেষ্ট সংখ্যক কপি খরিদ করিয়া এবং গত বৎসর ঢাকা রেডিও হইতে আমার অনূদিত "শিকওয়াহ্ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ্" প্রচার করিয়া বাঙ্গালা ভাষাভাষী সমাজে ইকবালের জীবনী ও বাণী পরিচয় প্রচেষ্টায় আমাকে উৎসাহিত ও আপ্যায়িত করিয়াছেন। সংবাদপত্রে এই পুস্তকের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা এবং সাধারণের আগ্রহ এই নূতন পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রচার করিতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

১৪।৮।৫৮ ইং

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

■

## নূতন সংস্করণের ভূমিকা

'আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল পাকিস্তানের পরিকল্পক। কাইদ-ই-'আযম তাহার রূপকার ও ভিত্তিস্থাপক। এই পাকিস্তানের জগন্মোহন গগনচুম্বী সৌধ রচনায় ইকবালের পরিকল্পনার অনুসরণ অপরিহার্য। আমি এই নূতন সংস্করণে তাঁহার ভাবধারার একটি যথাসম্ভব স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছি। আমি আনন্দের সহিত জানাই যে আমার প্রচেষ্টার সহকারী রূপে আমার প্রাণাধিক পুত্র আবুল বয়ান মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্কে পাইয়াছি। তাঁহার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি "যিদ্ দা'আমানি থায়্রান্"। আশা করি এই নূতন সংস্করণ আমার সহৃদয় পাঠকবর্গের নূতনরূপে মনোজ্ঞ হইবে।

ইতি ১১।৬।৬৪ ইং।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

লেখকের অন্যান্য বই :

শিক্ওআহ্ ও জওআব-ই-শিক্ওআহ্

‘রুবাইআত-ই-‘উমর খয়্যাম

দীওয়ান-ই-হাফিয

শেষ নবীর সন্ধানে

ছোটদের রসূলুল্লাহ্

ইস্লাম প্রসঙ্গ

অমর কাব্য

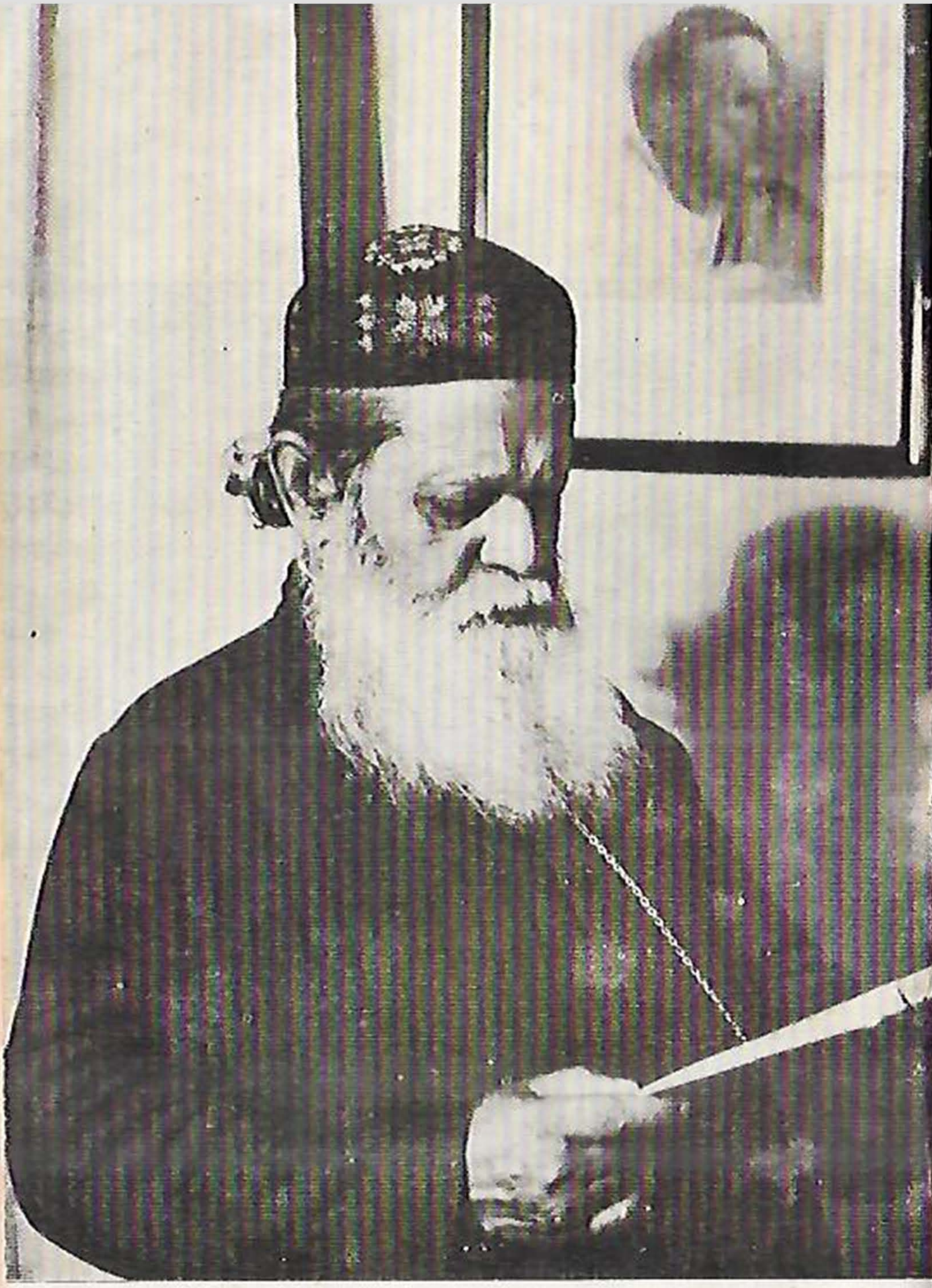
বিদ্যাপতি শতক

বাংলা সাহিত্যের কথা — ১ম খণ্ড

বাংলা সাহিত্যের কথা — ২য় খণ্ড



কার্ডোভার মসজিদে আল্লামা ইকবাল



শিক্‌ওআহ্‌ ও জওআব-ই-শিক্‌ওআহ্‌ পাঠরত গ্রন্থকার  ফটো : রেডিও পাকিস্তান, ঢাকার সৌজন্যে

# ইক্‌বাল

একবার পাঞ্জাবে এক দারুণ ভূমিকম্প হইয়াছিল। ভূমিকম্পে লাহোরের ঘর বাড়ী দুলিতেছে, সশব্দে দালান কোঠা পড়িতেছে, শহরময় কান্না ও চীৎকারের রোল উঠিয়াছে। এই প্রলয় কাণ্ডের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি খাটে শুইয়া একমনে একখানি বই পড়িতেছিলেন। চারি দিকের কোলাহল তাঁহার কানে যেন প্রবেশই করে নাই। তাঁহার চাকরটি ব্যতিব্যস্ত হইয়া এদিকে ওদিকে উপর নীচু ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে। তিনি একবার চোখ তুলিয়া চাকরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আলী বখ্‌শ, ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইও না; সিঁড়ির উপর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক।" এই বলিয়া পুনরায় তিনি পড়ার মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। এই জ্ঞানযোগীটি আল্লামা মুহম্মদ ইক্‌বাল। সেই সময় তিনি স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

**এক আশ্চর্য ব্যক্তি**

আল্লামা মুহম্মদ ইক্‌বাল পাঞ্জাবের সিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জনাব সৈয়দ ওহীদুদ্দীন তাঁহার "রোযগারে ফকীর" উর্দু পুস্তকে (পৃঃ ২২৯) প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ইক্‌বালের জন্ম তারিখ শুক্রবার ৩রা যীলকাদ, ১২৯৪ হিঃ (৯ই নভেম্বর, ১৮৭৭ খ্রীঃ)। আমি ইহা গ্রহণীয় মনে করি। স্বয়ং ইক্‌বাল হিজরী তারিখের সমান ইংরেজী তারিখ সম্বন্ধে অসবধানতা বশতঃ তাঁহার পাসপোর্টে ১৮৭৬ লিখিয়াছেন। ইক্‌বালের অগ্রজ এক ভাইয়ের জন্ম তারিখ ছিল ১৮৭৩ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারি। তিনি অতি শৈশবে মারা যান। তাহা হইতে এই ভুলের সৃষ্টি।

কথিত আছে যে তাঁহার জন্মের পূর্বে ইক্‌বালের পিতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে আকাশচারী এক কপোত তাঁহার কোলে আসিয়া পড়িল। ইহাতে তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার এক স্বনামধন্য পুত্র হইবে।

**বাল্য জীবন**

তাঁহার মাতাপিতা পরম ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইক্‌বাল এই বংশ-গৌরব ভুলিতে পারেন নাই। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন ঃ—

মরা বিঙ্গর কে দর হিন্দুস্তাঁ দীগর নমী বীনী,
বরহ্মন-যাদা'এ রম্য-আশ্‌না'এ রুম ও তব্‌রীয আস্ত।

অর্থাৎ — আমাকে দেখ, কেননা হিন্দুস্তানে তুমি দেখিবে না
এক ব্রাহ্মণ-সন্তান যে হইয়াছে রুমীর ও শম্‌স্‌-ই-তবরীযের রহস্যবিদ্‌।

সে যুগে মুসলমান সন্তানের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা পাপ বলিয়া গণ্য হইত। যাহারা ইংরেজী পড়িত, লোকে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান বলিত। কিন্তু ইক্‌বালের পিতা শেখ নূর মুহম্মদ ইংরেজী অনভিজ্ঞ হইলেও ছেলেদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে উৎসুক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কালের সঙ্গে তালে তালে না চলিতে পারিলে মুসলমান সমাজ উঠিতে পারিবে না। ইক্‌বালের জ্যেষ্ঠ সহোদর শেখ আতা মুহম্মদ ইংরেজী পড়িয়া ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছিলেন। ইক্‌বাল তাঁহা অপেক্ষা বয়সে তের চৌদ্দ বৎসর ছোট ছিলেন। পিতা তাঁহাকে সিয়ালকোটের মিশন স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন। স্কুলের মৌলভী মীর হাসান অতি বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইক্‌বালের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাঁহার সেই শৈশবেই দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন। মৌলভী মীর হাসানের সংসর্গে ও শিক্ষার গুণে স্কুলের পাঠ্যাবস্থাতেই ইক্‌বালের চিত্ত বিকশিত হয়। তিনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। মৌলভী সাহেব তাঁহার এই প্রিয় ছাত্রটিকে উৎসাহিত করিতে থাকেন।

তখন উর্দুর বিখ্যাত কবি দাগ দিল্লী ছাড়িয়া হায়দরাবাদের নিযামের আশ্রয়ে বাস করিতে ছিলেন। ইকবাল তাঁহার নিকট সংশোধনের জন্য কবিতা পাঠাইতেন। কিন্তু তাঁহার কবিতার সামান্যই রদবদল করার প্রয়োজন হইত। কবি দাগ তরুণ কবিকে পত্রযোগে উৎসাহিত করিতেন। সিয়ালকোটে একটি তখন ছোটখাট কবির আসর (মুশা'আরাহ্) বসিত। ইকবাল তাহাতে যোগ দিতেন।

তাঁহার ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা অনেকের নিকট হয়ত মুখরোচক হইবে। তিনি একদিন কিছু বিলম্ব করিয়া ক্লাসে উপস্থিত হন। শিক্ষক কৈফিয়ত চাহিলেন। ইকবাল ত্বরিত উত্তর দিলেন, "স্যার, ইকবাল (সৌভাগ্য) বিলম্বেই আসে।" মাস্টার সাহেব তাঁহার এই উপস্থিত উত্তরে চমৎকৃত হইলেন।

তিনি কিন্তু অনেকের মত কবিতা রচনায় মত্ত হইয়া ক্লাশের পড়াশোনা বিসর্জন দেন নাই। তিনি ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষায় প্রথম থাকিতেন। প্রাইমারী ও মিডল (Middle) পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পান। এন্ট্রেন্স পরীক্ষাতেও তিনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করেন।

ঐ সময়ে তাঁহার স্কুল স্কচ, মিশন কলেজে পরিণত হয়। তিনি সেই কলেজেই পড়িতে ইচ্ছা করেন। কলেজে ভর্তি হইবার কালে তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, পড়াশোনা শেষ করিয়া যেন ইকবাল আমরণ ইসলামের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইকবাল এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

মৌলভী মীর হাসান কলেজের আরবী ও পারসীর অধ্যাপক পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইকবাল তাঁহার পুরাতন ভক্তিভাজন

শিক্ষকের নিকট আরবী ও পারসী অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। সুযোগ্য গুরুও উপযুক্ত শিষ্যকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাঁহাকে প্রকৃত মানুষ ও খাঁটি মুসলমান বানাইয়াছিলেন। ইকবাল বিলাত যাইবার প্রক্কালে তাঁহার এই ওস্তাদকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন —

ওহ শম্'এ বারগাহে খান্দানে মুর্তযবী,
রহেগা মিসলে হরম জিসকা আস্তানা মুঝকো।
নফস্ সে জিসকে কলী মেরী আরযূ কী খুলী,
বনায়া জিসকী মরুওতনে নুক্তাদাঁ মুঝকো।
দুআ য়িহ্ কর কি খুদাওন্দে আসমানো যমী,
করে ফির উসকী যিয়ারত সে শাদমাঁ মুঝকো।

তিনি হযরত 'আলীর উচ্চ বংশের প্রদীপ,
যাঁহার দ্বারদেশ কা'বা গৃহের ন্যায় পবিত্র রহিবে নিকটে আমার,
যাঁহার নিশ্বাসে ফুটিয়াছে আমার আশার কলি,
যাঁহার সুহৃদয় মর্মজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে আমায়,
এই প্রার্থনা কর যেন স্বর্গমর্ত্যের প্রভু
পুনরায় তাঁহার দর্শন দ্বারা করেন আমায় আনন্দময়!

পরবর্তী জীবনে যখন ইকবালের প্রতিভাকে সম্মানের জন্য সরকার তাঁহাকে 'স্যার' উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষককে "শামসুল উলামা" উপাধি না দিলে তিনি কোনও উপাধি স্বীকার করিবেন না। তাঁহার এই কথায় সরকার মৌলভী মীর হাসানকে উক্ত উপাধি দান করেন এবং ইকবালও 'স্যার' উপাধি গ্রহণ করেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এফ. এ. পরীক্ষা পাশ করিয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য সিয়ালকোট ছাড়িয়া লাহোর আসিলেন।

লাহোর পাঞ্জাবের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তখনকার লাহোর এখনকার লাহোরের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র ও হীন শহর ছিল; কিন্তু দিন দিন সমৃদ্ধির উচ্চ হইতে উচ্চতর সিঁড়িতে উঠিতে ছিল। ইক্‌বাল লাহোরের সরকারী কলেজে ভর্তি হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এখানে তিনি এক উপযুক্ত দরদী অধ্যাপক লাভ করিলেন। তিনি মিস্টার (পরে স্যার) টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড। আর্নল্ড সাহেব আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষায় ও সাহচর্যে ইক্‌বাল অনেক কিছু শিখেন এবং তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্য ও চিন্তা ক্ষেত্রে সম্প্রীতি জন্মে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আর্নল্ড সাহেবের আলীগড় জীবনে প্রখ্যাত উর্দু লেখক ও চিন্তাবিদ্‌ শিব্‌লীকেও তিনি প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন।

**লাহোরে ছাত্র জীবন**

লাহোরে ইক্‌বাল পূর্ব অভ্যাসমত কবির আসরে যোগ দিতে লাগিলেন। একদিন তিনি সেই আসরে এক কবিতা পাঠ করেন। যখন তিনি পড়িলেন—

> মোতী সমঝ্‌কে শানে করীমীনে চুন লিয়ে,
> কত্‌রে জো থে মেরে 'আরকে ইন্‌ফি'আল কে।
>
> মুক্তা মনে করিয়া দয়াময় স্বীয় করুণায় খুঁটিয়া লইলেন
> আমার জলবিন্দুগুলিকে, যাহা ছিল আমার লজ্জাজনিত স্বেদবিন্দু।

তখন কবি মির্যা আর্শদ গুর্গানী আনন্দে লাফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি চমৎকার! এই বয়সে এই কবিতা!"

কিন্তু পড়াশোনায় ইক্‌বালের কোনও শৈথিল্য ছিল না। তিনি ১৮৯৭ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আরবী ও ইংরেজীতে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া তিনি দুইটি স্বর্ণপদক লাভ করিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি কৃতিত্বের সহিত দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইলেন।

লাহোরের ছাত্র জীবনের একটি সামান্য ঘটনা ইকবালের চরিত্রের কি সুন্দর পরিচয় দিতেছে! একদিন তিনি এক মৌলভী সাহেবকে মিথ্যা কথা বলিতে শোনেন। মৌলভীর মুখে মিথ্যা কথা! ইকবালের মন একেবারে মরিয়া গেল। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া আর্নল্ড সাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ইকবাল সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলেন। আর্নল্ড সাহেব তাঁহাকে বলেন, ভবিষ্যতে এমন অনেক কিছু তিনি দেখিবেন, শুনিবেন।

লাহোরে এই সময়ে এক সাহিত্য সভা গঠিত হয়। মুহম্মদ হুসয়ন আযাদ, মির্যা আর্শদ গুর্গানী এবং হালী প্রভৃতি কবিগণ ইহার সদস্য হন। প্রথম জীবনে ইকবাল দাগের শিষ্যত্ব করেন। কিন্তু এখন হইতে গালিব ও হালীর প্রভাবে তাঁহার কবিতা গতানুগতিক বাঁধা খাত ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এই নূতনত্বের উৎস ছিল। লাহোরের আঞ্জুমন-ই-হিমায়ত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় ১৮৯৯ সালে ইকবাল তাঁহার কবিতা "নালায়ে য়াতীম" (অনাথের আর্তনাদ) পাঠ করেন। এই ছিল তার সর্বপ্রথম সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ। শ্রোতারা কবিতার ভাবাবেগে চোখের পানি আর সংবরণ করিতে পারে না। সভার শেষে তাহারা ইকবালের হাতে হাত মিলাইবার জন্য একে অন্যের উপর দিয়া পড়িতে থাকে। পর বৎসর তিনি "ঈদের নূতন চাঁদের প্রতি অনাথের উক্তি" শীর্ষক একটি করুণ কবিতা আঞ্জুমনের বার্ষিক সভায় পাঠ করেন। এই সময়ে তিনি "আবরে গুহরবার" (মণিকবর্ষী মেঘ) শীর্ষক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

এই যুগে তিনি স্বদেশ-প্রীতি ও বেদনাপূর্ণ "হিমালয়," "হিন্দুস্তাঁ হমারা", "সদাএ দর্দ" (ব্যথার প্রতিধ্বনি), "তস্ওঈরে দর্দ" (ব্যথার ছবি), "তরানা-এ-হিন্দী" (ভারত সঙ্গীত), "নয়া শিওআলা" (নূতন শিবালয়), "মেরা ওয়তন ওহী হায়" (সেই

আমার স্বদেশ)' প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। তাঁহার হিমালয় কবিতা সর্বপ্রথম 'মখ্‌যন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে অন্যান্য কবিতাও ইহাতে ছাপা হয়। এই কালের কতকগুলি কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও দৃশ্যের বর্ণনা দেখা যায়, যথা প্রাতঃকাল, সন্ধ্যা, বর্ষা, পর্বতপ্রান্ত, নূতন চাঁদ প্রভৃতি। এই সময়ে তিনি শিশুদের জন্য মাকড়সা ও মাছি, পর্বত ও কাঠবিড়ালী, শিশুর প্রার্থনা, সহানুভূতি, মায়ের স্বপ্ন, পাখীর নালিশ প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। তখনকার কতকগুলি গীতি কবিতায় কবির উচ্চ ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—প্রেম ও মৃত্যু, বাতি ও পতঙ্গ, আদমের অতীত কাহিনী, হৃদয় প্রভৃতি। তাঁহার এই সময়ের কবিতায় ইংরেজী কবিদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। বাস্তবিক কেবল ইক্‌বাল নন, সেই কালের অনেক উর্দু কবিই ইংরেজী কাব্যের ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ১৯০৩ সালে লিখিত ইক্‌বালের একটি পত্র হইতে জানা যায় যে বিগত পাঁচ ছয় বৎসর হইতে তিনি মিল্‌টনের আদর্শে কোনও মহাকাব্য রচনার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

তিনি "নূতন শিবালয়ে" গাহিয়াছেন—

সূনী পড়ী হুঈ হায় মুদ্দত সে দিল কী বস্তী,
আ! এক নয়া শিওয়ালা ইস্ দেস মেঁ বনা দেঁ।
দুনিয়াকে তীরথোঁ সে উঁচা হো আপনা তীরথ,
দামানে আসমাঁ সে উসকা কলস মিলা দেঁ।

শূন্য পড়িয়া আছে বহু যুগ হইতে হৃদয়ের লোকালয়,
এস, এক নূতন শিবালয় এই দেশে বসাইয়া দিই।
পৃথিবীর তীর্থ হইতে উচ্চ হউক আপন তীর্থ,
আকাশের বস্ত্রাঞ্চলের সঙ্গে তাহার চূড়ার কলস মিলাইয়া দিই।

"ভারত সঙ্গীতে" তিনি গাহিয়াছেন—

> মযহব নহী সিখাতা আপস মে বের রখ্‌না,
> হিন্দী হাঁয় হম, ওঅতন হায়্‌ হিন্দুস্তাঁ হমারা।
>
> ধর্ম্ম কখনও শিখায় না পরস্পর শক্রতা করিতে,
> হিন্দী আমি, হিন্দুস্তান স্বদেশ আমার।

এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইক্‌বাল লাহোরের ওরিএন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

**অধ্যাপক জীবন**

অল্পদিন পরে তিনি সরকারী কলেজে ইংরেজী ও দর্শন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পদ লাভ করেন। এই সময়ে তিনি অর্থনীতি বিজ্ঞান ( Economics ) সম্বন্ধে উর্দু ভাষায় সর্বপ্রথম পুস্তক রচনা করেন।

তাঁহার অধ্যাপক জীবন বাস্তবিক এক বিদ্যা-তাপসের জীবন। তাঁহার শুইবার ঘরে একটি বড় টেবিলের উপর পুস্তকের স্তূপ থাকিত। সেই সঙ্গে খাতা ও পেনসিল থাকিত। যখন মনে কবিত্বের প্রেরণা জাগিত, তিনি অবিশ্রান্তভাবে রচনায় লাগিয়া যাইতেন। "মখ্‌যন" পত্রিকার সম্পাদক শেখ 'আবদুল কাদির ( পরে স্যার ) একবার তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া বলিয়া যাইতেছেন, আর 'আবদুল কাদির সাহেব লিখিয়া লইতেছেন, এইরূপে সমস্ত রাত কাটিয়া যায়।

এই সময়ে শুধু ছাত্র সমাজ নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাহিরেও শিব্‌লী, হালী এবং আক্‌বর প্রমুখ উর্দু সাহিত্যিকগণ তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠেন।

এই সময়ে তাঁহার দৈনিক কার্য্যের রুটীন কিরূপ ছিল, তাহা বলিতেছি। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া নমায পড়িতেন। নমাযের শেষে উচ্চৈঃস্বরে কুর্‌আন পাঠ করিতেন। তারপর কিছুক্ষণ বুক ডন

করিতেন কিংবা মুগুর ভাঁজিতেন। কিছু না খাইয়াই কলেজে যাইতেন। দ্বিপ্রহরের সময় ঘরে ফিরিয়া খানা খাইতেন। সকালে চা পান করিতেন না। রাত্রে তিনি কিছু খাইতেন না। কখন কখন রাত্রে কেবল নুন চা পান করিতেন। অনেক সময় গভীর রাত্রে উঠিয়া তহজ্জুদ নামক বিশেষ নমায সম্পাদন করিতেন। একবার ক্রমাগত দুই মাস তিনি এই নৈশ উপাসনা পালন করেন। সেই সময়ে তিনি সন্ধ্যাকালে সামান্য দুগ্ধ পান ব্যতীত সমস্ত দিনরাত আর কিছুই পানাহার করিতেন না।

তাঁহার জ্ঞান সাধনার কথা ভাবিলে 'আরবী কবির উক্তি মনে পড়ে—

বি-কদ্‌রি-ল্ কদ্দি তুক্‌তসিবু-ল্ মা'আলী,
ও মন্ তলব-ল্ 'উলা সহর-ল্ লয়ালী।
ইয়াগুসু-ল্ বহ্‌র মন্ তলব-ল্ লাআলী,
ও যুহ্‌যা বি-স্‌সিয়াদতি ওআ-ন্-নওয়ালী।
ও মন্ তলব-ল্ 'উলা বি-গয়রি কদ্দিন্,
আযা'অ ল্ 'উমর বি-তলবি-ল্ মুহালী।"

শ্রম-অনুপাতে কর উন্নতি সাধন,
যে চায় উন্নতি করে রাত্রি জাগরণ।
যে জন মুক্তা চায় ডুবে সিন্ধু-জলে,
তবে ত সৌভাগ্য লাভ ভাগ্যে তার ফলে।
শ্রম বিনা উন্নতি যে করে আকিঞ্চন,
অসম্ভব আশা তার, বিফল জীবন।

আর্নল্ড সাহেব অবসর প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। ইহার কিছু দিন পরে ১৯০৫ সালে ইয়ুরোপের উচ্চতম শিক্ষা লাভের জন্য ইক্‌বাল বিলাত যাত্রা করেন। কবি সত্যই বলিয়াছেন :—

'ইয্যত উসে মিলী জো ওয়াতন সে নিকল গয়া
ওহ্ ফুল সর্ পে চঢ়া জো চমন সে নিকল গয়া।"
সম্মান লাভ করে সে যে জন্মভূমি হইতে বাহিরে যায়।
সেই ফুল মাথায় চড়ে যে কুঞ্জ হইতে বাহিরে যায়।

লাহোর হইতে বোম্বায়ের যাত্রাপথে তিনি দিল্লীতে নামিয়া পীর খাজা নিযামুদ্দীনের দরগায় আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। সেখানে সূফী কবি আমীর খুস্রুও এবং মহাকবি গালিবের সমাধিও দর্শন করেন। একজন গায়ক গালিবের কবরের নিকটে তাঁহার একটি কবিতা গান করে। ইক্বাল তাহা শুনিয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া আকুল হন এবং তাঁহার কবর আলিঙ্গন করেন।

লণ্ডনে তাঁহার ইয়ুরোপের প্রবাস জীবন আরম্ভ হয়। এই সময়ে কয়েকজন ভারতীয় মুসলিম ছাত্রের আঞ্জুমন-ই-ইস্লাম নামে এক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতায় ইংরেজ মহলে নানারূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রখ্যাত বাঙ্গালী শিক্ষাবিদ্ 'আব্দুল্লাহ্ সুহ্‌রওআর্দী (পরে ডক্টর স্যার) তখন সেখানে ছাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবক্রমে এই সমিতির নাম প্যান-ইস্লামিক সোসাইটি রাখার বিষয়ে মুস্লিম মহলে বিশেষ আলাপ আলোচনা হইতেছিল।

**ইয়ুরোপ প্রবাস**

মিঃ আমীর আলী (পরে স্যার) ও আর্নল্ড সাহেব প্যান-ইস্লামিক স্থানে শুধু ইস্লামিক ব্যবহার করার মত পোষণ করিতেছিলেন। ইক্বাল প্যান-ইস্লামিক মত সমর্থন করেন এবং শেষ পর্যন্ত সমিতি প্যান-ইস্লামিক নাম গ্রহণ করে। প্যান-ইস্লামিক ভাবের এই যে সূত্রপাত হইল, তাহা তাঁহার পরবর্তী জীবনে ও বাণীতে অপ্রতিহত গতিতে রূপায়িত হইতে লাগিল।

ইক্বাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হইলেন। সেখানে তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর ম্যাক্‌টাগার্ট (Dr. McTaggart)। তিনি সেখানে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি জার্মানির মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পারস্যের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ (Thesis) উপস্থাপিত করিয়া ডক্টর উপাধি লাভ করেন। এই নিবন্ধের নাম Development of Metaphysics in Persia. ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তিনি বিদ্বৎ সমাজে পরিচিত হন এবং বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রিত হন। তিনি ইসলাম সম্বন্ধে লণ্ডনে ছয়টি বক্তৃতা দান করেন। ইহার প্রথম বক্তৃতা "Certain Aspects of Islam" এই মর্মে কাক্সটন হলে হইয়াছিল এবং লণ্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে Lincoln Inn হইতে ব্যারিস্টারী পাস করেন। কিছু দিন তিনি লণ্ডনের School of Economics & Political Science-এর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ করেন। আর্নল্ড সাহেব তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তিন মাসের জন্য ছুটি লইলে, ইক্‌বাল তাঁহার স্থানে অধ্যাপনা করেন।

বিলাতে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ Dr. A. R. Nicholson প্রমুখ অনেক মনীষীর সঙ্গে তাঁহার ভাবের আদান প্রদান ও সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। তন্মধ্যে পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসলেখক বিখ্যাত E. G. Browne একজন ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে তিনি তাঁহার বিস্মৃতপ্রায় পারস্য ভাষার চর্চায় পুনরায় মনোনিবেশ করেন। অবশ্য তিনি মৌলানা জলালুদ্দীন রুমীর মসনভী এবং অন্যান্য ফারসী কবিদের মধ্যে সানাঈ, সা'দী ও হাফিযের ভক্ত পাঠক ছিলেন। তিনি এই সময়ে একবার কবিতা রচনা বর্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরাতন বন্ধু শেখ 'আবদুল কাদির তখন লণ্ডনে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বলেন। কিন্তু ইক্‌বাল বলেন, আর্নল্ড সাহেব যাহা বলিবেন,

তিনি তাহাই করিবেন। জগতের সৌভাগ্য আর্নল্ড সাহেব তাঁহাকে কাব্য রচনা ত্যাগ করিতে নিষেধ করেন।

ইক্‌বাল লণ্ডনের এক কবি সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি কখনও ফারসী কবিতা লিখিয়াছেন কিনা। তিনি কিন্তু দুই একটির বেশী ফারসী কবিতা সে পর্যন্ত লেখেন নাই। তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়াই দুইটি ফারসী গযল কবিতা রচনা করেন। এই হইল ইক্‌বালের ফারসী রচনার সূত্রপাত। ইহার পূর্বে তিনি উর্দু ভাষাতেই কবিতা রচনা করিতেছিলেন। ফারসী ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া তিনি মধ্যে উর্দু রচনা একেবারেই ত্যাগ করেন। জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি আবার উর্দুকে গ্রহণ করেন। ইক্‌বাল চাহিয়াছিলেন তাঁহার বাণী ভারতের বাহিরের মুসলিম জগতে ঘোষিত হউক। এই জন্যই তিনি ফারসী আশ্রয় করিয়াছিলেন।

ইয়ুরোপ প্রবাসকালে তাঁহার ভাবরাজ্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। এশিয়ার ভাবুকতার সহিত ইয়ুরোপের কর্মপ্রিয়তার যোগ সাধিত হয়। কিন্তু তিনি লোকোক্তির রাজহংসের ন্যায় ইয়ুরোপের মন্দ নীর ছাড়িয়া উত্তম ক্ষীরই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি ইয়ুরোপের অন্ধ অনুকরণ ছাড়িয়া তাহার যাহা কিছু উত্তম, তাহাই গ্রহণ করেন। এখন হইতে তাঁহার কবিতায় স্থিতির নিন্দা ও গতির উচ্চ প্রশংসা শুনিতে পাই। ইয়ুরোপের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনি বিশ্বপ্রেমী আন্তর্জাতীয়তার মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন। তিনি নিট্‌শের শায়তানিক Supermanএর (অতিমানুষের) স্থলে ইসলামের ঐশ্বরিক 'মুমিনে'র (বিশ্বাসীর) জয় ঘোষণা করিতে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপে কয়েকটি "বয়ত" উদ্ধৃত করিতেছি। এই সমস্ত হইতে তাঁহার মনোবীণার প্রধান সুরগুলি আমরা শুনিব।

"জম্বিশ-সে হায় যিন্দগী জহাঁ কী,
য়িহ্ রসম কদীম হায় য়িহাঁ কী।
ইস্ রহ্ মে মুকাম বে-মহল হায়্,
পুশীদাহ্ করার মে' আজল হায়্।
চল্নেওয়ালে নিকল গয়ে হাঁয়,
জো ঠহরে যরা কুচল গয়ে হাঁয়!"

গতি হইতে জগতের জীবন,
ইহাই ইহার প্রাচীন রীতি।
এই পথে অবস্থিতি অসঙ্গত,
স্থিতিতে মৃত্যু লুক্কায়িত।
চলনশীল নিষ্কৃতি পাইয়াছে,
যে একটু থামিয়াছে বিধ্বস্ত হইয়াছে।

"জো করেগা ইম্তিয়াযে রঙ্গো খূ মিট্ জাএগা,
তুর্ক খরগাহী হো' য়া ই'রাবী ওআলাগহর।"

যে বর্ণ ও রক্তের পার্থক্য করিবে, বিনষ্ট হইবে,
সে যাযাবর তুর্কিই হউক কিংবা অভিজাত মরুবাসী আরবই হউক।

"হাথ হায় আল্লাহ কা বান্দাএ মু'মিনকা হাথ,
গালিব ও কার-আ'ফরী' কার-কুশা কার-সায।
খাকী ও নূরী নিহাদ, বন্দাএ মাওলা-সিফাত
হর্ দো' জহাঁ সে গনী উস্কা দিল বে-নিয়ায।
উস কী উমীদে কলীল, উস্কে মকাসিদ জলীল,
উস্ কী 'আদা দিল-ফরেব, উস্ কী নিগাহ দিল-নওয়ায।
নরম-দম গোফ্ত-গূ, গরম-দম জোস্তজূ,
রয্ম হো যা বয্ম হো পাক-দিল ও পাক-বায।"

আল্লাহের হাত 'মুমিন' মানুষের হাত—
শক্তিশালী, কর্মস্রষ্টা, কর্মপ্রসারী, কর্মকারী।
পার্থিব কিন্তু স্বর্গীয় স্বভাব, দাস কিন্তু প্রভুর গুণান্বিত,
ইহপরলোকের অভাবরহিত তাহার হৃদয় নিরুদ্বেগ।
তাহার আশা অল্প, তাহার লক্ষ্য মহান্,
তাহার ব্যবহার মনোমোহন, তাহার দৃষ্টি হৃদয়গ্রাহী।
কথোপকথন মৃদু, অনুসন্ধান তীব্র,
কি যুদ্ধে কি বন্ধু-সভায় পবিত্রহৃদয়, পবিত্রকর্মা।

তাঁহার দিব্য দৃষ্টি ইয়ুরোপের বাহিরের অসার তুষের মধ্যে তাহার ভিতরের সারশস্যকে লক্ষ্য করিয়াছিল। ইয়ুরোপ প্রবাসের এই অভিজ্ঞতা তিনি পরবর্তী সময়ে কি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন—

"কুওওতে মগ্‌রিব না আয্ চঙ্গ ও রবাব,
নায় যে রক্‌সে দুখ্‌তরানে বে-হিজাব।
নায় যে সিহ্‌রে সাহিরানে লালারু-স্ত,
নায় সে 'উরিয়ানে সাক ও নায় আয্ কিত্‌এ মূ-স্ত।
মহ্‌কমী উরা না আয্ লাদীনী আস্ত,
নায় ফরুগশ আয্ খতে লাতীনী আস্ত।
কুওওতে আফ্‌রঙ্গ আয্ 'ইলম ও ফন্ আস্ত,
আয্ হমী' আতিশ চিরাগশ রওশন আস্ত।
হিক্‌মত আয্ কিত্ ও বুরীদে জামা নীস্ত,
মানি এ 'ইল্‌মো' হুনর 'আমামা নীস্ত।"

পাশ্চাত্যের শক্তি বীণা ও সেতারে নয়,
বে-পর্দা মেয়েদের নাচে নয়।
কমলমুখী যাদুকরীদের যাদুতে নয়,
নয় সে উলঙ্গ জানুতে কিংবা চুল ছাঁটায়।

তাহার শক্তি তাহার ধর্মহীনতায় নয়,
নয় তাহার প্রভাব লাতিন অক্ষরের কারণে ;
ইউরোপবাসীর শক্তি জ্ঞান ও শিল্প হইতে,
এই আগুন হইতেই তাহার প্রদীপ জ্যোতির্ময়।
আমার ছাঁট কাট কোনও জ্ঞান গরিমা নাই,
পাগড়ী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিঘ্ন নয়।

ইক্‌বাল কিন্তু কৃতজ্ঞচিত্তে ইয়ুরোপের নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

"খিরদ আফযূদ মরা দর্সে হকীমানে ফিরঙ্গ,
সীনাহ্ আফ্রোখ্ত মরা সুহ্‌বতে সাহিবে নযরাঁ।"

ইউরোপের জ্ঞানিগণ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছেন,
দিব্যজ্ঞানীদিগের সংসর্গ আমার হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছে।

তিন বৎসরের প্রবাসে বিদ্যা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া ইক্‌বাল ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের বুকে আবার ফিরিয়া আসিলেন। বোম্বাই হইতে লাহোরের পথে দিল্লীতে নামিয়া তিনি খ্বাজা নিযামুদ্দীনের দরগায় তাঁহার কৃতজ্ঞ ভক্তি নিবেদন করিলেন। ২৭শে জুলাই সন্ধ্যায় ইক্‌বাল লাহোরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক বিরাট ভোজসভা হইল। এক দিন পরে তিনি শিয়ালকোটে স্বগৃহে আসিয়া নিজের প্রিয় পরিজনের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন।

**স্বদেশে প্রত্যাবর্তন**

ডক্টর ইক্‌বাল লাহোরের সরকারী কলেজে তাঁহার পূর্ব পদে পুনরায় যোগ দিলেন। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে সাহেবিয়ানার ছোঁয়াচে রোগ ইক্‌বালকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ; বরং তিনি পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী নিষ্ঠাবান্ মুসলমান হইয়াছেন। তাঁহার মুখেই এ তিরস্কার শোভা পায়—

‘‘ওয়দা’ মেঁ তুম্ হো নসারা’ তো তমদ্দুন মেঁ হনূদ,
য়িহ্ মুসলমাঁ হায়্ জিন্‌হেঁ দেখ্ কে শর্মাএ য়াহূদ।’’

খ্রীষ্টান তুমি বেশভূষাতে, সভ্যতাতে তুমি হনুদ ;
মুসলমান এই ! যারে দেখে লজ্জায় মরে আজি ইহুদ।

১৯১১ সালের এপ্রিলে আঞ্জুমন-ই-হিমায়ত-ই-ইস্‌লামের বার্ষিক সভায় তিনি তাঁহার বিখ্যাত খণ্ড কাব্য ‘শিক্‌ওয়াহ্’ পাঠ করেন। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শ্রবণ করে। যখন কবি এই কাব্যের শেষে পৌঁছিয়া অশ্রুছলছল চক্ষে ভাবগদগদ কণ্ঠে কবিতা পড়িতেছিলেন, তখন শ্রোতাদের বেদনাব্যঞ্জক আহা উহু এবং ফোঁপানির শব্দ ছাড়া বিরাট সভায় যেন এক মহাশূন্যতা বিরাজ করিতেছিল। বাস্তবিক কবির এই শিক্‌ওয়াহ্ যেমন জনপ্রিয় হইয়াছে, তাঁহার আর কোন কবিতা সর্বসাধারণের নিকট সেরূপ সমাদর লাভ করে নাই।

সেই বৎসর অক্টোবর মাসে তিনি লাহোরের বাদশাহী মসজিদে ত্রিপোলি যুদ্ধ উপলক্ষে ‘‘দরবারে রিসালত’’ শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি করুণরসপূর্ণ ছিল। বিরাট সভায় এমন কেহ ছিল না, যে এই কবিতা শুনিয়া অশ্রুপাত করে নাই।

যখন ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে বল্কান যুদ্ধ উপলক্ষে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, ইক্‌বাল সেই সময়ে তাঁহার ‘‘জওআব-ই-শিক্‌ওয়াহ্’’ খণ্ড কাব্য রচনা করেন। ইহা শিক্‌ওয়ার উপসংহার। তিনি লাহোরের মোচি দরওয়াজার এক বিরাট সভায় ইহা পাঠ করেন। সভাস্থলে পুস্তকের সমস্ত কপি বিক্রয় হইয়া যায়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিনি ‘বল্কান ফণ্ডে’ দান করেন।

ইহার পর তাঁহার বিখ্যাত কবিতা ‘‘শা’ম্‌আ আওর শা’ইর’’ (ব্যক্তি ও কবি) ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবধারার সূচনা পরিলক্ষিত হয়।

পৃথিবী তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমানের শোচনীয় অবসাদগ্রস্ত অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া ইক্‌বাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ১৯১১ সালে অধ্যাপকের কার্য ত্যাগ করিলেন। তিনি সে সময় মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পাইতেছিলেন এবং অবসরমত ব্যারিস্টারিও করিতে ছিলেন। কেহ তাঁহাকে চাকরি ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন "আমার স্বজাতিকে দিবার জন্য আমার বিশেষ বাণী রহিয়াছে। সরকারী চাকরিতে থাকিলে, আমি তাহা দিতে সক্ষম হই না। এই জন্য চাকরি ছাড়িয়াছি। আশা করি আমি এক্ষণে আমার ইচ্ছানুযায়ী কায় করিতে সমর্থ হইব।"

ইক্‌বাল নিজের সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য ব্যারিস্টারি করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের প্রধান আইনজীবিগণের ন্যায় তাঁহার পেশাগত সুনাম থাকিলেও অর্থলোভ তাঁহার ছিল না। মাসিক খরচের মত টাকা পাইলে তিনি আর কোনও মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন না। যে মামলায় মক্কেলের জন্য কিছু ভাল করার সম্ভাবনা না থাকিত। তিনি সে মামলা গ্রহণ করিতেন না। মিঃ সি· আর· দাস প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যারিস্টারগণ তাঁহার সহিত আইন বিষয়ে পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহাকে দূরদূরান্তরে কৌনসুলী হিসাবে নিযুক্ত করিতেন।

**মুসলিম ঐতিহ্য, জাতীয়তাবাদ ও ইক্‌বাল**

এই সময় ইক্‌বাল "খিতাব বা জওয়ানানে ইসলাম" (ইসলামের তরুণগণের প্রতি অভিভাষণ), "গুর্রা এ শওওয়াল", (শওয়াল মাসের পয়লা) "মুসলিম", "শু'আ-এ আফ্‌তাব" (সূর্যের কিরণ), "নওঈদে সুবহ" (প্রভাতের সুসংবাদ) প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। দরদী ইক্‌বাল স্বজাতির উদ্ধার কল্পেই মুসলিম কবির আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি কবিতার ভাববিলাস হইতে কবিতার প্রয়োজনীয়তাকেই তাঁহার রচনার লক্ষ্যরূপে গ্রহণ

করিলেন। সকলে কিন্তু তাঁহার এই পরিবর্তন ভাল চক্ষে দেখেন নাই। পণ্ডিত ইন্দ্রনারায়ণ এম-এ. এল-এল-বি. তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক কবিতায় বলিয়াছেন—

"হিন্দী হোনে পর্ নায্ জিসে কাল্ তক্ থা হিজাযী বন বৈঠা।
আপ্ নী মহ্ ফিল্ কা রিন্দ্ পুরানা আজ নমাযী বন্ বৈঠা।"

কাল পর্যান্ত যাঁহার ভারতীয় হইবার গর্ব্ব ছিল,
তিনি আরবী বনিয়া গেলেন,
আপন সভার পুরাতন পাপী আজি
কিনা নমাযী বনিয়া গেলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এক বিষয়ে ইক্‌বালের তুলনা করা যাইতে পারে। বঙ্কিম চাহিয়াছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি ও মুক্তি, ইক্‌বালের তাহাই কাম্য ছিল। বঙ্কিমের স্বদেশ ছিল বাঙ্গালা দেশ আর তাঁহার স্বজাতি ছিল বাঙ্গালী হিন্দু। ইক্‌বালের স্বদেশ সমস্ত ইসলাম জগৎ আর তাঁহার স্বজাতি বিশ্বের মুসলমান। তাই বঙ্কিমের রচিত জাতীয় সঙ্গীত —

"বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্"।

আর ইক্‌বালের "তরানা" বা জাতীয় সঙ্গীত—

"চীন ও 'আরব হমারা হিন্দুস্তাঁ হমারা,
মুসলিম হৈঁ হম, ওয়তন হৈ সারা জহাঁ হমারা,"

আরব মোদের, চীনও মোদের, মোদের হিন্দুস্তান,
মুসলিম মোরা, বিশ্ব জগৎ মোদের বাসস্থান।

কথিত আছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আফগানিস্তানে তারানা-ই-মিল্লী মুসলিম জাতীয় সঙ্গীতের পূর্ণ মর্য্যাদায় সামরিক বাদ্য সহযোগে বাজান

হইত। ইরানেও তাঁহার কাব্য সুপরিচিত ছিল। ফারসী ভাষায় তাঁহার কাব্য পারস্যের জাতীয় কাব্যের ন্যায় পরিগণিত।

প্রশ্ন হইতে পারে, দার্শনিক কবি ইক্‌বাল রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্বকবি না হইয়া কেন মুসলিম কবি হইলেন? বাস্তবিক অন্তরের অন্তস্তলে ইক্‌বাল বিশ্বকবিই ছিলেন। কিন্তু তিনি এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন যে পৃথিবীতে কেবল ইসলামই দেশ ভাষা, জাতি বর্ণ, অভিজাত অন্ত্যজ, ধনিক শ্রমিক, সভ্য অসভ্য, সর্ব্ববিধ ভেদগণ্ডী দূর করিয়া এক বিশ্বভ্রাতৃসমাজ গঠন করিতে পারে। সমাজতন্ত্রবাদী যেমন তাহার সমাজতন্ত্র দ্বারা বিশ্ব-মানব সমাজ গড়িতে চায়, ইক্‌বালও সেরূপ ইসলাম দ্বারা বিশ্বভ্রাতৃসমাজ গড়িতে চাহিয়াছিলেন। ইকবাল এই মহতী সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কেবল ইকবাল নন, কয়েকজন অমুসলমান মনীষীও এই বিশ্বাস পোষণ করেন।

Mr. H. A. R. Gibb তাঁহার Whither Islam পুস্তকে বলেন:

> "Islam has still the power to reconcile apparently irreconcilable elements of race and tradition. If ever the opposition of the great societies of the East and the West is to be replaced by co-operation, the mediation of Islam is an indispensable condition."
>
> — জাতি এবং ঐতিহ্যের দৃশ্যতঃ অসমঞ্জস উপাদানগুলির সামঞ্জস্য বিধানের শক্তি এখনও ইসলামের আছে। যদি কখনও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বড় বড় সমাজের বিরোধিতার স্থানে সহকারিতা আনিতে হয়, তবে ইসলামের মধ্যস্থতা একটি অপরিহার্য নির্ধারণ।

Sir Sarvapalli Radhakrishnan তাঁহার East & West in Religion গ্রন্থে বলেন:

> "We connot deny that the conception of brotherhood in Islam transcends all barriers of race and nationality, a feature which does not characterize any other religion."

— আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ গোষ্ঠী ও জাতির সকল সীমাবন্ধনকে অতিক্রম করে। ইহা এমন একটি লক্ষণ যাহা অন্য কোনও ধর্মে লক্ষিত হয় না।

Sir Thomas Arnold বলেন :

"Islam which claims the allegiance of seven hundred million souls is the only solution for all the ills of the world ... For it is in Islam only that the idea of a real material league of nations has been approached in the right and practicable way."

— ইসলাম যাহা ৭০ কোটি আত্মার আনুগত্যের দাবি করে, জগতের সকল অমঙ্গলের একমাত্র মীমাংসা। ...... কারণ একমাত্র ইসলামেই একটি প্রকৃত বস্তুতান্ত্রিক জাতি সংঘের পরিকল্পনাকে যথার্থ ব্যবহারিকরূপে নিকটায়ত্ত করা হইয়াছে।

Prof. Snouck Hurgronje তাঁহার the Moslem World Today পুস্তকে বলেন :

"The ideal of a league of Human Races has indeed been approached by Islam more nearly than by any other : for the league of nations, founded on the basis of Mohammed's religion takes the principle of the equality of all human races so seriously as to put other communities to shame."

— বাস্তবিক মানব গোষ্ঠীসমূহের একটি সংঘের পরিকল্পনাকে অন্য ধর্মাপেক্ষা ইসলামই অধিকতর নিকটায়ত্ত করিতে পারিয়াছে। কারণ মুহম্মদের (দঃ) ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সর্বজাতিসংঘ মানব গোষ্ঠীর ঐক্যের মতবাদকে এত নিষ্ঠার সহিত ধারণ করে যে অন্য সকল সম্প্রদায়কে লজ্জিত করে।

Mr. George Bernard Shaw বলেন :

"It is the only religion which appears to me to possess assimilating capacity to the changing phase of existence which can make its appeal to every age. I believe that if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring in much needed peace and happiness"

> — আমার বোধ হয়, যে ইহা একমাত্র ধর্ম যাহা অস্তিত্বের পরিবর্তনশীল রূপে এরূপ সামঞ্জস্য বিধানের সামর্থ্য রাখে, যাহা প্রত্যেক যুগের নিকট তাহার আবেদন উপস্থিত করিতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে মুহম্মদের (দঃ) ন্যায় কোনও ব্যক্তি যদি বর্তমান জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করিতেন, তবে তিনি তাহার সমস্যাগুলির এমন ভাবে সমাধান করিতে কৃতকার্য হইতেন, যাহাতে শান্তি ও সুখের বড় অভাব পূরণ হইত।

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এখন কে বলিবে ইক্‌বাল অন্ধ বিশ্বাসী ছিলেন? আন্তর্জাতিক সমস্যা তথা ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকাতে ইক্‌বালেরও অটুট বিশ্বাস ছিল। তাঁহার চিন্তা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ইক্‌বাল ও তদানীন্তন ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওআহেরলাল নেহরু ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নীতি সম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদের ভূমিকা লইয়া তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বেই আলোচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার The Discovery of India পুস্তকে বলিয়াছেন যে, ইক্‌বাল তাঁহাকে খবর দেওয়ায় তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। জওআহেরলালের ধারণা ছিল যে তিনি তাঁহার মতামতকে ও তাঁহাকে ভালবাসিতেন; ইক্‌বাল সোভিয়েত রাশিয়ার উন্নতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ঝুঁকিতে ছিলেন। কিন্তু জনাব আনোয়ার বেগ লিখিত The Poet of the East পুস্তকে দেখা যায় যে, অসুস্থ ইক্‌বালের সঙ্গে জওআহেরলালের সাক্ষাৎকালে আল্লামা তাঁহাকে পরিষ্কার বলেন—

> "তুমি কি ক'রে আশা করতে পার যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের রাজনৈতিক মতবাদ যা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহাদের সমর্থনে আমি ৮ কোটি

মুসলমানের স্বার্থ ঘুচিয়ে দেব?" তিনি বরং পরামর্শ দেন যে, "তুমি যদি ভারতের স্বাধীনতা সত্যি সত্যিই চাও, তবে তুমি কি মনে কর যে মুসলমানের সহানুভূতি ছাড়াই তা আদায় করতে পারবে? ইয়ুরোপ থেকে ভারত পর্যন্ত মধ্যবর্তী এলাকা সম্বন্ধে ভুলে থাকতে পার কি? রাজনীতির অ আ বোধ হয় এটাই, যে পার্শ্ববর্তী জাতিগুলোর সম্বন্ধে সচেতন মনোভাব নিয়েই জাতীয় নীতি নির্ধারণ করতে হবে। বুশায়র, বসরা, এডেন, আকাবা, মুকাল্লা এবং সুয়েজ এ সব মুসলিম শহর, এবং এ গুলো ভারতের দিকে এগোতে বড় রাজপথে পড়ে। তুমি কি ভারতের জন্য মুসলিম সহযোগিতার বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে পারবে? পশ্চিম এশীয় মুসলিম জাতিগুলোর সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা কর।"...১

মুসলিম সমস্যা ও আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে ইকবাল যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষিত হিন্দু মহলে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নাই। বরং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের এক অ-মুসলমান অধ্যাপক বলিয়াছিলেন —

> "The Muslims may claim Dr. Iqbal a million times as their property, but he belongs to us all. He is not an exclusive property of any religion or class. If they are proud that Iqbal is a member of their religion, it is no less pride to us that Iqbal is an Indian."

---

1. "How can you expect me to sacrifice the interest of 80 millions of Muslims for a handful of people whose political outlook is as dim as the dusk?...... If you desire Indian Independence in all seriousness do you think you will be able to achieve this end without Mnslim sympathies? How can you forget the vast lands that lie between Europe and India? It is perhaps the A. B. C. of politics that no nation can act without having a consideration for the nations surrounding it. Bushire, Basrah, Baghdad, Aden, Aqaba, Mukalla and Suez are Muslim cities and lie on the grand Imperial way to India. Can you forget that Muslim co-operation for India is of the utmost value? Try to make friends with the Muslim nations of Western Asia ........'

*Mr. Abdullah Anwar Beg "The Poet of the East"* (P. 133-34. 1939 Edn.)

"মুসলমানেরা সাধারণত ডক্টর ইকবালকে নিজস্ব সম্পদ মনে করলেও তিনি আমাদের সকলেরই। তিনি কোনও ধর্মীয় বা শ্রেণীগত দাবীর বাইরে, তাঁরা যদি ইকবাল তাঁদের স্বধর্মী ব'লে গৌরব বোধ করেন, এটাও আমাদের কম গৌরবের নয় যে ইকবাল একজন ভারতীয়ও।"[২]

আল্লামার মহাপ্রয়াণে ভারতব্যাপী এক শোকের অশ্রু প্লাবন পরিলক্ষিত হয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন —

"স্যার মুহম্মদ ইকবালের মৃত্যু আমাদের সাহিত্যে এক শূন্যতা সৃষ্টি করলো, এবং মর্মের এ আঘাত ভুলতে যথেষ্ট সময় লাগবে। ভারত, আজকের পৃথিবীতে যার স্থান খুবই ছোট, তার পক্ষে বিশ্ববাসীর মনে যার কবিতা অনুভূতি জুগিয়েছিল এমন এক কবিকে হারান খুবই বড় রকমের ক্ষতি।"

ভারতের দলনিরপেক্ষ দৈনিক পত্রিকা 'ষ্টেটসম্যান' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (২৩ এপ্রিল, ১৯৩৮) লিখিয়াছিল —

"...He gave the Musilms good leadership and shrewd advice. In the loss of a man of such versatility, such capacity for making memorable verse and giving utterance to inspiring searching thought, much more than the Muslim community has suffered India, and the world of letters are poorer for his death, the richer for what he has written...."

"...তিনি মুসলমানদের ভাল নেতৃত্ব এবং বিচক্ষণ পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমন বহুমুখীপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, তেজউদ্দীপক চিন্তার উন্মেষক স্মরণীয় কাব্য রচয়িতার মৃত্যুতে মুসলমান সম্প্রদায় অপেক্ষা ভারত অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল এবং বিশ্বসাহিত্য দরিদ্রতর হ'ল, শুধু তাঁর লেখনী সম্পদ হ'য়ে র'ল।"

ইকবালের মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধী, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, সরোজিনী নাইডু, সুভাষচন্দ্র বসু, জওআহেরলাল নেহরু প্রমুখ

2. Mr. Abdullah Anwar Beg---The Poet of the East (P. 63-1939 Edn)

অ-মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেযেট, ট্রিবিউন, ডেইলি হেরাল্ড প্রভৃতি পত্রিকায় যে সব শোকবাণী ও সম্পাদকীয় সমূহ প্রকাশিত হয়, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু ভারতের জাতীয় ক্ষতিরূপে একবাক্যে স্বীকৃত হয়। ইহাতে ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে খাঁটি মুসলিম হইয়াও এবং মুসলিম ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁহার সচেতন উক্তি সত্ত্বেও তিনি ভারতের সকল সম্প্রদায়েরই মনের মানুষটি ছিলেন।

১৯১৪ সালে আঞ্জুমন-ই-হিমায়ত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় ইক্‌বাল তাঁহার রচিত ফারসী কাব্য "আসরারে খুদী" (ব্যক্তিত্বের রহস্য) পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করেন। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে সমগ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ইহারও দুই বৎসর পরে ১৯১৮ সালে তাঁহার "রুমূযে বেখুদী" (ব্যক্তিত্বহীনতার গুপ্তকথা) মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই দুই পুস্তকে ইক্‌বাল ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দার্শনিক মত প্রকাশ করেন। এই মত তাঁহার পূর্বে বোধ হয় এশিয়ার কোনও ভাষায় কোনও ভাবুক কখনও প্রচার করেন নাই। পাঠকগণের সকলই যে তাঁহার মত ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহা বলা চলে না; তবু তাহারা কবির দার্শনিকত্বে বিস্ময়াভিভূত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। এই পুস্তকে ইক্‌বাল এক শ্রেণীর সুফীগণের নিষ্ক্রিয় ভাবময় জীবনের নিন্দা প্রসঙ্গে পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিযের গযলের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। ইহাতে কতক লেখক তাঁহার প্রতি কঠোর সমালোচনা-বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকে। অবশেষে তিনি এই অংশগুলি পরিবর্তন করাই সমীচীন মনে করেন।

**দার্শনিক কবি ইক্‌বাল**

১৯২০ সালে "আসরারে খুদীর" অনুবাদ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক নিকলসন (Dr. R. A. Nicholson)

স্বীয় ভূমিকাসহ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য দেশে ইক্‌বালের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। এই পুস্তকের উপর অধ্যাপক ব্রাউন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এক সমালোচনা লিখেন এবং তাঁহার The Literary History of Persia পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে মহান্ সাধক শহাবুদ্দীন সুহ্‌রওআর্দীর আলোচনা প্রসঙ্গে ইক্‌বালের উল্লেখ করেন।

১৯২১ সালে তাঁহার "খিযর-ই-রাহ" (অমৃত উৎসের পথ-প্রদর্শক) এবং পর বৎসর তাঁহার "তুলু'এ ইস্‌লাম" (ইস্‌লামের উদয়) প্রকাশিত হয়। তিনি এই খণ্ডকাব্য আঞ্জুমন-ই-হিমায়ত-ই-ইস্‌লামের বার্ষিক অধিবেশনে পাঠ করেন। পরে (১৯২৪) এই দুই খণ্ডকাব্য তাঁহার পূর্বরচিত সমস্ত উর্দু কবিতা ও খণ্ডকাব্য সহিত তাঁহার "বাঙ্গ-ই-দরা" (ঘণ্টাধ্বনি) নামক কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

ইক্‌বালের জগদ্বিখ্যাত কীর্তি ভারত সরকারের অবিদিত থাকে নাই। ১৯২১ সালে সরকার তাঁহাকে Sir উপাধি দান করেন। বাস্তবিক উপাধিকেই ইক্‌বাল সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহার এই সরকারী উপাধি গ্রহণে সন্তুষ্ট হন নাই। সেই সময় কেহ লিখিয়াছেন—

"পহ্‌লে তো সরে মিল্লাত বন্যাকে থে ওহ্‌ তাজ
আব আওর স্থনো তাজকে সর হো গয়ে ইক্‌বাল
কহ্‌তা থা যিহ কাল্‌ ঠণ্ডী সড়ক পর কোঈ গুস্তাখ
সরকারকী দহ্‌লিজ পে সর হো গয়ে ইক্‌বাল।"

প্রথমে ত তিনি ছিলেন পবিত্র ধর্মের শিরে রাজমুকুট,
এখন আর কোন ইক্‌বাল হলেন রাজমুকুটের 'শির';
কাল ঠাণ্ডা রাস্তার পরে কোন নির্লজ্জ বলিতেছিল—
সরকারের চৌকাঠে ইক্‌বাল নত করিয়াছেন শির।

মূল ব্যঙ্গ কবিতায় "সর" শব্দে একটা শ্লেষ আছে, ইহার এক অর্থ মাথা, আর এক অর্থ 'স্যর' উপাধি। অনুবাদে এই শ্লেষ রক্ষা করা অসম্ভব।

ইক্‌বালের ফারসী ভাষায় লিখিত "পয়াম-ই-মশ্‌রিক" (প্রাচ্যের বাণী) ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি ইহা আফগানিস্তানের বাদশাহ্‌ আমানুল্লাহের নামে উৎসর্গ করেন। "তস্‌খীর-ই-ফিৎরৎ" (সৃষ্টি অধিকার) নামক এক খণ্ডকাব্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহা জার্মানীর দার্শনিক কবি গ্যেটের Oest-westerliche Diwan-এর উত্তর স্বরূপে রচিত। দেশ বিদেশে ইতালীয়, রুশীয় ও বিভিন্ন ভাষায় ইহার আলোচনা ও সমাদর হইয়াছিল।

ইক্‌বালের অন্যান্য কাব্য রচনার মধ্যে ফারসী ভাষায় রচিত "যবূর-ই-'আজম" (পারস্য স্তোত্র), 'জাওঈদ নামা' (শাশ্বত পুস্তক), 'পস্‌ চি বায়দ কর্দ' (অতঃপর কিকর্তব্য), 'আর্মুগান-ই-হিজায' (হিজাযের উপঢৌকন) এবং উর্দুতে রচিত 'বাল-ই-জিব্রীল' (জিব্রীলের ডানা) ও 'যর্‌ব-ই-কলীম' (মূসার যষ্টি আঘাত) বহুল প্রচলিত এই সমস্ত রচনায় তাঁহার দার্শনিক মনের ও ইস্‌লামী ভাবের প্রকাশ, অভূতপূর্ব ছন্দের ঝঙ্কার এবং চমৎকার প্রকাশভঙ্গী বিশ্বসাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

সমালোচকগণ ইক্‌বালের কাব্য ও কবিতাগুলিকে চারি যুগে বিভক্ত করিয়াছেন।—

১ম —আরম্ভ হইতে ইয়ুরোপ গমন (১৯০৫) পর্যন্ত।
২য় —ইয়ুরোপ প্রবাস (১৯০৫—১৯০৮) পর্যন্ত।
৩য় —প্রত্যাগমন (১৯০৮) হইতে ১৯২৩ পর্যন্ত।
৪র্থ —১৯২৪ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত।

সুতরাং এই "পয়াম-ই-মশ্‌রিকে"র পর তাঁহার কবি জীবনের চতুর্থ যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগে তাঁহার ভাববিহঙ্গ উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর লোকে উড্ডীন হইয়া একেবারে দিব্যধাম স্পর্শ করে। এই চরম যুগে তাঁহার নিম্নলিখিত কবিতা ও কাব্য পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়—

১। যবুর-ই-'আজম (অনারব দেশীয় মহাগীতি)—"গুলশন-ই-রায -ই-জদীদ" এবং "বন্দগীনামা" শীর্ষক দুই খণ্ডকাব্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহা ফারসী ভাষায় লিখিত এবং ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়।

২। জাওঈদ নামা (অমর লিপি)। ইহা দান্তের (Dante) বিখ্যাত পুস্তক Divinia Comedia-র আদর্শে ফারসীতে রচিত। ইহাতে কবির দ্যুলোক ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রিয়পুত্র জাওঈদ ইকবালের নামে কবি ইহার নামকরণ করেন।

৩। মুসাফির (পথিক)। উর্দু খণ্ডকাব্য ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৪। বাল-ই-জিব্রীল (জিব্রীলের ডানা)। ইহাতে "বাঙ্গ-ই-দরা" পরবর্তী কালে রচিত উর্দু কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। "সাকীনামা" নামক খণ্ডকাব্য ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৫। পস্ চি বায়দ কর্দ (অতঃপর কি কর্তব্য)। ফারসী ভাষায় লিখিত এবং ১৯৩৬ সালে ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়।

৬। যরব-ই-কলীম (মূসার যষ্টির আঘাত)। ইহাকে "বাল-ই-জিব্রীলের" পরিশিষ্ট গণ্য করা যাইতে পারে। ইহা উর্দু কবিতা সমষ্টি। ইহা ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৭। আরমুগান-ই-হিজায (হিজাযের উপঢৌকন)। ইহা কবির অবশিষ্ট উর্দু ও ফারসী কবিতা সংগ্রহ। কবির জীবদ্দশায় ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯৩৮ সালে ইহা প্রকাশিত হয়।

এই যুগের কবিতায় ইকবাল তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ("আসরার-ই-খুদী" ও "রমুয-ই-বেখুদী") নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে প্রচার করিয়াছেন

"বাল-ই-জিব্রীল" এই ব্যক্তিত্ববাদের ব্যাখ্যায় ভরপুর। তিনি ইহাতে বলিয়াছেন—

"খুদীকো কর্ বুলন্দ ইত্‌না কি হর্ তক্‌দীরসে পহলে,
খুদা বন্দেসে খোদ পুছে বতা তেরী রিযা কিয়া হায়্।"

ব্যক্তিত্বকে এত উচ্চ কর যে প্রত্যেক ভাগ্যনির্ধারণের পূর্বে
খোদা মানুষকে যেন জিজ্ঞাসা করেন, বল, তুমি কিসে রাজি?

ইক্‌বাল তাঁহার এই পুস্তকে পৃথিবীর সমস্ত সর্বহারাদিগকে তাঁহার বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। খোদা স্বর্গীয় দূতগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"উঠো মেরী দুনিয়াকে গরীবোঁ কো জগা দো,
কাখে উমরা কে দরো দিওআর হিলা দো
জিস্ খেত সে দহ্‌কান কো ময়স্‌সর ন হো রোযী,
উস্ খেত কে হর খোশাএ গন্দুম কো জলা দো।"

উঠ, আমার জগতের রিক্তদিগকে জাগাইয়া দাও,
ধনীর প্রাসাদের দ্বার প্রাচীর হেলাইয়া দাও।
যে ক্ষেত্র হইতে কৃষকের দিনের জীবিকা জোটে না,
সেই ক্ষেত্রের গমের প্রত্যেক খোশা জ্বালাইয়া দাও।

বাস্তবিক ইক্‌বাল ছিলেন ব্যক্তিত্ববাদের পয়গম্বর (Prophet) এবং ব্যক্তিত্ববাদ প্রচার ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। কবি গিরামী যথার্থই বলিয়াছেন—

"দর দীদাএ মা'নী নিগাহাঁ হযরত-ই-ইক্‌বাল
পয়গম্বরী কর্দ ও পয়গম্বর ন তওয়াঁ গুফ্‌ত।"

রহস্যবিদ্‌গণের চক্ষে হযরত ইক্‌বাল পয়গম্বরের কার্য্য
করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে পয়গম্বর বলা যায় না।

**ইক্‌বাল জীবনের কথা ও কাহিনী**

ইক্‌বাল ছিলেন সাদাসিদা সাধারণ জীবনযাপনকারী এক দরবেশ। দেশবিদেশের রাজপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আসিলে তাঁহাকে দেখিতেন সাধারণ সূতি লুঙ্গী ও পিরহান পরিহিত বেশে এবং তিনি সাধারণ বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া আলাপ করিতেন। তিনি নিজকে ফকির মনে করিতেন; কিন্তু মনটি ছিল তাঁহার শাহানশাহের।

কথিত আছে, আফগানিস্তানে রাষ্ট্রবিপ্লবের পর যখন জেনারেল নাদির শাহ্‌ প্যারিস হইতে কাবুলের পথে লাহোর দিয়া যাইতেছিলেন, তখন ইক্‌বাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকা আফগান জাতির সাহায্যকল্পে দান হিসাবে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। নাদির শাহ্‌ ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানা নাই।

ইক্‌বালের সহিত এক দরবেশের কথোপকথনের বিবরণীতে তাঁহার নিজস্ব দরবেশী মন ও মেজাজের পরিচয় আমরা পাই।

ইক্‌বাল ঃ সজ্জন, আমার জন্য দোওয়া করুন।

দরবেশ ঃ তুমি কি দৌলত চাও?

ইক্‌বাল ঃ না, আমার সে জন্য লোভ নেই; আমি দরবেশ, আল্লাহ্‌ই আমার গরিবী জীবনের প্রয়োজন মিটান।

দরবেশ ঃ তা হলে দুনিয়ার সম্মান ও পদ চাও কি?

ইক্‌বাল ঃ আমার ও সব আছে। আর কোন উচ্চ পদের অভিলাষী নই।

দরবেশ ঃ আল্লাহ্‌কে কি পেতে চাও?

ইক্‌বালের চোখে মুখে এইবার এক অপূর্ব উজ্জ্বলতা পরিলক্ষিত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ

"আল্লাহ্‌কে পাওয়া? দরবেশ! কি করে আমি পেতে পারি; আমি যে তাঁর বান্দাহ্‌, তিনি আল্লাহ্‌। তাঁর সাথে আমার

একমাত্র সম্পর্ক ওঁকে এবাদত করাই। ওঁকে পাওয়া বলতে কি বুঝায়? যদি আমি বুঝতে পারি আল্লাহ, আমাকে দেখা দিতে আসছেন, তবে আমি বিশ মাইল দৌড়ে পালাব, কারণ নদী যদি এক ফোটা পানির সাথে মিলে, তবে পানি ত লয় পাবে। আমি ক্ষুদ্র পানিবিন্দুর ন্যায় আমার অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাই, তাকে বিলুপ্ত করতে চাই না। কিন্তু সেই সাথে আমার এক বিন্দু পানির জীবনকে নদীর পানির অংশরূপেই জিইয়ে রাখতে চাই।"

দরবেশ মুগ্ধ হইয়া বলিলেন — "বাঃ, ইকবাল বাবা!.........
দরবেশের দোওআ তোমার দরকার নেই।"

ইকবাল সকল ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবে মহীয়ান জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ছোট কয়েকটি ঘটনা আলোকপাত করে তাঁহার চরিত্রের এই অপূর্ব সুন্দর অধ্যায়ে।

প্রাণাধিক কনিষ্ঠ পুত্র জাওঈদ খেলার সাথীর সাথে ঝগড়া করিয়াছিল — এই সংবাদ জাওঈদের বন্ধুই জানাইয়া গেল আল্লামা ইকবালকে। ইকবাল বুঝিলেন যে পুত্রই দোষী। তিনি জাওঈদকে বলিলেন — "তুমি যদি ধর্মীয় নির্দেশ অমান্য কর, তবে তুমি আর আমার ছেলে বলে পরিচয় দিও না। নিজের বন্ধুদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করো এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করো।"

আল্লামা ইকবাল লাটভবনে বা অন্য কোন নিমন্ত্রণে যাওয়া পছন্দ করিতেন না, কেননা সেখানে মদ খাওয়া হয়।

জীবন সায়াহ্নে অসুস্থ ইকবাল শহীদগঞ্জ মসজিদে গুলী চলার ব্যাপারে উত্তেজিত বোধ করিতেছিলেন। তিনি মসজিদের জন্য শহীদ হইতে চাহিলেন। এই সময় তাঁহার বাসভবনে শহীদগঞ্জ মসজিদের আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা ও চাঁদা উঠাইবার ব্যাপারে কতিপয় নেতৃস্থানীয় মুসলিমের বৈঠক বসিয়াছিল। ইকবাল সে

বৈঠকে সালিস হইতে কামরায় আসিয়া কোন এক নওয়াব সাহেবকে উপস্থিত দেখিয়া চলিয়া গেলেন এবং মন্তব্য করিয়াছিলেন — "এই মসজিদ ভাঙ্গার ব্যাপারে যাদের পরোক্ষ হাত, এমন লোকদের এখানে দেখে আমি দুঃখিত হলাম।"

ইক্‌বালের স্পষ্টবাদিতার কয়েকটি ঘটনা পাওয়া যায়। বিখ্যাত পীর জামাত আলী শাহের সহিত তাহার আলোচনার সময় পীর সাহেব নিরালায় কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইক্‌বাল প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন — "আমরা ত একলাটিই আছি।" যখন বলা হইল তবুও এমন লোকজন এখানে হয়ত উপস্থিত আছে, যে খবরাখবরের গোপনীয়তা হয়ত থাকিবে না। জনৈক ভদ্রলোক তখন জিজ্ঞাসা করিলেন — "কাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে? "কবি পরিষ্কার বলিলেন — "আপনি তাদেরই একজন।"

ইক্‌বাল বিধর্মীর প্রতি উদার ভাবাপন্ন হইলেও নাস্তিকতা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। কোনও এক সময় লাহোর এক নামযাদা ঘরের উচ্চ শিক্ষিত ছাত্র দর্শন শাস্ত্র অধ্যায়ন পূর্বক যুক্তিবাদী রূপে ইক্‌বালের সঙ্গে কথোপকথনে নাস্তিক মনোভাবের পরিচয় দেন। ইক্‌বাল তাঁহাকে তাঁহার কামরা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন।

স্যার মুহম্মদ ইক্‌বাল তাঁহার বাল্য শিক্ষক মীর হাসান সাহেবের মতন বাক্‌পটু ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বাক্ চাতুর্যে রসের অভাব ছিল না।

একবার পাঞ্জাবের দুই প্রখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির সম্পর্কে বৈঠকী আলাপে ইক্‌বাল বলিলেন যে ইহাদের একজন শয়তানের তাবেদারী করিতেন এবং তাহাকে খুশী করার জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তুত ছিলেন। অপর জনকে শয়তান ভয় করিত এবং তাহার

সহিত বন্ধুত্ব করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল, "আমরা উভয়েই এক, আসুন হাত মিলিয়ে চলি।"

স্যার ইকবাল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শয়তানকে লইয়া এক চমৎকার গল্প বলিয়াছেন। "গত মহাযুদ্ধের সময় শয়তানের কিছু ভক্তবৃন্দ তার দরবারে গিয়ে দেখলে সে আরাম কেদারায় এলিয়ে বসে চুরুট টানছে। ভক্তরা বললে — "আপনি যে হুজুর, বড় অলস জীবন যাপন করছেন; কিছু কি এখন করবার নেই?" শয়তান বললে — "আমি বেকার হয়ে পড়েছি, কারণ আমার কাজ সব বৃটিশ মন্ত্রীসভাকে বুঝিয়ে দিয়েছি।" তুরস্কের শেখ রউফ বে প্রমুখ সমবেত জনতা অট্টহাসিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

ইংরেজ সরকারের স্যর পদবী গ্রহণের সময় — "সরকারকী দহলিয পে সর হো গয়ে ইকবাল" (সরকারের চৌকাঠে ইকবাল নত করিয়াছেন শির) যাহারা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পরবর্তী কালে দেখিয়াছেন যে ইকবাল বৃটিশ সরকারের নীতির সমালোচনায় কখনও পিছপা হন নাই। সাইমন কমিশনের সাক্ষ্যে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "বৃটিশের বন্দুকের তলায় হিন্দুরা মুসলমানদের শোষণ করিতেছে।" শহীদগঞ্জ মসজিদ ব্যাপারে প্রিভি কাউন্সিলে মামলা দায়ের করার ব্যাপারেও ইকবাল বলিয়াছিলেন যে, বৃটিশের ন্যায়বিচার শক্তির উপর তাঁহার আস্থা নাই।

ইকবালের জীবনের শেষ ভাগে পৃথিবীর ও ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক কিছু গুরুতর ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর প্রধান মহাসমর, ভার্সাই সন্ধি, ভারতবর্ষে রাউলাট এক্ট, জালিওআনওআলাবাগের হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, তুর্কিতে সাধারণতন্ত্র স্থাপন ও খিলাফতের বিলোপ সাধন — এইগুলি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় থাকিবে। ইকবাল

**জীবনের অন্যান্য কার্য**

কোনও আন্দোলনে আন্দোলিত হন নাই। তিনি ভীষণ ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে হিমালয় গিরির ন্যায় অটল অচল থাকিয়া নিজের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন। রাজনৈতিক চেতনা তাঁহার তীব্র ছিল। রাজনীতিতে তিনি এক প্রকার বিপ্লবীই ছিলেন। কিন্তু তিনি সমসাময়িক রাজনীতিতে কোনও প্রধান অংশ গ্রহণ করেন নাই। এবিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয়। রাজনৈতিক নেতা হইবার আকাঙ্ক্ষা ইকবালের কোনও কালেই ছিল না। তবু তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি ১৯২৬ সালে পাঞ্জাবের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদপ্রার্থী হন। তাহাতে অনায়াসে কৃতকার্য হইয়া তিনি স্বীয় প্রদেশের রাজনীতিতে যোগদান করিয়া কয়েক বৎসর সুনামের সহিত মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। এই সদস্যরূপে কাউন্সিলের অধিবেশনে তিনি কৃষক ও মজুরদের সমস্যা, রাজস্ব ও আয়কর ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান্ মতামত প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এই দিল্লীকা লাড্ডুর মজা একবার চাখিয়া পুনরায় চাখিতে রাজি হইলেন না। তিনি বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়িগণকে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছিলেন — "লোকে নিজের কোনও না কোনও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাউন্সিলে যায়, আমার তো নিজের কোনও স্বার্থ নাই।"

অবশ্য ইহা সত্ত্বেও তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। ১৯২৭ সালে তিনি Simon Commission-এর সমক্ষে সাক্ষ্যদান করেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই সময় কাংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই কমিশন 'বয়কট' করিয়াছিল।

তিনি ১৯২৮ সালের শেষ ভাগে নিমন্ত্রিত হইয়া দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হন। এই সময়ে তিনি মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মহিসুর, হায়দরাবাদ, সেরিঙ্গাপটম এবং পরে আলীগড়ে কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন।

এই সব সভায় হিন্দু মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের শ্রোতা ভিড় করিত এবং আঞ্চলিক পত্রপত্রিকাগুলিতে তাঁহার বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইত। মাদ্রাজ মুসলিম এসোসিয়েশনের উদ্যোগে তিনি যে সাতটি বক্তৃতা দেন, সেইগুলি পরে Reconstruction of Religious Thought in Islam নামে Oxford University Press হইতে প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু ছিল :

(১) Knowledge and Religious Experience ;

(২) The Philosophical Tests of the Revelations of Religious Experience ;

(৩) The Conception of God and the Meaning of Prayer ;

(৪) The Human Ego, His Freedom and Immortality ;

(৫) The Spirit of Muslim Culture ;

(৬) The Principle of Movement in the structure of Islam ;

(৭) Is Religion possible ?

তিনি ১৯৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। এই অভিভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলিয়াছেন —

> "To base a constitution on the conception of a homogeneous India, or to apply to India the principles dictated by British democratic sentiments, unwittingly to prepere, her for a civil war."

— "এক অখণ্ড ভারত এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কোনও শাসনতন্ত্র রচনা করিলে বা বৃটিশ গণতন্ত্রবাদের বশবর্তী হইয়া ভারতবর্ষের জন্য তাহার নীতি প্রয়োগ করিলে, তাহাকে অজানতে গৃহযুদ্ধে ঠেলিয়া দেওয়ার সামিল হইবে।

তিনি তাঁহার ভাষণে আরও বলেন —

> "I would like to see the Punjab, North-West Frontier province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. Self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim State, appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India."

— আমি দেখিতে চাই পাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান সম্মিলিত হইয়া যেন এক রাষ্ট্র গঠিত হয়। ভারত সাম্রাজ্যের ভিতরে বা বাহিরে স্বায়ত্ত শাসিত একটি সম্মিলিত উত্তর পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র সংগঠন আমার কাছে মুসলমানদের শেষ ভাগ্য বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ পক্ষে উত্তর পশ্চিম ভারতবাসীদের জন্য।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তিনি ঐ অভিভাষণে পাকিস্তান পরিকল্পনার আভাস দান করেন। তাহার পূর্বে অবশ্য ১৯২৫ সালে পাঞ্জাবের 'বীরকেশরী নেতা' ও ভারতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার প্রথম সভাপতি লালা লাজপত রায় এইরূপ মুসলিম স্বায়ত্ত শাসিত রাষ্ট্রের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ও আরও কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রের এইরূপ মত ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী কোনও সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দই ইহার গুরুত্ব তখনও উপলব্ধি করেন নাই। এমন কি ১৯৩৩ সালে Joint Committee on Constitutional Reform-এর এক বিবরণীতে প্রকাশ যে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দই ইহাকে ছাত্রদের স্বপ্ন (students' dream), উদ্ভট ও অবাস্তব (chimerical and impracticable) বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন।

জনাব চৌধুরী খালিকুযযামান পাকিস্তান আন্দোলনের উপর তাঁহার মূল্যবান Pathway to Pakistan পুস্তকে বলিয়াছেন যে ইকবালের

এই ভাষণ তাঁহার সমসময়ে কোন প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করে নাই; এমন কি সম্মেলনের বিবরণীতেও লিপিবদ্ধ বা কোন প্রস্তাব আকারে গ্রহীত হয় নাই।

**কায়েদ-ই-আযমের জীবনে ইক্‌বালের প্রভাব**

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কায়েদে-ই-আযমের প্রখ্যাত জীবনী লেখক মিঃ হেক্টর বলিথো পাকিস্তান সরকার ও নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে লিখিত Jinnah, Creator of Pakistan পুস্তকে[৩] বলিয়াছেন—

"Jinnah met Sir Muhammad Iqbal many times in London and they were good friends. But despite his disillusionment Jinnah did not yield to Iqbal's arguments. Almost a decade was to pass before he admitted that he had "finally been led to Iqbal's conclusions, as a result of careful examinations and study of the constitutional problems facing India."

— জিন্নাহ্‌ স্যর মুহম্মদ ইক্‌বালের সহিত বহুবার লণ্ডনে দেখা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ভাল বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার ভুল ভাঙ্গিলেও জিন্নাহ্‌ ইক্‌বালের যুক্তির নিকট নতি স্বীকার করেন নাই। প্রায় এক যুগ গত হওয়ার পর তিনি স্বীকার করিলেন যে 'ভারত যে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমূহের সম্মুখীন হইতেছে তাহা ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণপূর্বক, ইক্‌বালের সিদ্ধান্তেই তাঁহাকে পৌঁছিতে হইল।'

হেক্টর বলিথো আরও বলেন যে, জিন্নাহ্‌ সাহেব যখন পুনরায় ভারতীয় মুসলিমের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরধারূপে লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার বোম্বাইর বাসভবনের দেরাজে ইক্‌বালের লেখা এক তাড়া চিঠি জমিয়াছিল। তিনি এইগুলির একটি (মে ২৮, ১৯৩৭) উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন —

"Iqbal had recorded his belief that, 'to make it, possible for Muslim India to solve her problems, it would be necessary to redistribute the country and to provide one or more Muslim states with absolute majorities.' And he had asked, "Don't you think that the time for such a demand has already arrived ?".

৩. *Hector Bolitho—Jinnah, Creator of Pakistan PP. 53, 114, 115, 118.*

— ইক্‌বাল তাঁহার বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, 'মুসলিম ভারতের সমস্যা সমাধান কল্পে দেশের বিলি বণ্টনের দ্বারা সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চলে এক বা একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রয়োজন রহিয়াছে।' তিনি আরও লিখিয়াছিলেন — "তুমি কি মনে কর না এমন একটা দাবীর সময় ইতঃপূর্বে আসিয়া গিয়াছে?"

এই সব চিঠির তিনি কি জবাব দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। তবে উপরের চিঠি পাওয়াতে জিন্নাহ্‌ সাহেবের মনের প্রতিক্রিয়া তাঁহার অক্টোবর ১৫, ১৯৩৭, লক্ষ্ণৌর বক্তৃতায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন —

"...the majority community have clearly shown their hand that Hindustan is for the Hindus."

— সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদের কার্যকলাপে ইহাই পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়াছে যে হিন্দুস্থান শুধু হিন্দুদেরই।

তাঁহার এই বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেস দলের নীতি, 'শ্রেণী বিদ্বেষ' ও 'সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ' ত্বরান্বিত করিতেছে। তখন মহাত্মা গান্ধী বিচলিত হইয়া জিন্নাহ সাহেবকে জানান যে, —

"As I read it, the whole of your speech is a declaration of war. This ... ... is written in all good faith and out of an anguished heart."

— আমি যখন পড়িলাম, তখন আপনার সম্পূর্ণ বক্তৃতাটাই যেন যুদ্ধের ঘোষণা বলিয়া মনে হইল। ... সদিচ্ছা সহকারে কিন্তু ব্যথিত হৃদয়ে ইহা লিখিতে হইল।

ইহার পর শুরু হয় গান্ধী-জিন্নাহ্‌ এবং জওআহেরলাল-জিন্নাহ্‌ পত্রাবলী। মৃত্যুর পূর্বে জিন্নাহ্‌ সাহেবকে ইক্‌বাল তাঁর শেষ চিঠিতে মুসলিম লীগের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেন —

"I believe that a political organisation which gives no promise of improving the lot of the average Muslim cannot attract the masses."

— আমি মনে করি, যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সাধারণ মুসলমানদের ভাগ্যের উন্নতির কোনও সম্ভাবনা দেখাইতে পারে না, তাহা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে পারে না।

এই পত্রের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলিথো মন্তব্য করিয়াছেন —

> "At last, Jinnah learned the difference between aloof, academic leadership, and popularity with a multitude. In the month that Iqbal died, Jinnah was able to say, "...the League has been growing stronger and stronger every day. Before the Lucknow Session, the membership ... ... ran into several thousands, but to-day there are hundreds of thousands of Mussalmans who are under the banner of the League.'.

— অবশেষে দূরত্ব রাখিয়া পুঁথিগত নেতৃত্ব এবং অগণিত লোকের জনপ্রিয়তার পার্থক্য সম্বন্ধে জিন্নাহ্ অবহিত হইলেন। যে মাসে ইক্‌বাল দেহত্যাগ করিলেন, সেই সময়েতেই জিন্নাহ্ বলিলেন, 'লীগ দিন দিন শক্তিশালী হইতেছে, লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের পূর্বে সদস্য সংখ্যা ... কয়েক হাজার মাত্র ছিল, কিন্তু এখন লক্ষ লক্ষ মুসলমান লীগের পতাকা তলে।

ইক্‌বালের মৃত্যুতে তাই বাথাভারাক্রান্ত মনে জিন্নাহ্ সাহেব বলিয়াছিলেন —

> "To me he was a friend, guide and philoshopher and during the darkest moments through which the Muslim League had to go, he stood like a rock and never flinched one single moment."

— আমার জন্য তিনি ছিলেন বন্ধু, পথপ্রদর্শক এবং দার্শনিক, এবং যখন মুসলিম লীগের ঘোর দুর্দিন, অটল পাহাড়ের ন্যায় এক মুহূর্তও বিচলিত না হইয়া তিনি ছিলেন তখন অনড়।

১৯৩১ ও '৩২ সালে তিনি লণ্ডনে "গোল টেবিল কনফারেন্সে" যোগদান করেন। তিনি তাহাতে যথাশক্তি মুসলিম ভারতের দাবী দাওয়া পেশ করেন। মহাত্মা গান্ধী ও মহামান্য আগা খান সকল সম্প্রদায়ের সভাগণের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা করেন। ইক্‌বালও সম্মানজনক আপস মীমাংসার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু কতকগুলি শিখ ও হিন্দু সদস্যের একগুঁয়েমিতে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তদানীন্তন ভারতের শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক্ নির্বাচন ও স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ইক্‌বালের প্রচেষ্টায় গোল টেবিল বৈঠকে সিদ্ধান্ত লওয়া হয়।

ফিরিবার পথে তিনি ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, মিশর ও প্যালেস্টাইন ভ্রমণ করিয়া দেশে আসেন। প্যালেস্টাইনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেন। স্পেন দেশে প্রায় ৮ শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানগণ জাঁকজমকের সহিত রাজত্ব করিয়াছিল। কাজেই সেই দেশের প্রতি ইক্‌বালের একটি অন্তরের টান ছিল। তিনি স্পেনের কর্দোভা, সেভিল, গ্রানাদা, তোলেদো এবং মাদ্রিদ পরিদর্শন করেন। তিনি কর্দোভার ঐতিহাসিক মস্‌জিদ এবং গ্রানাদার আলহামরা এবং মদীনতুয্‌ যহরার ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি কর্দোভার মস্‌জিদে নমায পড়েন। বোধ হয় গত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কেহই তাহাতে আল্লাহের নাম উচ্চারণ করে নাই। তিনি কর্দোভার মস্‌জিদে বসিয়া একটি উর্দু কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবাসকালে লিখিত কবিতাগুলি "বাল-ই-জিব্রীল"এ সংগৃহীত হইয়াছে।

১৯৩৪ সালে ইক্‌বাল শারীরিক অসুস্থতার কারণে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। কিছু দিন পরে গুণগ্রাহী ভূপালের নবাব সাহেব তাঁহার জন্য মাসিক ৫০০৲ বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেন। ইক্‌বাল আমরণ এই বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু অন্তে ইহা তাঁহার পুত্রের শিক্ষার জন্য ভূপাল দরবার মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

১৯৩৫ সালে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। ইহাতে তিনি বড়ই অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি মনে করিতে থাকেন যে তাঁহারও অন্তিম-দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। তিনি তাঁহার বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে একখানি ওসীয়তনামা লিখিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সময় হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

১৯৩৮ সালের ২৫শে মার্চ শুক্রবার তিনি রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি শুইয়া শুইয়া জ্ঞানগর্ভ আলাপ আলোচনা করিতে ভালোবাসিতেন। মৃত্যুর পূর্ব দিন তাঁহার

জর্মানিতে অবস্থান সময়ের এক বন্ধু Baron von Voltheim তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা প্রায় এক ঘণ্টা কাল কাব্য, দর্শন ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলাপ করেন। ২১শে এপ্রিলের বৃহস্পতিবার ভোরে মৃত্যুর ১০ মিনিট পূর্বে তিনি তাঁহার স্বরচিত এই ফারসী কবিতাটি আবৃত্তি করেন—

"সরুদে রফ্‌তাহ্‌ বায আয়দ কি নায়দ,
নসীমে আয হিজায আয়দ কি নায়দ।
সর আমদ রোযগারে ঈ' ফকীরে,
দিগর দানাএ রায আয়দ কি নায়দ।"

— বিগত সে রাগিণীটি ফিরে আসে কি না আসে,
আরব হইতে মলয় পবন ধীরে আসে কি না আসে।
এই ফকীরের পরমায়ু হ'ল নিঃশেষ হায় রে আজি!
তত্ত্ববিদ্ আর এই ধরণী 'পরে আসে কি না আসে।

অন্তিম কালে ভোর ৫।• টার সময় তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল, "আল্লাহ"। সেই সঙ্গে তাঁহার প্রাণপাখী উর্দ্ধলোকে মহাপ্রয়াণ করিল। মৃত্যু অন্তে সকলে দেখিল যেন তিনি জীবনের কাজ সমাপন করিয়া শান্তিতে নিদ্রামগ্ন হইয়াছেন। তাঁহার ঠোঁটে তখনও মৃদু হাসির রেখা যেন ফুটিয়া আছে। ইক্‌বাল তাঁহার কবিতায় বলিয়াছিলেন —

"নিশানে মর্দে মু'মিন বা-তু গোয়ম,
চু মর্গ আয়দ তবস্‌সুম বর লবে উস্ত।"
তোমাকে বিশ্বাসীর লক্ষণ বলিব —
যখন মৃত্যু আসে, তখন তাহার ওষ্ঠে মৃদু হাসি থাকে।

ইক্‌বাল তাহার নিজের মরণে ইহার প্রমাণ দিলেন।

ইন্না' লিল্লাহি ও-ইন্না-ইলাইহি রাজিউন।

লাহোর বাদশাহী মস্‌জিদের দ্বারপ্রান্তে তাঁহার মযার দেশ বিদেশের ভক্তগণের যিয়ারতের স্থানে পরিণত হইয়াছে।

পাকিস্তান সরকার ইক্‌বালের সাহিত্য ও সাধনা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ইক্‌বাল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতির অটুট স্তম্ভ হইতেছে পাকিস্তান।

## ইকবালের গ্রন্থ পরিচয়

আল্লামা শয়খ, মুহম্মদ ইকবালের উর্দু ও ফারসী কাব্যে তাঁহাকে প্রেমময় গযল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্বদেশীয় ও মুসলিম ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত কবি হিসাবে পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্বসূরী মির্যা গালিব, শমসুল-'উলমা সৈয়দ আলতাফ হুসায়ন হালী, শমসুল-'উলমা মুহম্মদ হুসায়ন আযাদ, খান বাহাদুর সৈয়দ আকবর হুসায়ন রিয্ওই এলাহাবাদী এবং নওয়াব মির্যা খান দাগের উর্দু কাব্য ও সাহিত্যে আধুনিক কালের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদিগকে উর্দু সাহিত্যের নূতন যুগপ্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহারা যে নূতন যুগের সূচনা করেন, ইকবাল তাঁহার পাণ্ডিত্যে এবং ইসলামের ও পাশ্চাত্যের নূতন ভাবধারার সজীব প্রতিভায় সেই যুগকে নিজের অপূর্ব দানে সমৃদ্ধ করিয়া এক গৌরবান্বিত মর্যাদা দিয়াছেন।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র ও রঙ্গলালের পরবর্তী কালে যেমন রবীন্দ্রনাথ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং বহুকাল তাঁহার প্রতিভা অম্লান থাকিবে, ইকবালের কাব্য সেইরূপ উর্দু তথা বিশ্ব সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য অনুপ্রেরণার কেন্দ্র হিসাবেই গণ্য। গালিবের ন্যায় উর্দু ও ফারসী উভয় ভাষায় ইকবাল তাঁহার কবি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। ধর্মীয় ভাবে অনুপ্রাণিত উজ্জ্বল জীবন ও মুসলিম দর্শন এবং ইয়ুরোপীয় দর্শনের জ্ঞান ও ইংরাজী কাব্যসম্পদ বিশেষ করিয়া উইলিয়ম কাউপার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীট্স এবং শেলীর কাব্য ইকবালকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

পাক্-ভারত উপমহাদেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলিমের লুপ্ত গৌরবের জন্য ব্যথিতমনা চিন্তাবিদ্ ইক্‌বালকে তাঁহার বাণীর জন্য বিশ্বে মুসলিম রেনেসাঁসের কবি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

## বাঙ্গ-ই-দরা ( ঘণ্টাধ্বনি )

ইহা তাঁহার উর্দু কবিতার সমষ্টি। ইহা ১৯২৪ সালে প্রকাশিত। ইহার কবিতাগুলি কালানুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত।

(১) ১৯০৫ সালে তাঁহার ইউরোপ গমন পর্যন্ত। (২) ১৯০৫ হইতে ১৯০৮ পর্যন্ত ইউরোপ প্রবাস কাল। (৩) ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন ১৯০৮ হইতে ১৯২৪ পর্যন্ত। মখ্‌যন পত্রিকার সম্পাদক স্যর 'আবদুল্ ক'দির পুস্তকের জন্য ইহাতে এক কবি পরিচিত লিখিয়াছেন।

ইহার প্রথম ভাগের কবিতায় তাঁহাকে আমরা একজন খাঁটি জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীরূপে দেখি। 'হিমালা' (হিমালয়), 'তস্ওঈর-ই-দর্দ' (ব্যথার ছবি), 'নয়া শিওআলা' (নব শিবালয়), 'হিন্দুস্তানী বাচ্চোঁ কা কৌমী গীত (ভারতীয় বালকবালিকাদের জাতীয় সঙ্গীত) এবং সর্বোপরি 'তরানা-ই-হিন্দী' (ভারত সঙ্গীত) কবিতাগুলিতে তাঁহার গভীর স্বদেশ-প্রেমের ও দেশহিতৈষণার উদ্দামতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি শিশুদের জাতীয় সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—

"চিশ্‌তী নে জিস যমীঁ মেঁ পয়গামে হক সুনায়া,
নানক নে জিস চমন মেঁ ওয়াহ্‌দত কা গীত গায়া,
তাতারীয়োঁ নে জিস্‌কো আপনা ওয়তন বনায়া,
জিস্ নে হিজাযীয়োঁ সে দশ্‌তে 'আরব ছুড়ায়া,
মেরা ওয়তন ওহী হায়, মেরা ওয়তন ওহী হায়।"

—চিশ্‌তী যে ভূমির পরে শুনাইলেন সত্যের সংবাদ,
যাহার কুঞ্জে গাইলেন নানক একত্বের গান!
তাতারীরা যাহাকে করিয়াছিল নিজেদের জন্মস্থান,
আরবদিগকে ছাড়াইল যে আরবের মরু প্রান্তর,
সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি।

তিনি ভারত সঙ্গীতে গাহিয়াছিলেন—

"সারে জহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা,
হম বুলবুলেঁ হাঁয় উসকে, য়িহ গুলিস্তাঁ হমারা।"

—সকল দেশের সেরা, মোদের এই হিন্দুস্তান,
বুলবুল মোরা তারি, মোদের এই ফুল বাগান।

তাঁহার ইউরোপ প্রবাসকালের কবিতা অল্প। কিন্তু তখন আমরা কবির বীণায় অন্য রাগিণী শুনিতে পাই। এখন স্থিতির পরিবর্তে গতি এবং জাতীয়তার পরিবর্তে আন্তর্জাতীয়তা তাঁহার কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি—'মুহব্বত' (প্রেম), 'হকীকত-ই-হুস্‌ন' (সৌন্দর্য্যতত্ত্ব), 'তোলাবা-ই-আলিগড় কলেজ কে নাম', (আলিগড় কলেজের ছাত্রদিগের প্রতি), 'স্বামী রামতীরথ', 'সিকিলিয়া' (সিসিলি)। এই সময় হইতে স্বদেশস্থলে স্বজাতিপ্রীতি তাঁহার কবিতায় আত্মপ্রকাশ করে। তিনি তাঁহার একটি গযলে বলেন—

"নিরালা সারে জহাঁ সে উসকো আরবকে মি'মার নে বনায়া,
বিনা হমারে হিসারে মিল্লাত কী ইত্তিহাদে ওয়তন নেহী হ্যায়।"

—আরবের রাজমিস্ত্রী বানাইয়াছেন একে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে বিশিষ্ট করিয়া।
আমাদের মিল্লাতের কেল্লার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা স্বদেশের ঐক্যের উপর নয়।

বাঙ্গ-ই-দরার তৃতীয় ভাগে তাঁর স্বজাতি-প্রীতি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম কবিতা "বিলাদ-ই-ইস্লামিয়া" (ইস্লামী দেশ সমূহ)। এই কবিতায় তিনি দিল্লী, বগ্দাদ, কর্দোভা, কন্স্তান্তিনোপল ও মদীনার গৌরবের গান গাহিয়াছেন। মদীনাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"আঃ য়াস্রাব! দেস্ হায় মুস্লিম কা তু মাওআ হায় তু,
নুক্তাএ জাযিব তাসির কী ও'আউ কা হায় তু।
জব তলক বাকী হায় তু দুন্য়া মেঁ বাকী হম্ ভী হাঁয়,
সুব্হ হায় তো উস্ চমন্ মেঁ গওহরে শব্নম ভী হায়।"

—আঃ মদীনা! তুমি মুস্লিমের বাস ভূমি, তুমি বিশ্রামস্থান,
সমস্ত প্রভাবের প্রবাহের চুম্বক কেন্দ্র তুমি!
যে পর্যন্ত বিদ্যমান তুমি, আমরাও বিদ্যমান ধরাতলে,
প্রভাত যদি হয়, সেই কুঞ্জে শিশিরের মুক্তাবিন্দুও হইবে।

এই তৃতীয় খণ্ডে হালীর 'শিক্ওআহ্-ই-হিন্দে'র অনুপ্রেরণায় রচিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কবিতা 'শিক্ওআহ্' (অভিযোগ), ও 'জওআব-ই-শিক্ওআহ্ (অভিযোগের উত্তর) প্রকাশিত হয়। ইহার বাংলা, আরবী ও ইংরাজী অনুবাদ বহুল প্রচলিত।

তাঁহার বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'তারানা-ই-হিন্দ' ও 'তারানা-ই-মিল্লী' ইহারই অন্তর্গত। "খিযর-ই-রাহ্" এবং "তুলূ'-ই-ইস্লাম" এই দুই দীর্ঘ কবিতাও তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। এই খণ্ডের অন্যান্য বিখ্যাত কবিতা 'গোরস্তান-ই-শাহী' (রাজকীয় সমাধিক্ষেত্র), 'ফল্সফা-ই-গম' (দুঃখতত্ত্ব), "ওঅতনিয়ত" (স্বদেশপূজা), "রাত অওর শাইর" (রাত্রি ও কবি) "শম' অওর শাইর" (বাতি ও কবি), "নওঈদ-ই-সুব্হ" (প্রভাতের সুসংবাদ), গুলাম কাদির রাহীলা, স্বর্গীয়া জননীর স্মরণে, মুসলমান এবং নব্যশিক্ষা।

অধুনা এই পুস্তকের বহু কবিতার অনুবাদ সোভিয়েত দেশে রুস ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

## আসরার ও রুমুয ( রহস্য ও গুপ্তকথা )

ইহাতে ইকবালের বিখ্যাত দার্শনিক খণ্ডকাব্য দুটি প্রকাশিত হইয়াছে। ফারসীতে লিখিত এই দুইটি কাব্য পরস্পর ভাব-সূত্রে সংবদ্ধ। আসরারে ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি ও বিকাশের মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্যক্তিত্বকে তিনি 'খুদী' বলিয়াছেন। বাস্তবিক "আসরার-ই-খুদী" ব্যক্তিত্বের তত্ত্বই বটে। "রুমুয-ই-বেখুদী" বা আত্মলয়ের রহস্যে ইকবাল সমাজতন্ত্রের মূল সূত্রগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহত্তর সামাজিক মঙ্গলের জন্য আত্মলয় করিতে হইবে—এক কথায় ইহাই এই কাব্যের মূল মন্ত্র।

আসরার-ই-খুদী রুমীর বিখ্যাত 'মসনবী'র ছন্দে শুধু রচিত নয়, পুস্তকের ভূমিকায় ইকবাল বলিয়াছেন যে ইহা রুমীর মতবাদের অনুপ্রেরণায় লিখিতও বটে। ইহাতে ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ এবং জার্মান দার্শনিক নিট্‌শের কিছু প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু তিনি কাহারও অন্ধ অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে একজন মুসলিম দার্শনিকরূপে তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিয়া ইসলাম দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি সূফীদিগের নিষ্ক্রিয়বাদকে কঠোরভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। ইকবাল স্বয়ং তাঁহার আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক নিকলসনের নিকট এক পত্র লিখেন, যাহার অনুবাদ এই—

"বৈশিষ্ট্যের দিকে গতিতে অহংকে তিনটি অবস্থা পার হইতে হয়—

(ক) বিধি ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য।

(খ) আত্মসংযম—যাহা অহংজ্ঞানের উচ্চতম অবস্থা।

(গ) ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্ব (খিলাফত)

পৃথিবীতে খোদার রাজত্বের অর্থ এইরূপ ন্যূনাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গণতন্ত্র—যাহার নেতা হইবেন পৃথিবীর যথাসম্ভব বিশিষ্টতম ব্যক্তি। নিট্‌শে এই আদর্শ জাতির ক্ষীণ আলো দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নাস্তিকতা ও আভিজাত্যমূলভ সংস্কার তাঁহার সমস্ত ভাবধারাকে বিকৃত করিয়া দিয়াছিল।"

'আসরার-ই-খুদী'তে কবি পূর্ণ মনুষ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি হযরত মুহম্মদকে (দঃ) পূর্ণ মনুষ্যের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রুমুয-ই-বেখুদীতে কবি বলিতে চাহিয়াছেন—সামাজিক অস্তিত্ব ব্যক্তির পরস্পর মিলনের উপর নির্ভর করে এবং ইহার পূর্ণতা নির্ভর করে প্রেরিতত্বের (নবুওত) উপর। মুসলিম জাতীয়তাবাদের মূল স্তম্ভগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম স্তম্ভ একত্ববাদ (তৌহীদ)। তাহার দ্বিতীয় স্তম্ভ প্রেরিতত্ব (নবুওত)। হযরত মুহম্মদের (দঃ) প্রেরিতত্বের প্রধান লক্ষ্য মানব জাতির মধ্যে সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন। মুসলিম সমাজতন্ত্র একত্ব ও প্রেরিতত্বের উপর স্থাপিত হওয়ায় ইহার কোনও বাসভূমি নাই। ইহার কোনও সাময়িক মেয়াদও নাই। ইহার আইন পুস্তক পবিত্র কুর্‌আন। জাতীয় চরিত্রের স্থায়িত্ব ঐশ্বরিক আইন পুস্তকের আনুগত্যের উপর নির্ভর করে। জাতীয় চরিত্রের সুষমা নির্ভর করে হযরত মুহম্মদের (দঃ) এর পদ্ধতি অনুকরণের উপর। জাতীয় জীবনের জন্য একটি প্রত্যক্ষ কেন্দ্র প্রয়োজন করে। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জাতির সেই কেন্দ্র পবিত্র কা'বা। মুসলমানের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য একত্ববাদের সংরক্ষণ ও প্রচার। ইহার উপরই নির্ভর করে তাহাদের প্রকৃত সংহতি। জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য আবশ্যক এই যে সমস্ত জাতি এক ব্যক্তির ন্যায় সমাজ-আত্মার উপলব্ধি করিবে। জাতীয় রীতি নীতি সংরক্ষণের দ্বারাই এইরূপ সমাজ-অনুবোধের সৃষ্টি ও পূর্ণতা হয়।

তিনি "রুমূয-ই-বেখুদী"তে বলিয়াছেন—

"ফরদ রা রব্‌ত-ই-জমা'আত রহ্‌মত আস্ত,
জওহর-ই-উরা কমাল আয মিল্লাত আস্ত।"

—সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক কল্যাণ (রহমত),
তাহার অন্তর্নিহিত গুণের পূর্ণতা সমাজ (মিল্লত) হইতে।

"ফর্দ তা আন্দর জমা'আত গুম শওদ,
কাত্‌রাএ ওসা'আত-তলব কুলযুম শওদ।"

—যখন ব্যক্তি সমাজ মধ্যে লয় পায়,
তখন বিস্তৃতি-প্রয়াসী বিন্দু সিন্ধুরূপ ধারণ করে।

আস্‌রার ও রমুয অারবীতে মিশরীয় অধ্যাপক ডক্টর 'আবদুল্ ওহ্‌হাব 'আযাম কর্তৃক অনূদিত হইয়া আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে Dr. R. A. Nicholson 'আস্‌রার-ই-খুদী'র ইংরাজী তর্জমা করিয়াছেন। Mr. Bahram Rangbuti ইন্দোনেশীয় ভাষায় আস্‌রার-ই-খুদীর অনুবাদ করিয়াছেন। রমুয-ই-বেখুদী'র ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন Prof. A. J. Arberry. এই দুই পুস্তকের বঙ্গানুবাদও হইয়াছে।

## পয়াম-ই-মশ্‌রিক ( প্রাচ্যের বাণী )

ইহা আফগানিস্তানের ভাগাহত আমীর আমানুল্লাহের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। জর্মান মনীষী কবি গ্যেটের 'West-Ostlicher Divan'-এর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিত হইলেও আল্লামা ইক্‌বালের মুসলিম মনোবৃত্তি অন্য সকল মতবাদকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। 'পয়ামে'র অনেক খণ্ড আছে। ইহা ফারসীতে লিখিত।

(১) 'লালা-ই-তুর' ( সিনাই পর্বতের লালা ফুল ) একশত তেষট্টি রুবা'আয়াতে পূর্ণ। ইহাতে প্রেম, জীবন এবং জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

(২) 'আফ্‌কার' (চিন্তানিচয়)। এই খণ্ডে কয়েকটি সুন্দর কবিতা আছে "তস্‌খীর-ই-ফিৎরত" (প্রকৃতি জয়), "ফস্‌ল-ই-বহার" (বসন্ত ঋতু), "সরূদ-ই-অঞ্জুম" (নক্ষত্রমালার গান), "কিরম্‌-ই-কিতাবী" (গ্রন্থকীট), "হুদী" (উষ্ট্রচালকের গীত), "কাশ্মীর" এবং "গনী কাশ্মীরী"।

(৩) "ময়-ই-বাকী" (শাশ্বত মদিরা) ইহাতে ফারসী কবিদের অনুকরণে কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর গযল আছে।

(৪) "নক্‌শ-ই-ফিরঙ্গ" (ইয়ুরোপচিত্র)। ইহাতে ইয়ুরোপের সমস্যা ও তাহার কতিপয় মহামানব, যথা শোপেনহাওয়ার, নিট্‌শে, গেটে, আইনষ্টাইন, হেগেল, বার্গাসঁ, কার্ল মার্কস, বাইরন সম্বন্ধে কতকগুলি কবিতা আছে।

(৫) "খুর্‌দা" (লাল মদিরা)। ইহাতে নানা বিষয়ক ক্ষুদ্র কবিতাবলী আছে।

তিনি "পয়াম-ই-মশরিকে" বলিয়াছেন—

"বা-দরিয়া গলত ও বা মউজশ দর আওইয,
হয়াতে জাওইদাহ্ আন্দর সতেস আস্ত।"

—সমুদ্রে গড়াগড়ি কর, তাহার তরঙ্গে জড়াইয়া পড়,
অনন্ত জীবন সংগ্রামের মধ্যে আছে।

"গুরেয আয তর্য-ই-জমহুরী গুলাম-ই-পুখ্‌তাকার শও
কে আয মগ্‌য-ই-দো সদ খর ফিক্‌র-ই-ইনসানী নমী আয়দ"।

—গণতন্ত্র হইতে পলায়ন কর, বিজ্ঞ কর্মীর দাস হও।
কেননা দুই শ গাধার মগজ হইতে মানুষের মত চিন্তা আসে না।

"না দারদ কার বা দুন-হিম্মতাঁ 'ইশ্‌ক,
তদরু মুরদারা শাহী না গীরদ।"

—প্রেম কাপুরুষের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না,
বাজ পাখী মরা তিতির পাখীকে ধরে না।

ডক্টর 'আবদুল ওহহাব আযাম এই বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করিয়াছেন। জর্মান ভাষায় Dr. Hell, Deutsche Russu, Dr. Ficher এবং Dr. Hans Maenge 'পয়াম-ই-মশরিকে'র কবিতা ইত্যাদি লইয়া আলোচনা ও কাব্যসমূহ হইতে নির্বাচিত কতকগুলি অনুবাদ করিয়াছেন। সোভিয়েত দেশে এই পুস্তক হইতে বহু কবিতার অনুবাদ রুস ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। Dr. Ali Ganjeli তুর্কী ভাষার 'পয়াম-ই-মশরিকে'র অনুবাদ করিয়াছেন। তুরস্কের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ হুসায়ন দানিশ তুর্কী ভাষায় এই পুস্তকের সমালোচনা লিখিয়াছেন এবং ইহার বহু কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন।

## যবূর-ই-'আজম ( অন্-আরব দেশীয় মহাগীতি )

ইহার দুই ভাগ (১) "গুলশন-ই-রায-ই-যদীদ" ( নব রহস্য পুষ্পোদ্যান ), (২) "বন্দগী-নামা" ( দাসত্ব পুস্তক )। হযরত দাউদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের নাম যবুর ( Psalms)। কবি আরব ভিন্ন অন্য দেশ বিশেষতঃ ঈরাণ হইতে ইহাতে তাঁহার ভাবধারা সংগ্রহ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি ইহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। মহমূদ শাবিস্তরী সূফী মতবাদ সম্বন্ধে "গুলশন-ই-রায" (রহস্যের পুষ্পোদ্যান ) নামে একটি কাব্য লিখেন। ইহা হইতে আল্লামা ইকবাল তাঁহার 'নব-রহস্য-পুষ্পোদ্যানে'র নামকরণ করিয়াছেন। জনৈক সূফী শাবিস্তরীকে নয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইকবাল বর্তমান যুগের আলোকে তাঁহার সব কথার উত্তর এই কাব্যে দিয়াছেন। বন্দগী-নামায় দাস জাতিগণের শিল্প ও ধর্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

যবুর-ই-'আজমে ইকবাল বলিয়াছেন—

"আঁ ফকর কে বে তেগে সদ্ কিশ্ ওআর গিরদ।
আয শওকতে দারা বেহ্, আয ফরে ফরীদূঁ বেহ্।"

—যে সন্তোষ তরবারি বিনা শত দেশ জয় করে,
তাহা দারার ঐশ্বর্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ,
ফরীদুনের জাঁকজমক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

বন্দেগী-নামায় তিনি বলিয়াছেন—

"দীন ও দানিশরা গুলাম আরযাঁ দিহদ
তা বদন রা যিন্দাহ্ দারদ জাঁ দিহদ।"

—দাস সস্তায় বেচে ধর্ম ও বুদ্ধিকে,
সে শরীরকে জীবিত রাখিয়া দেয় প্রাণ।

ইংরাজীতে Prof. A. J. Arberry যবুর-ই-'আজমের গযল গুলির অনুবাদ করিয়াছেন। ফরাসী ভাষায় ইহার তর্জমা করিবার জন্য প্যারীর মাদাম ইভা মেয়েরোভিচ্ সচেষ্ট আছেন বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ।

## জাওঈদ-নামা (অমর লিপি)

ইহা ফারসী ভাষায় রচিত। ইহাতে বিখ্যাত ইতালীয় কবি দান্তের Divinia Comediaর ছায়াপাত হইয়াছে। দান্তে কিন্তু তাঁহার কাব্যের প্রেরণা হযরত মুহম্মদের (দঃ) মি'রাজের (উর্ধ্বলোক ভ্রমণ) বৃত্তান্ত হইতে পাইয়াছিলেন, বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ, উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা মিল্টনকে Paradise Lost ও গ্যেটেকে Faust লিখিতে সাহায্য করিয়াছিল, ইকবালও সেইরূপ প্রেরণাতেই জাওঈদ-নামা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনায় যে সময় লাগিয়াছিল, ইকবালের

তাহা লাগে নাই। কথিত আছে যে প্রথমে আল্লামা ইক্‌বাল মি'রাজনামা নামীয় এক মহাকাব্য রচনায় আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু দান্তের রচনায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি জাওঈদ-নামা রচনা করেন।

ইক্‌বাল "জাওঈদ-নামায়" বিভিন্ন গ্রহে ও উপগ্রহে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। মি'রাজে হযরতের সহচর ছিলেন জিব্রীল। ইক্‌বালের সঙ্গী ছিলেন মৌলানা রুমী। মৌলানা রুমীকে ইক্‌বাল তাঁহার উস্তাদের মর্যাদা দিয়াছেন। পয়াম-ই-মশরিকে 'জলাল ও হিগেল' কবিতায় 'ঈরানের বুড়া পীর' রুমীকে নিজের পীর হিসাবে গ্রহণের চমৎকার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। 'জাওঈদ-নামায়' তাঁহার পীরের সঙ্গে তিনি এই জন্যই ভ্রমণে বাহির হইলেন যেন তাঁহারা তাঁহাদের বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধে আরও গভীর তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল কুরআনের অমূল্য বাণীতে — "আলা বি-যিক্‌রিল্লাহি তৎমইন্নুল্ কুলুব"-সাবধান! আল্লাহের স্মরণেই হৃদয়ের শান্তি ( ১৩ ঃ ২৮ )।

"আসরার-ই-খুদীর" ভূমিকায় কবি তাঁহার গুরু মৌলানা রুমীর প্রেরণার কথা উল্লেখ করিয়া ইনসানে কামেলের সন্ধানরত হইয়াছেন। 'আসরার' ও 'রমূযে'র আর এক অধ্যায় এই 'জাওঈদ-নামা'। 'প্রদীপ হাতে সূর্যের সন্ধানে' বাহির হইয়া যাঁহাদিগকে তাঁহারা মর জগতের ওপারে দেখিলেন, তাঁহাদেরই কথা ও কাহিনী বর্ণনা করার জন্যই যেন বিশেষ ভাবে রচিত হইয়াছে এই অমর গাথা।

জাওঈদ-নামার ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন—

'খিয়াল-ই মন ব-তমাশায়ে আসমান বুদ আস্ত
বা দোশ-ই মাহ ও বা আগোশ-ই কহকশান বুদ আস্ত
গুমান ম-বর কে হমী খাকদান নশেমনে মা আস্ত
কে হর সিতারাহ্ জহান'স্ত য়া জাঁ বুদ আস্ত

আমার কল্পনা আকৃতিতে আকাশতুল্য হইয়াছে।
কাঁধে চাঁদ এবং কোলে ছায়াপথ হইয়াছে।
ভাবিও না এই মাটির স্তূপ আমাদের আবাসস্থল।
কেননা প্রত্যেক নক্ষত্র একটি জগৎ কিংবা প্রাণ হইয়াছে।

প্রথমে তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন। সেখানে তিনি চন্দ্রের গুহায় ঋষি বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পান। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, জগৎ কি? আদম কি? সৎ কি?

তারপর রুমীর সহিত কবি বুধ গ্রহে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি জমালুদ্দীন আফগানী ও তুরস্কের প্রধান উজীর সাঈদ হলীম পাশার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আফগানী তাঁহাকে কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে বলেন—

"সাহিব-ই-সরমায়া আয নস্‌ল-ই-খলীল,
য়া'নি আঁ পয়গম্বর বে-জিব্‌রঈল।
যাঁ কি হক্‌ দর বাতিন-ই-উ মুযমির আস্ত,
কল্‌ব-ই-উ মু'মিন ও দিমাগশ কাফির আস্ত।
গর্‌বিয়াঁ গুম্‌ কর্দাহ্‌ আন্দ আফ্‌লাক্‌রা,
দর শিকম জোয়েন্দ জান-ই-পাক রা।
রঙ্গ ও বু আয তন ন গীরদ জান-ই-পাক,
জুয্‌ বতন কারে ন্দারদ ইশ্‌তিরাক।"

—মূলধন পুস্তকের কর্তা ইব্রাহীমের বংশীয়
অর্থাৎ তিনি ছিলেন জিব্রীল-রহিত এক পয়গম্বর।
যেহেতু তাঁহার অসত্যের সহিত সত্য মিশ্রিত ছিল,
তাঁহার হৃদয় ছিল ভক্ত আর মস্তিষ্ক ছিল পাষণ্ড।
পাশ্চাত্য জাতিগণ তাহাদের স্বর্গকে হারাইয়া ফেলিয়াছে,
তাহারা পেটের মধ্যে প্রাণের সন্ধান করে।
দেহ হইতে বর্ণগন্ধ লয় না পবিত্র প্রাণ,
সমাজতন্ত্র পেট ভিন্ন অন্য ব্যাপার জানে না।

হলীম পাশা তাঁহাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারায় পার্থক্য সম্বন্ধে বলেন।

তারপর কবি ও রুমী শুক্র গ্রহে আসিলেন। সেখানে তাঁহারা প্রাচীন জগতের প্রতিমাগুলিকে জীবিত দেখিলেন, যেহেতু বর্তমান যুগে মূর্তি-ভঙ্গকারী কোনও ইব্রাহীম নাই। এখানে তিনি ফির'আউন এবং লর্ড কিচেনারকে দেখেন। আরব ও আফ্রিকার জাতিসমূহের জন্য পুরুষদের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া পুনরায় ইতিহাস সৃষ্টির জন্য সুদানের মেহেদী এক বাণী দেন।

শুক্র গ্রহ হইতে তাঁহারা মঙ্গল গ্রহে উপস্থিত হইলেন। এখানে কবি হকীম মিরিখীর (মঙ্গল গ্রহস্থ বিজ্ঞ) সহিত অদৃষ্ট (তক্‌দীর) ও পুরুষকার (তদ্‌বীর) সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করেন।

এখানে তাঁহারা একজন ইয়ুরোপীয় মহিলাকে মঙ্গল গ্রহের মহিলাদের মধ্যে নিজ মতবাদ প্রচার করিতে দেখেন।

তারপর তাঁহারা বৃহস্পতি গ্রহে পৌঁছিলেন। এখানে সূফী মন্‌সূর হল্লাজ, কবি গালিব এবং পারস্যের মহিলাকবি কুর'তুল 'আয়নের সহিত তাঁহাদের কথোপকথন হইল। মন্‌সূর তাঁহাকে 'আনাল হক্‌' সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলেন এবং শয়তান হইতে হুশিয়ার করিয়া দেন।

সেখান হইতে বিদায় হইয়া তাঁহারা শনি গ্রহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নরকের অযোগ্য জঘন্য আত্মাগুলিকে দেখিলেন। তাহাদের মধ্যে সিরাজুদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতক মীর জা'ফর এবং টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক সাদিককে দেখিলেন। ইক্‌বাল তাহাদের সম্বন্ধে বলেন —

> "জা'ফর আয বঙ্গাল ও সাদিক আয দকন,
> নঙ্গে আদম নঙ্গে দীঁ নঙ্গে ওতন।"

> —বাঙ্গালার মীর জা'ফর আর দাক্ষিণাত্যের সাদিক
> মানুষের কলঙ্ক, ধর্মের কলঙ্ক, জন্মভূমির কলঙ্ক।

সেখানে তিনি ভারতের আত্মাকে কাঁদিতে দেখিতে পাইলেন এবং এই স্থানে পরাধীনতা ও রাজনৈতিক প্রশ্নের অবতরণা করেন।

বেহেশ্‌ত আর দোযখের মাঝে তাঁহার জার্মানীর প্রখ্যাত দার্শনিক নিট্‌শেকে মনসুরের ন্যায় অস্থির চিত্তে "আল্লাহ্ এবং সবই মিথ্যা" এই প্রলাপ করিতে দেখেন। নিট্‌শের আত্মার চঞ্চলতা কবিকে ব্যথিত করে। তিনি আক্ষেপ করেন যে সে রসূলুল্লাহের (দঃ) সময়ে জন্মে নাই বলিয়া সঠিক পথের সন্ধান পায় নাই।

ইহার পরে তাঁহারা জগতের উর্দ্ধে অনন্তলোকে উপনীত হইলেন। সেখানে পাঞ্জাবের মোগল শাসনকর্তা খান বহাদুর খানের কন্যা এবং নওয়াব 'আব্‌দুস্ সমাদ খানের পৌত্রী কবি শরফুন্ নিসা বেগমের মহল দেখেন। ইনি বলিয়াছিলেন—

"মুমিনা রা তেগ বা-কুরআঁ বস্ আস্ত,
তুরবতে মা রা হমীঁ সামাঁ বস্ আস্ত।"

—মুসলমানের জন্য কুরআনের সহিত তলোয়ার যথেষ্ট,
আমার কবরের জন্য এই সরঞ্জামই যথেষ্ট।

(লাহোরের শালিমার বাগের রাস্তায় বেগমপুরাস্থিত স্থানে তাঁহার কবর। তিনি নিজের গোরে একখানি কুরআন এবং একটি তরবারি রাখিতে অন্তিম উপদেশ দিয়াছিলেন। গুপ্তধনের সন্ধানে এক শিখ সর্দার এই কবরে হানা দেয় এবং কিছু না পাইয়া অগত্যা কুরআন ও তরবারি লইয়া যায়।)

তারপর তাঁহারা দরবেশ সৈয়দ 'আলী হমাদানী, মুল্লা তাহির গনী কাশ্মীরী এবং ভারতীয় প্রাচীন কবি ভর্তৃহরির সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেখানে তাঁহারা নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালী এবং টিপু সুলতানকে দেখেন। মুল্লা তাহির গনী কাশ্মীরকে ইংরেজ কর্তৃক গুলাব সিংহের কাছে বিক্রয় করার ব্যাপারে আক্ষেপ

করিয়া বলেন যে, "শুধু যে কৃষক, তাহাদের ফসল, নদী আর বাগান ইহাতে বিক্রিত হয় নাই, সমগ্র একটি জাতিকেই সস্তায় বিক্রয় করা হইয়াছে।"

নাদির শাহ ঈরানীদের সম্বন্ধে খেদ করেন এবং আবদালী আফগান জাতির জন্য এক বাণীতে তুরস্কের ন্যায় ইয়ুরোপীয় জীবনধারা গ্রহণের পরিণতি সম্বন্ধে হুশিয়ার করিয়া দেন। টিপু সুলতানও তাঁহাকে উপদেশ দেন।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রার্থনায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা একাধিক কারণে সকলেরই প্রণিধানযোগ্য —

"উন্ চে গুফ্তম আয জহানে দীগর অস্ত;
ঈঁ কিতাব আয আসমানে দীগর অস্ত;
বহরম ও আয মন কম আশূবী খতাস্ত;
আঁকে দর কা'রম ফেরো আয়েদ কুজাস্ত।"

—আমি যাহা বলিলাম তাহা অন্য জগৎ হইতে।
এই গ্রন্থ অন্য আকাশ হইতে।
আমি সমুদ্র, আমা হইতে অল্প ভয় অপরাধ।
যিনি আমার গভীরতায় নীচে আসিবেন, তিনি কোথায়?

স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া কবি আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসেন।

জাওঈদ-নামার উপসংহারে "জাওঈদের প্রতি উক্তি" আছে। ইহাতে কবি বর্ত্তমান যুগের তরুণদিগকে উপদেশ দিয়াছেন।

"দর্ রহে দীঁ সখ্ত চূঁ আল্মাস্ যী,
দিল্ ব-হক বর্ বন্দ্ ও বে ওঅস্ওআস্ যী।"

—ধর্মের পথে হীরার ন্যায় শক্ত হইয়া জীবিত থাক,
খোদার সঙ্গে হৃদয় বাঁধ এবং নিশ্চিন্ত হইয়া জীবিত থাক।

Prof. A. Bausani জাওঈদ-নামার পূর্ণ তর্জমা ইতালীয় ভাষায় করিয়াছেন।

## বাল-ই-জিব্রীল (জিব্রীলের ডানা)।

ইহা উর্দুতে রচিত। ইহার প্রথম খণ্ডে ৬১টি গযল এবং কতক-গুলি চতুষ্পদী আছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের অনেকগুলি কবিতা স্পেনে বসিয়া লিখিত। তাহা ব্যতীত খোদার সম্মুখে লেনিন, জাওঈদের প্রতি, মুল্লা এবং স্বর্গ, রাজনীতি ও ধর্ম্ম, জনৈক যুবকের প্রতি, দর্শন ও ধর্ম্ম, মুসোলিনি, পাঞ্জাবের কৃষকদের প্রতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ইক্‌বাল ইহাতে বলিয়াছেন,—

"তন-ই-বেরূহ সে বেযার হায় হক্,
খুদা-ই-যিন্দাহ্ যিন্দাহ্ কা খুদা হায়।"

—আত্মারহিত দেহের প্রতি খোদা অসন্তুষ্ট,
জীবিত খোদা জীবিতদেরই খোদা।

সোভিয়েত রুসের অধিবাসীদের নিকট রুস তর্জমার সাহায্যে ইহা পরিচিত হইয়াছে।

## যরব-ই-কলীম (মূসার যষ্টি-আঘাত)

ইহার নামান্তর দেওয়া হইয়াছে "বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।" এই পুস্তকখানি তদানীন্তন মুসলিম ভারতের অন্যতম নেতা ভূপালের নবাব স্যর হমীদুল্লাহ্ খানের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। কবি উৎসর্গ করিতে গিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ফুলের সজীবতা নবাব সাহেবের হাতেই রক্ষা পাইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ভূপাল সরকার তাঁহাকে মাসিক পাঁচশত টাকা ভাতা মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও চিকিৎসার জন্য নবাব সাহেব তাঁহাকে ভিয়েনা পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

ইহার প্রথম ভাগে ইস্‌লাম ও মুস্‌লিম সম্বন্ধে, দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষা ও শিশুপালন সম্বন্ধে, তৃতীয় ভাগে নারী জাতি সম্বন্ধে, চতুর্থ ভাগে রাজনীতি সম্বন্ধে এবং পঞ্চম ভাগে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের রাজনীতি সম্বন্ধে কবিতাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। উপসংহারে মিহ্‌রাব গুল্ আফ্‌গানের চিন্তাধারা নামে কুড়িটি খণ্ড কবিতা প্রদত্ত হইয়াছে। আধুনিক যুগের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার সচেতন মনের আবেগময় প্রতিচ্ছবি এই কবিতাগুলি। ইহাতে কবি বলিয়াছেন—

"কাফির কী য়িহ্ পহ্‌চান কি আফাক মে' গুম হায়্,
মু'মিন কী য়িহ্ পহ্‌চান কি গুম্ উস্‌মে' হাঁয়্ আফাক।"

—কাফেরের এই লক্ষণ যে, সে দুনিয়ায় লয় প্রাপ্ত।
আর মুসলমানের এই লক্ষণ যে, দুনিয়া তাহাতে লয় প্রাপ্ত।

আধুনিক সমাজ সম্বন্ধে কবি বলেন —

"ক্যো য়িহী হায় মু'আশরত কা কমাল,
মর্দ বেকার ও যন্ তিহী-আগূশ!"

—এই কি সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত?
পুরুষেরা বেকার আর মেয়েদের কোল খালি!

আধুনিক শিক্ষার পরিণতি সম্বন্ধে তিনি বলেন, —

"গর্‌চি মক্‌তব কা জওআন যিন্দাহ্ নযর আতা হায়্,
মুর্দাহ্ হায়্; মাঙ্গকে লায়া হায় ফিরিঙ্গীসে নফস্।"

—যদিও বিদ্যালয়ের যুবক জীবিত বলিয়া দেখা যায়,
মৃত সে; ফিরিঙ্গীর নিকট হইতে সে ভিক্ষা করিয়া
আনিয়াছে শ্বাসপ্রশ্বাস।

'যর্‌ব' শব্দের অর্থ আঘাত হানা এবং হযরত মূসার যষ্টি-আঘাত নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিম জাতিকে তিনি সেইরূপ অবস্থায় পতিত মনে করিয়াই দিয়াছেন তাঁহার এই বাণী। তাঁহার স্মৃতি-সৌধ পাকিস্তানের সকল আঞ্চলিক ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রচেষ্টা আশু প্রয়োজনীয়।

ডক্টর 'আব্দুল্ ওহ্‌হাব 'আযাম ইহার আরবী অনুবাদ করিয়াছেন। সোভিয়েত দেশেও ইহার কবিতাসমূহের অনুবাদ হইয়াছে।

## পস্ চি বায়দ কর্দ (অতঃপর কিং কর্তব্য)

আফগানিস্তান ভ্রমণকালে কবি কতকগুলি কবিতা রচনা করেন। সেইগুলি মুসাফির (পথিক) নাম দিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 'পস্ চি বায়দ কর্দ' কবিতাটি ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ উপলক্ষে রচিত। "পস্ চি বায়দ কর্দ" পুস্তকের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কবিতাগুলি এই — হযরত মূসার বিজ্ঞতা, ফির্‌আউনের বিজ্ঞতা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই), বৈরাগ্য (ফকর), স্বাধীন মনুষ্য, শরী'অতের রহস্য।

মুসাফিরে এই কবিতাগুলি আছে — সীমান্তের লোকদের প্রতি সম্ভাষণ, শহীদ বাদশাহের সম্মুখে, সম্রাট বাবুরের সমাধিতে, হকীম সনাঈ, সুলতান মহ্‌মূদের সমাধিতে, আহ্‌মদ শাহ্ বাবার সমাধিতে এবং বাদশাহ্ যাহির শাহের প্রতি সম্ভাষণ।

মুসাফির কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

> "মু'মিন আয 'আয্‌ম ও তওক্কুল কাহির অস্ত্,
> গর ন দারদ ঈঁ দো জওহর কাফির অস্ত্।
>
> —মুসলমান বিজয়ী তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও নির্ভরশীলতার জন্য,
> যদি এই দুই গুণ না থাকে, তবে সে কাফের।

ইয়ুরোপীয় রাষ্ট্রীয় ও সভ্যতা সঙ্কট সম্বন্ধে কবি সুন্দর বলিয়াছেন—

"য়ুরূপ আয্ শম্‌শীর-ই-খোদ বিস্‌মিল ফতাদ,
যের-ই-গর্দু রস্‌ম-ই-লাদীনী নিহাদ।"

—ইয়ুরোপ তাহার নিজের তরবারিতে গলা কাটিয়া পড়িয়া গিয়াছে,
সে আকাশের নীচে নাস্তিকতার ভিত্তি পত্তন করিয়াছে।

## আর্মুগান-ই-হিজায ( হিজাযের উপঢৌকন )

ইহা ফারসী ভাষায় রচিত। ইহার শেষাংশ উর্দু ভাষায় রচিত। ইহা কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কবির অন্তিম বাণী সংগৃহীত হইয়াছে। ফারসীভাগে নিম্নলিখিত সম্ভাষণ-মূলক কবিতাগুলি রহিয়াছে, যথা—রসূলের প্রতি, মুসলিম জাতির প্রতি, মানব জাতির প্রতি এবং পথের বন্ধুগণের প্রতি। উর্দু অংশে বাল-ই-জিব্রীল ও যর্‌ব-ই-কলীমের তেজউদ্দীপ্ত কবিতাগুলির ন্যায় নিম্নলিখিত কবিতাগুলি আছে—শয়তানের পরামর্শ সভা, বৃদ্ধ বলুচের পুত্রের প্রতি উপদেশ, চিত্র ও চিত্রকর, প্রেতলোক, নারকীর প্রার্থনা, আকাশবাণী, মুল্লাযাদা যয়গম্ লুলাবি কাশ্মীরীর খাতা প্রভৃতি।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় আকৃষ্টদের ভ্রান্তি দূর করিতে কবি বলেন—

"ময় আয্ ময়খানা-ই-মগ্‌রিব চশীদম্,
ব-জান-ই-মন্ কি দর্দ-ই-সর খরীদম্।
নিশস্তম্ বা-নকোয়ান-ই-ফিরঙ্গী,
আয্ আঁ বে-সূদতর রোযে ন দীদম।"

—আমি পশ্চিমের শুঁড়িখানার মদ চাখিয়াছি,
আমার জানের কসম, আমি কেবল শিরঃপীড়াই কিনিয়াছি।
আমি ফিরিঙ্গি দেশের গুণীদের সঙ্গে বসিয়াছি,
আমি তাহা অপেক্ষা বেশী লাভশূন্য দিন দেখি নাই।

আল্লাহ্ ও রসূলের প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিমে চলিবার আহ্বান জানাইয়া কবি বলিতেছেন—

"মকাম-ই-খেশ আগর খাহী দরী দহর
ব-হক্ দিল বন্দ ও রাহ্-ই-মুস্তফা রও।"

—যদি তুমি এই জগতে নিজস্ব স্থান চাও,
খোদার সঙ্গে দিল্ বাঁধ আর মুস্তফার পথে চল।

সূফী ও মোল্লাদের অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করিয়া কুর্‌আন অবলম্বন সম্বন্ধে তিনি সচেতন করিয়া বলিয়াছেন—

"ব-বন্দ্-ই-সূফী ও মুল্লা আসীরী,
হয়াত আয্ হিক্‌মত-ই-কুর্‌আঁ ন-গীরী।
ব-আয়াতশ্ তোরা কারে জুয্ ঈঁ নীস্ত,
কি আয্ য়াসীন-ই-উ আসাঁ বি-মীরী।"

—তুমি সূফী ও মোল্লার ফাঁদে কয়েদ আছ,
কুরআনের জ্ঞানগর্ভ বাণী হইতে তুমি জীবন লও না।
তাহার প্রবচনে তোমার এ ছাড়া আর কাজ নাই—
যে, তুমি 'ইয়াসীন' সূরাদ্বারা শান্তিতে মরিবে।

"বরহ্‌মন আয্ বুতাঁ তাক-ই-খোদ আরাস্ত্,
তু কুর্‌আঁরা সর-ই-তাক নিহাদী।"

—ব্রাহ্মণ প্রতিমা দিয়া তাহার ঘরের তাক সাজায়,
আর তুমি কুরআনকে তাকের উপর রাখিয়া দিয়াছ।

ইহাই কবির একমাত্র গ্রন্থ যাহার অন্য কোনও ভাষায় অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইক্‌বাল একাডেমীর এই দিকে সজাগ হওয়া সমীচীন হইবে।

## The Reconstruction of Religious Thought in Islam

## ( ইসলামের ধর্মীয় চিন্তাধারার পুনর্গঠন )

আধুনিক যুগ ইয়ুরোপীয় ভাবধারা এবং দর্শন ও সভ্যতার প্রভাবে ভারাক্রান্ত। অনেক মুসলিম মনে এই যুগ ইসলামী শিক্ষা, ঐতিহ্য ও সনাতন মতবাদ সম্বন্ধে অহেতুক সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছে। দার্শনিক কবি ইক্‌বালের এই পুস্তকে তাহারা চিন্তার খোরাক, মনের জোর ও পথের সন্ধান পাইবেন। ইক্‌বাল সাধনা করিয়াছেন জ্ঞানের জন্য ; যে জ্ঞান আহরণ করা সম্বন্ধে রসূলে করীম (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন — "জ্ঞান মুসলমানের হারান ধন, যেখানে যে তাহা পাইবে সে তাহার হকদার।" কুরআনে বলা হইয়াছে "রব্বী যিদ্‌নী 'ইল্‌মা —হে আমার রব, আমাকে জ্ঞানে বর্দ্ধিত কর।" আল্লাহের ওহী তাঁহার নিকট আসিত, জিব্রীল (আঃ) ছিলেন তাঁহার কাছে মত ও পথের সন্ধান দিতে, কিন্তু তবুও রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রার্থনা করিতেন — "হে আল্লাহ্, তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সেই বিদ্যা হইতে যাহা হিতকরী নয়, সেই হৃদয় হইতে যাহা বিনম্র নয়, সেই প্রার্থনা হইতে যাহা গ্রাহ্য নয় এবং সেই চিত্ত হইতে যাহা তৃপ্ত নয়।" মহাকবি আল্লামা ইক্‌বাল তাঁহার এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রখ্যাত বক্তৃতাগুলিতে দেখাইয়াছেন আধুনিক কারণে ইনসানে কামিল হওয়ার যুক্তি এবং মর্দে মু'মিনের জন্য সিরাতুল্ মুস্তাকিম কি।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে গত চৌদ্দ শ বৎসরে পৃথিবী তথা মুসলিম জাহানে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনের সাত প্রতিঘাতে, প্রতীচ্যের দর্শন, রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা এবং বিজ্ঞান সাধনা ইসলামী চিন্তাধারাকে ব্যাহত করিতেছে, আজ এ কথা অস্বীকার করা

যায় না। ইমাম গযালী, জলালুদ্দীন রুমী, শাহ্ ওলীয়ুল্লাহ্, স্যর সৈয়দ আহ্মদ এবং মৌলানা জমালুদ্দীন আফগানী যে ভাবে তাঁহাদের সমসাময়িক কালে ইসলামী জীবন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মুসলিম সমাজকে বিপ্লবী নেতৃত্ব দিয়াছিলেন, আল্লামা ইক্‌বাল ভারতে তথা প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদী শাসন, ইয়ুরোপীয় প্রভাব ও পাশ্চাত্য প্রভাবে উদ্ভূত প্রাচ্যের জাতিসমূহ, বিশেষ করিয়া মুসলিম জাতিকে তাঁহার সচেতন ইসলামী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন ইসলামী দর্শন ও ইতিহাসের ব্যাখ্যাকারক হিসাবে।

এই পুস্তকের ভূমিকায় ইক্‌বাল বলিয়াছেন —

"I have tried to meet, even though partially, this urgent demand by attempting to reconstruct Muslim Religious philosophy with due regard to the philosophical tradition of Islam and the more recent development in the various domains of human knowledge. And the present movement is quite favourable for such an understanding. It must, however, be remembered that there is no such thing as finality in philosophical thinking. As knowledge advances and fresh avenues of thought are opened, other views than those set forth in these lectures, are possible. Our duty is carefully to watch the progress of human thought, and to maintain an independent critical attitude towards it."

— ইসলামের দার্শনিক ঐতিহ্যের, এবং মানবের বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত আধুনিক পরিণতির উপযুক্ত বিবেচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মুসলিম ধর্মীয় দর্শনের পুনর্গঠন চেষ্টা করিয়া আমি এই জরুরি দাবী, যদিও আংশিক ভাবে, মিটাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্তমান প্রগতি এইরূপ বোঝাপড়ার বিশেষ অনুকূল। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে দার্শনিক চিন্তায় শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া কোনও কথা নাই। জ্ঞান যত অগ্রসর হইতে থাকে এবং চিন্তার নূতন নূতন পথ মুক্ত হইতে থাকে, এই

বক্তৃতাগুলিতে যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখান হইয়াছে, তাহা হইতে অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবপর। আমাদের কর্তব্য হইতেছে যে মানব চিন্তার ক্রমগতি সাবধানে লক্ষ্য করা এবং তৎপ্রতি স্বাধীন চিন্তাসম্মত মনোভাব ধারণ করা।

তিনি তাঁহার এই বিখ্যাত পুস্তকের অপর নাম চিন্তা করিয়াছিলেন "Islam as I understand it" (আমি যেমন ইসলামকে বুঝি)। এই পুস্তক সত্য সত্যই ইসলাম তথা ধর্ম সম্বন্ধে জীবনের সত্য এবং সুন্দর দিকের সহিত পারলৌকিক জীবন এবং আল্লাহের সম্বন্ধে তাঁহার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষিত সমাজকে নূতন ভাবে চিন্তা করিতে সাহায্য করিয়াছে।

কুরআন ও হদীসের নানান উক্তি এবং আল্ ফারাবী, আবু সীনা, ইব্‌ন হযম, গযালী, আবু রুশ্‌দ ও নসীরুদ্দীন তূসীর দর্শন এবং ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবু হনীফার শরা' ও শরীঅত এবং ইব্‌ন খালদুন, ইব্‌নুল 'আরবী, শাহ্‌ ওলিয়ুল্লাহ্‌, সৈয়দ জমালুদ্দীন আফগানী ও শয়খ আহ্‌মদ সরহন্দীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যার মতামত হইতে তাঁহার এই বক্তৃতাসমূহে প্রভূত ভাবে আলোচনা পাওয়া যায়।

ইয়ুরোপীয় দার্শনিকগণের মতামতের পর্যালোচনা ও সমালোচনা এবং ইসলামী মতবাদ প্রকাশে যে সব যুক্তির অবতারণা তিনি এই পুস্তকে করিয়াছেন, তাহা আরব সভ্যতা ও ইসলাম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ইয়ুরোপীয় অধ্যাপক মহলে একদিকে বিস্ময় ও অন্যদিকে নূতন আলোর সন্ধান দিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আল্লামা ইক্‌বাল "The Reconstruction of Muslim Jurisprudence" নামীয় আর একটি পুস্তক প্রণয়ন করিবার সঙ্কল্প করিয়া পড়াশুনা ও মালমসলা জোগাড়

করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে সে পরিকল্পনা আর রূপায়িত হয় নাই।

ইক্‌বালের এই চিন্তাশীল লেখনী তাঁহাকে যুক্তিবাদী ইসলামী ভাবধারার আন্দোলনে জদীদ 'ইলম-ই-কলামের এবং এই যুগের একজন মুতকল্লিম বা মুজদ্দিদরূপে প্রতীয়মান করে। চিন্তানায়ক ইক্‌বাল বলিয়াছেন —

> "The moral and religious ideal of man is not self-negation, but self-affirmation, and he attains to this ideal by becoming more and more individual, more and more unique."
>
> —মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ আত্ম-অস্বীকৃতি নয়, কিন্তু আত্ম-স্বীকৃতি, এবং সে এই আদর্শ লাভ করে ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর এককত্বসম্পন্ন হইয়া।

আল্লাহের বাণীই তাঁহার চিন্তার মূলসূত্র — "আল্লাহ্, কোনও জাতির অবস্থা পরিবর্তিত করেন না, যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তিত করে।" [সূরা ঃ রা'দ, ১১]

কিন্তু এই পরিবর্তন সাধনে গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল ও প্লেটোর প্রভাবে পড়িয়া 'আশ্‌আরিয়া ও মুতা'যিলাদের যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে ইক্‌বাল বলেন, —

> " They failed to see that in the domain of knowledge — scientific or religious — complete independence of thought from concrete experience is not possible."
>
> -- তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে — বৈজ্ঞানিক কিংবা ধর্মীয় — বস্তুতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা হইতে চিন্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভবপর নহে।

তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় Knowledge & Religious Experience (জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা) ইসলাম ও ইয়ুরোপীয় ভাবধারার সংঘাতকে উল্লেখ করিয়া ইক্‌বাল মন্তব্য করিয়াছেন —

"There was a time when European thought received inspiration from the world of Islam. The most remarkable phenomenon of modern history, however, is the enormous rapidity — with which the world of Islam is spiritually moving towards the west. There is nothing wrong in this movement, for European culture on its intellectual side, is only a further development of some of the most important phases of the culture of Islam. Our only fear is that the dazzling exterior of European culture may arrest our movement and we may fail to reach the true inwardness of that culture. During all the centuries of our intellectual stupor, Europe has been seriously thinking on the great problems in which the philosophers and scientists of Islam were so keenly interested.

...With the awakening of Islam, therefore, it is necessary to examine, in an independent spirit, what Europe has thought and how far the conclusions reached by her can help us in revision and, if necesary, reconstruction of theological thought in Islam."

— এক সময়ে ইয়ুরোপীয় চিন্তাধারা মুসলিম জগৎ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিত। যাহা হউক আধুনিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ব্যাপার হইতেছে তাহার বিরাট দ্রুতগতি যাহাতে ইসলামী জগৎ আধ্যাত্মিক ভাবে পাশ্চাত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই গতি কোনও দোষের বিষয় নয়, কারণ ইয়ুরোপীয় কৃষ্টি জ্ঞানের দিক্ হইতে ইসলামী কৃষ্টির কয়েকটি অত্যাবশ্যক ধারার অধিকতর পরিণতি মাত্র। আমাদের একমাত্র আশংকা এই যে ইয়ুরোপীয় কৃষ্টির বাহ্য চাকচিক্য আমাদের গতি রোধ করিতে পারে এবং আমরা সেই কৃষ্টির প্রকৃত অন্তস্তলে পৌঁছিতে অপারগ হই। বহু শতাব্দী ব্যাপী আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির আড়ষ্ট অবস্থায় ইয়ুরোপ নিবিষ্টচিত্তে সেই সকল সমস্যার বিষয়ে চিন্তা করিতেছে, যাহাতে মুসলিম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ গভীররূপে অনুরক্ত ছিলেন।... ....

অতএব ইসলামের পুনর্জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বাধীনচিত্তে পরীক্ষণীয় ইয়ুরোপ কি চিন্তা করিয়াছে এবং কত দূর পর্যন্ত

তাঁহার মত সিদ্ধান্তগুলি আমাদিগকে ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্বিচারে এবং আবশ্যক হইলে পুনর্গঠনে সাহায্য করিতে পারে।

ধর্মীয় জ্ঞানের সাধনায় অভিজ্ঞতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কল্ব বা হৃদয়ের অনুভূতিকে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান কেন্দ্ররূপে তিনি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন —

> "Religious experience is essentially a state of feeling with cognitive aspect, the content of which cannot be communicated to others, except in the form of a judgment."

— ধর্মীয় অভিজ্ঞতা মূলতঃ জ্ঞানীয় (cognitive) দৃষ্টিভঙ্গির (aspect) সহিত একরূপ অনুভূতি যাহার অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি অপরকে চূড়ান্ত রায়ের (judgement) রূপ ভিন্ন অন্যরূপে জানান যায় না।

তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা : The Philosophical Test of the Revelations of Religious Experience (ধর্মীয় অভিজ্ঞতার দার্শনিক পরীক্ষা), পাঠককে কুরআন ও সৌরজগৎ সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে। ইকবালের ভাষায় —

> "To my mind nothing is more alien to the Quranic outlook than the idea that the Universe is the temporal working of a preconceived plan. As I have already pointed out, the universe, according to the Quran, is liable to increase. It is a growing Universe and not an already completed product which left the hand of its maker ages ago, and is now lying stretched in space as a dead mass of matter to which time does nothing and consequently is nothing ... A critical interpretation of the sequence of time, as revealed in our selves, has led us to a notion of the ultimate Reality as pure duration in which thought, life, and purpose inter-penetrate to form an organic unity. We cannot conceive this unity except as the unity of a self—an all-embracing concrete self — the ultimate source of all individual life and thought ..."

— আমার মনে হয়, বিশ্বজগৎ পূর্ব পরিকল্পিত নক্শার একটি সাময়িক কার্যবিধান, এই ধারণা অপেক্ষা কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

হইতে অধিকতর অপরিচিত আর কিছুই হইতে পারে না। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে কুরআনের মতে বিশ্বজগৎ বর্দ্ধিত হইতে পারে। ইহা একটি ক্রমবর্দ্ধনশীল জগৎ। ইহা ইতঃপূর্বে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুত পদার্থ নহে, যাহা তাহার সৃষ্টিকর্তার হস্ত হইতে বহুযুগ পূর্বে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক্ষণে মৃত জড়পুঞ্জের ন্যায় স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে, যাহার সম্বন্ধে কালের কোনও কার্যকারিতা নাই, সুতরাং তাহাও নাই। ...... আমাদের নিজেদের মধ্যে উপলব্ধ কাল-পরম্পরার বিচারমূলক ব্যাখ্যা আমাদিগকে এই ধারণায় উপনীত করে যে চরম সত্তা একটি বিশুদ্ধ স্থিতিকাল যাহাতে চিন্তা, জীবন এবং উদ্দেশ্য অনুপ্রবিষ্ট হইয়া একটি সুবিন্যস্ত ঐক্য গঠন করে। আমরা এই ঐক্যকে আত্মার ঐক্য — সর্বাশ্লিষ্ট বস্তুতান্ত্রিক আত্মার ঐক্য — ভিন্ন অন্যরূপ ধারণা করিতে পারি না। ইহা ব্যক্তিগত জীবন এবং চিন্তার চরম উৎপত্তি স্থল।

মানুষের মহাশূন্যে অভিযান ইক্‌বালের জীবদ্দশায় হইলে তিনি 'খুদী'র সাফল্যে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইতেন।

ইক্‌বালের তৃতীয় বক্তৃতা: The Conception of God and the Meaning of Prayer (আল্লাহের অস্তিত্ব ও তাঁহার উপাসনার অর্থ); ইহাতে আল্লাহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তিনি বলেন —

> "Personally, I think the description of God as light, in the revealed literature of Judaism, Christianity, and Islam must now be interpreted differently. The teaching of modern physics is that the velocity of light cannot be exceeded and as the same for all observers whatever their own system of movement. Thus, in the world of change, light is the nearest approach to the Absolute. The metaphor of light as appled to God, therefore, must, in view of modern knowledge, be taken to suggest the Absoluteness of God and not His Omnipresence which easily lends itself to a pantheistic interpretation."

— ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিবেচনা করি যে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং ইসলাম ধর্মের প্রত্যাদিষ্ট সাহিত্যে আল্লাহের আলোক (নূর) রূপে উপমার ব্যাখ্যা এক্ষণে অন্য রূপে করিতে হইবে। আধুনিক পদার্থবিদ্যার শিক্ষা এই যে আলোকের গতি অনতিক্রম্য এবং সকল দর্শকের জন্য এক, তাহাদের নিজস্ব গতির নিয়ম যাহাই হউক না কেন। এমতে পরিবর্তনশীল জগতে আলোকই পরম সত্তার (absolute) নিকটতম অনুমান। অতএব আল্লাহের প্রতি আলোকের উপমা প্রয়োগদ্বারা আধুনিক জ্ঞানের দৃষ্টিতে আমাদিগকে অবশ্য আল্লাহের পরম সত্তার প্রতি নির্দেশ বুঝিতে হইবে, তাঁহার সর্বস্থিতি, (omnipresence) নয়, যাহাদ্বারা অনায়াসে সর্বেশ্বরবাদী (pantheistic) ব্যাখ্যায় উপনীত হইতে পারা যায়।

'ইবাদত ও বন্দেগীর নূতন কার্যকারী অর্থ করিয়া ইক্‌বাল বলিয়াছেন —

"The truth is that all search for knowledge is essentially a form of prayer ··· From unity of all inclusive Ego who creates and sustains all Egos, follows the essential unity of all mankind. The division of mankind into races, nations, and tribes, according to the Quran, is for purpose of identification only. The Islamic form of association in prayer, therefore, besides its cognitive value, is further indicative of the aspiration to realize this essential unity of mankind as a fact in life by demolishing all barriers which stand between man and man."

— ইহাই সত্য যে জ্ঞানের সকল অনুসন্ধান মূলতঃ নমাযের একটি রূপ।······················ সর্বব্যাপী আত্মা — যাহা সমস্ত আত্মাকে সৃষ্টি করে এবং ধারণ করে — তাহার একত্ব হইতে সকল মানবজাতির মৌলিক একত্ব প্রতিপন্ন হয়। কুর্‌আনের মতে জাতি, মহাজাতি (nation) এবং গোষ্ঠী হিসাবে মানবজাতির বিভাগ কেবল পরিচয়ের জন্য। অতএব ইসলামী

নয়ায় জমাত ব্যবস্থা পরিচয় মূল্যের অতিরিক্ত এই উচ্চ আদর্শের সূচনা করে যে, যে সমস্ত ব্যবধান মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মানবজাতির মৌলিক একত্ব বাস্তবরূপে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে।

চতুর্থ বক্তৃতার বিষয়বস্তু হইতেছে : The Human Ego, His freedom and Immortality (মানুষের আত্মা, তাহার স্বাধীনতা ও অমরত্ব). "আসরার" ও "রমুজে" খুদী বা ব্যক্তিত্ব লইয়া কবি পূর্বেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি বিশেষ জোর দিয়া ইসলামী শিক্ষা সত্বেও স্বাধীন ও অমর ব্যক্তিত্ব (খুদী) কি ভাবে অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়া নৈরাশ্যবাদে নিমগ্ন হইল, তাহার আলোচনা করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক কারণে দার্শনিক মতবাদ কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয় এবং কি ভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমর্থনে ইয়ুরোপীয় দার্শনিক হেগেল, কোঁত (Comte) প্রভৃতির ভূমিকা আলোচনা করিয়াছেন। ইসলামের প্রথম যুগের তেজউদ্দীপক ঈমান হারাইয়া কিসমত বা অদৃষ্টবাদ কি ভাবে মুসলিম মনে প্রভাব বিস্তার করিল, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা বলিতেছেন—

> "Thus arose, inspite of open protests by Muslim divines a morally degrading Fatalism, and the constitutional theory known as the 'accomplished fact' in order to support vested interests. This is not at all surprising. In our own times philosophers have furnished a kind of intellectual justification for the finality of the present capitalistic structure of society."

—এইরূপে মুসলিম ধর্মতত্ত্বজ্ঞগণের প্রকাশ্য প্রতিবাদ সত্বেও নৈতিকহীনতা সাধক অদৃষ্টবাদ এবং কায়েমী স্বার্থের সমর্থনের জন্য চূড়ান্ত সত্যরূপ সংবিধান মতবাদের উৎপত্তি হইল। ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্যজনক নহে। আমাদেরই সময়ে দার্শনিকগণ সমাজের বর্তমান পুঁজিবাদী কাঠামোকে চূড়ান্ত করিবার জন্য তাহার এক প্রকার বুদ্ধিমূলক ন্যায্য সমর্থন জোগাড় করিয়াছেন।

এই সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবোত্তর যুগে নেপোলীয়নের পতনের পর ইয়ুরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে সুদৃঢ় ভাবে জর্মান জাতির সংগঠনে হেগেল এবং ফরাসী জাতির জন্যে কোঁতের চিন্তাধারা আলোচনার পর মুসলিমদের সম্বন্ধে ইক্‌বাল বলেন—

> "The same thing appears to have happened in Islam. But since Muslims have always sought the justification of their varying attitudes in the Quran, even though at the expense of its plain meaning, the fatalistic interpretation has had very far-reaching effects on Muslim peoples."

> —ইসলামে তাহাই ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যেহেতু মুসলিমগণ সর্বদা তাহাদের পরস্পর বিপরীত মনোভাবের সমর্থন, এমন কি তাহা কুর্‌আনের সোজা অর্থের বিনিময়ে হইলেও, কুর্‌আনে তাহার সমর্থন অন্বেষণ করিয়াছে, অদৃষ্টবাদমূলক ব্যাখ্যা মুসলিম জাতির উপর সুদূর প্রসারী পরিণামের কারণ হইয়াছে।

The Spirit of Muslim Culture (মুসলিম সংস্কৃতির মর্ম কথা) সম্বন্ধে তাঁহার পঞ্চম বক্তৃতায় 'খাতমুন্ নবীয়িন্'-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যার সঙ্গে, ধর্মযাজক এবং বংশগত বাদশাহী সম্বন্ধেও তিনি কুর্‌আনের ভিত্তিতে আলোচনা করিয়াছেন। ইক্‌বাল বলিয়াছেন যে, 'সমষ্টিগত ভাবে জাতিকে বিচার করা হইবে এবং ভ্রান্তনীতি অনুসরণের জন্য এই দুনিয়াতে ফলভোগ করিতে হইবে' কুর্‌আনের এই শিক্ষাই মুসলিম সংস্কৃতির মূল উৎস। অতঃপর পার্থিব সীমিত জ্ঞান, জড় জগৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে গ্রীক্ মতবাদের পরিণতি এবং মুসলিমদের কুর্‌আন-অনুসৃত জ্ঞানের সাফল্য আলোচনার পর ইক্‌বাল বলিতেছেন—

> "The first important point to note about the spirit of Muslim culture then is that for purpose of knowledge, it fixes its gaze on the concrete, the finite......It is the intellectual capture of and power over the concrete that makes it possible for the intellect of man to pass beyond the concrete."

—তবে ইসলামী দৃষ্টির সারমর্ম সম্বন্ধে সর্বপ্রথম অবশ্যকীয় লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে যে ইহা মূর্তের উপর, সীমিতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ... ... এই মূর্তের উপর বুদ্ধিমূলক পূর্ণ অধিকার এবং তাহার উপর প্রভাব হইতেছে তাহা যাহা মানবের বুদ্ধিবৃত্তিকে মূর্তকে অতিক্রম করিতে সম্ভবপর করে।

তাঁহার ষষ্ঠ বক্তৃতা বিষয়বস্তু হইতেছে — The Principle of Movement in the Structure of Islam (ইসলামের কাঠামোতে পরিবর্তনশীলতার নীতি)। পুরাতন জড় জগতের স্থলে গতিশীল অসীম জগৎ ও অনন্ত জীবন এবং অমর খুদীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিশ্বাসী ভাবের জন্য 'তৌহীদের' ভূমিকা এবং ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই বক্তৃতায় আলোচনা করিয়া ইকবাল বলেন—

"The ultimate spiritual basis of all life, as conceived by Islam is eternal and reveals itself in variety and change. A society, based on such a conception of Reality must reconcile, in its life, the categories of permanence and change. ..

"The essence of *Touhid* as a working idea, is equality, solidarity and freedom. The state, from the Islamic standpoint, is an endeavour to transform those ideal principles into space-time forces, an aspiration to realize them in a definite human organization. It is in this sense alone that the state in Islam is a theocracy, not in a sense that it is headed by a representative of God on earth who can always screen his despotic will behind his supposed infallibility. The critics of Islam has lost sight of this important consideration."

—ইসলামের ধারণা অনুযায়ী সমস্ত জীবনের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক ভিত্তি শাশ্বত, এবং তাহা বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তনে আত্ম প্রকাশ করে। এইরূপ বাস্তবতার ধারণার উপর স্থাপিত সমাজ তাহার জীবনে স্থায়িত্ব এবং পরিবর্তনের পদার্থগুলির অবশ্য সামঞ্জস্য বিধান করিবে।

—কার্যকারী ভাবে তওহীদের সার হইতেছে সাম্য, সংহতি এবং স্বাধীনতা। ইসলামের দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্র হইতেছে এই সকল আদর্শ মূলনীতিগুলিকে স্থান-কালের শক্তিতে রূপান্তরিত করণের একটি প্রচেষ্টা, একটি নির্দিষ্ট মানবীয় প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করণের একটি উচ্চ আকাংক্ষা। কেবল এই মর্মে ইসলামী রাষ্ট্র একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। তাহা এই মর্মে নয় যে তাহার কর্তা হইবেন পৃথিবীতে আল্লাহের এক প্রতিনিধি যিনি সর্বদা তাঁহার স্বেচ্ছাচারকে তাঁহার কল্পিত অভ্রান্ততার আড়ালে লুকাইবেন। ইসলামের সমালোচকগণ এই আবশ্যকীয় বিচারকে লক্ষ্য করেন নাই।

ইসলামের ইতিহাস হইতে বিভিন্ন সময়ের মুসলিম জাতির উত্থান পতনের বিশেষ করিয়া 'উমাই ও আব্বাসী খলিফাদের সময় ইজ্‌তিহাত কি রূপে ব্যক্তিবিশেষ মুজতাহিদের নিকট সমর্পিত হইল তিনি তাহা আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি আধুনিক কালের পর্যালোচনায় নব্য তুরস্কের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বলেন—

"In Islam the spiritual and the temporal are not two distinct domains, and the nature of an act, however secular in its import is determined by the attitude of mind with which the agent does it.'

—ইসলামে আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক দু'টি স্পষ্টতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্র নয়, এবং যতই লৌকিক উদ্দেশ্যে হউক না কেন, কোনও কার্যের প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয় কর্মকর্তার মনোভাবের উপর।

মধ্যযুগের আরব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ব্যর্থতার উল্লেখপূর্বক তিনি মুসলিম শক্তি সমূহের রাষ্ট্রীয় নীতি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন—

"For the present every Muslim nation must sink into her own deeper self, temporarily focus her vision on herself alone, until all are strong and powerful to form a living family of republics.

... It seems to me that God is slowly bringing home to us the truth that Islam is neither nationalism nor imperialism but a League of Nations which recognizes artificial boundaries

and racial distinctions for facility of reference only, and not for restricting the social horizon of its members."

—বর্তমানে প্রত্যেক মুসলিম জাতিকে তাহার গভীরতর অন্তরাত্মায় নিমগ্ন হইতে হইবে, সাময়িকভাবে কেবল নিজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে, যে পর্যন্ত না সকলে দৃঢ় এবং শক্তিশালী হইয়া সাধারণতন্ত্রসমূহের একটি জীবন্ত পরিবার গঠন করে।………
আমার বোধহয় যে আল্লাহ তা'আলা ধীরে ধীরে আমাদিগকে এই সত্যে উপনীত করিতেছেন যে ইসলাম জাতীয়তাবাদও নয়, সাম্রাজ্যবাদও নয়, কিন্তু একটি জাতিসংঘ যাহা কেবল পরিচয়ের সুবিধার জন্য কৃত্রিম সীমারেখা এবং জাতীয় বিভিন্নতা স্বীকার করে, তাহার সদস্যগণের সামাজিক দিগন্তকে সীমাবদ্ধ করিবার জন্য নয়।

এই বক্তৃতায় সর্বশেষে আশাবাদী মনোভাব লইয়া তিনি বলিয়াছেন—

"It is, however, extremely satisfactory to note that the pressure of new world forces and the political experience of European nations are impressing on the mind of modern Islam the value and possiblbities of the idea of Ijma. The growth of republican spirit, and the gradual formation of legislative assemblies in Muslim lands constitutes a great step in advance. The transfer of the power of Ijtihad from individual representatives of schools to a Muslim legislative assembly which, in view of the growth of opposing sects, is the only possible form Ijma can take in modern times, will secure contributions to legal discussion from laymen who happen to possess a keen insight into affairs."

—যাহা হউক, ইহা লক্ষ্য করা অত্যন্ত সন্তোষজনক যে নূতন জগতের শক্তিসমূহের চাপ এবং ইউরোপীয় জাতি সমূহের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আধুনিক ইসলামের মনে ইজমার মতবাদের মূল্য এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত করিতেছে। মুসলিম দেশ সমূহে সাধারণতন্ত্র ভাবের ক্রমবৃদ্ধি এবং আইন সভার ক্রমশঃ গঠন অগ্রগতির দিকে এক দীর্ঘ পদক্ষেপ সূচিত

করিতেছে। বিভিন্ন মাযহাবের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিসকল হইতে মুস্‌লিম আইন সভায় ইজ্‌তিহাদ ক্ষমতার স্থানান্তর, যাহাতে ইজমা বর্তমানে প্রতিবাদী সম্প্রদায় সমূহের ক্রমবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র সম্ভাব্য আকার গ্রহণ করিতে পারে, আইন সংক্রান্ত বিতর্কে সেই সকল সাধারণ মানুষ হইতে, যাহারা প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী, অনেক কিছু অবদান সংগ্রহ করিতে পারে।

তাঁহার শেষ বক্তৃতার বিষয়বস্তু হইল — Is Religion Possible (ধর্ম কি সম্ভব)? বস্তুবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত আধুনিক কালে ধর্মের শাশ্বত অমোঘ বাণীতে শান্তি, প্রগতি ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত রাখিতে যাহারা বদ্ধপরিকর অথচ দ্বিধা সংকোচের মরম জ্বালায় অস্থির তাহাদের লইয়া ইক্‌বাল চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন—

"And religion, which in its higher manifestations is neither dogma, nor priesthood, nor ritual, can alone ethically prepare the modern man for the burden of responsibility which the advancement of modern science necessarily involves and restore to him that attitude of faith which make him capable of winning a personality here and retaining it hereafter. It is only by rising to a fresh vision of his origin and futute, his whence and whither, that man will eventually triumph over a society motivated by an inhuman competition, and a civilization which has lost its spiritual unity by its inner conflict of religious and political values."

—এবং ধর্ম তাহার উচ্চতর প্রকাশসমূহে মতবাদও নয়, পৌরোহিত্যও নয় এবং আচারও নয়। কেবল ইহা আধুনিক মানুষকে নীতিগতভাবে সেই দায়িত্বের বোঝার জন্য প্রস্তুত করিতে পারে, যাহা আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য অবশ্যম্ভাবী, এবং তাহাকে সেই ধর্মীয় ভাব পুনরায় দিতে পারে, যাহা তাহাকে ইহলোকে ব্যক্তিত্ব অর্জন করিতে এবং পরলোকে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ করে। মানুষ কেবল তাহার উৎপত্তি ও ভবিষ্যৎ, তাহার কোথা হইতে এবং কোথায়, সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিক্ষেত্রে

উপনীত হইয়া পরিণামে সেই সমাজের উপর, যাহা অমানুষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর গঠিত, এবং সেই সভ্যতার উপর জয়লাভ করিবে, যাহা তাহার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মূল্যায়নের অন্তর্দ্বন্দ্বে তাহার আধ্যাত্মিক ঐক্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

মুসলিম জীবনে ইসলামি আদর্শ রূপায়ণে স্থাপিত পাকিস্তানে স্বাধীনতোত্তর কালে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা উদ্ভূত হইতেছে তাহার পর্যালোচনায় কায়েদ-ই-আযমের দার্শনিক বন্ধু ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রগুরু ইকবালের এই অমূল্য বক্তৃতাগুলির মধ্যে আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনুধাবনের অনেক বিষয় বস্তু আছে। পাকিস্তানের ইসলামিক একাডেমী ও ইনিষ্টিটিউট অফ ইসলামিক রিসার্চ ইকবালের মূল্যবান দার্শনিক চিন্তাধারাকে তাহাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের গবেষণায় রূপায়িত করিলে বস্তুতান্ত্রিক আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতেও ইসলামের লুপ্ত গৌরব ও শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তান তাহার যথার্থ ভূমিকা পালনে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ইকবালের প্যান-ইসলামিক চিন্তাধারার রূপায়ণে নূতন খিলাফতের সৃষ্টি হইবে পাকিস্তানকে কেন্দ্র করিয়াই।

প্যারীর মাদাম ইভা মেয়েরোভিচ এই পুস্তকের ফরাসী অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

# ইক্‌বালের বাণী

পাক-ভারতের উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে অনেক কবি জন্মিয়াছিলেন, এখনও অনেক আছেন। কিন্তু যেমন প্রত্যেক ইংরেজ কবিকে আমরা খ্রীষ্টান কবি বলিতে পারি না, সেইরূপ ইহাদেরও সকলকে মুসলিম কবি বলা যাইতে পারে না। আমরা তাঁহাকেই মুসলিম কবি বলি, যাঁহার অনুপ্রেরণার উৎস হইতেছে ইস্‌লাম, যিনি ইস্‌লামের ভাবে তন্ময় হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাবকে রূপায়িত করেন উচ্ছ্বসিত কবিতায়। এই হিসাবে ইক্‌বাল মুসলিম কবি হইলেও তাঁহার বাণী হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সকলেই তাঁহার কবিতায় চিন্তার খোরাক পাইতে পারেন। আমি প্রথমে তাঁহার খণ্ডকাব্য "শিক্‌ওআহ্‌ ও জওআব-ই-শিক্‌ওআহ্‌"র* ( নালিশ ও নালিশের জওয়াব ) ভাব বিশ্লেষণ করিব।

## শিক্‌ওআহ্‌

খোদার 'আশেক' ( প্রেমিক ) এক মুসলমান দেখিতেছে মুসলমান সমাজের দারুণ দুর্গতি আর দেখিতেছে সেই সঙ্গে অমুসলমান সমাজের সমৃদ্ধি।

"বনী আগ্‌য়ার কী আব চাহ্‌নেওয়ালী দুনইয়া,
রহ্‌ গঈ আপ্‌নে লিএ এক্‌ খেয়ালী দুনইয়া,"

—অন্যের চায় দুনিয়া এবে, মুসলমানে চায় না কো আর।
মোদের তরে হ'ল শুধু খেয়ালী এক দুনিয়াই সার।

---

* মূলের বাঙ্গালা অনুলিখন সহ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের জন্য পাঠক মদীয় অনূদিত "শিক্‌ওয়াহ্‌ ও জওআব-ই-শিক্‌ওআহ্‌" নূতন সংস্করণ ( ১৯৬৩ ), অনুগ্রহ পূর্বক দেখিতে পারেন।

"বুত সনম্-খানোঁ মেঁ কহ্‌তে হাঁয়্, মুসলমাঁ গয়ে,
হায়্ খুশী উন্‌কো কে কা'বে কে নিগাহ্‌বাঁ গয়ে,
মন্‌যিলে দহরসে উঁটোঁ কে হদীখাঁ গয়ে,
আপ্‌নী বগলোঁ মেঁ দবায়ে হুয়ে কুর্‌আঁ গয়ে।"

—মন্দিরেতে মূর্তিরা কয়, গেলই ভাল মুসলমান!
বড় খুশী মনে তাদের গেল কাবার দরোয়ান।
দুনিয়া হ'তে গেল চ'লে গাইত যারা উটের গান।
চ'লে গেল বগল তলে দাবিয়ে রেখে কোরানখান।

"য়িহ্ শিকায়ত্ নহীঁ", হাঁয়্ উন্‌কে খযানে মা'মূর,
নহীঁ মহ্‌ফিল্ মেঁ জিন্‌হেঁ বাত্‌ভী করনে কা শ'উর,
কহর তো য়িহ্ হায়্ কে কাফির্ কো মিলেঁ হূর ও কসূর,
আওর বেচারে মুসলমাঁ কো ফকত্ ও'আদাএ হূর।
আব্ ওহ্ ইলতাফ্ নহীঁ, হম্ পে 'ইনায়াত্ নহীঁ',
বাত য়িহ্ কিয়া হায়্ কে পহ্‌লীসী মদারাত্ নহীঁ।"

—নিন্দা তো নয়, ধনরত্নে পরিপূর্ণ তারি ভাণ্ডার,
সভার মাঝে বলতে পারে বাক্য দু'টা শক্তি নাই যার।
বিধর্মী পায় হূর১ ও দৌলত সংসার মাঝে, সাহের এ বা'র,
আর বেচারা মুসলিম তরে শুধুই হূরের এক অঙ্গীকার!
নাই কো এখন অনুগ্রহ, নাই কো তোমার মেহেরবানি।
একি কথা! সাবেক মত নাই আর সে নেক নজরখানি!

এই দৃশ্যে আশেকের মনে হইল ভারি অভিমান। সে আর চুপ থাকিতে পারিল না। সে তাহার মা'শূককে (প্রেমাস্পদকে) দু'কথা শুনাইয়া দিতে উদ্যত হইল।—

১। হূর—স্বর্গের অপ্সরা

"জুর্‌আৎ আমুয মেরী তাবে সুখন্ হায় মুঝ্‌কো,
শিক্‌ওআহ্ আল্লাহ্ সে খাকম্ ব-দিহন্ হায় মুঝ্‌কো।"

—মুখ থেকে মোর ফুটছে ভাষা বক্ষ ফেটে মরম দুখে ;
নালিশ আমার খোদার নামে, ছাই পড়ুক গে আমার মুখে !

"হায় বজা শেওআএ তস্‌লীম্ মেঁ মশ্‌হুর হাঁয় হম,
কিস্‌সাএ দর্দ সুনাতে হাঁয় কে মজ্‌বুর হাঁয় হম,
সাযে খামোশ হাঁয়, ফরিয়াদ সে মা'মুর হাঁয় হম,
নালাহ্ আতা হায় আগর লব্ পে, তো মা'যুর হাঁয় হম।
আয় খুদা ! শিক্‌ওআএ আর্‌বাবে ওফা ভী সুন্ লে,
খুগরে হম্‌দ সে থোড়া সা গিলা ভী সুন্ লে।"

—তোমার সেবক ব'লে খ্যাতি লাভ করেছি আমরা ভবে,
দুখের কথা শুনিয়ে দিতে বাধ্য হ'লাম আজকে সবে।
চুপ যদিও বীণার মত, কাঁদছে পরাণ করুণ রবে।
বিলাপ যদি বেরোয় ঠোঁটে, নাচার ব'লে ক্ষ'মো তবে।
নালিশ আজি করছে খোদা ! তোমার ভক্ত বান্দা[২] শোন;
স্তব স্তুতি স্বভাব যাদের, একটু তাদের নিন্দা শোন।

ইহার পর সেই ভক্ত আগ্নেয়গিরির লাভা বর্ষণের মত মনের জ্বালায় খোদাকে মুসলমানের অতীত অবদান শুনাইতে লাগিল। তাহার মধ্যে বড় কথা হইল নিরাকার লা-শরীক (অদ্বিতীয়) আল্লাহের 'তৌহীদ' (একত্ব) প্রচার। আমরা দেখি এই অভিযোগের মধ্যেও ভক্তের অন্তরের গভীর প্রেম। বস্তুতঃ ইহা তাহার অভিযোগ নয়, ইহা তাহার প্রেমাস্পদের প্রতি অভিমান।

---

২। বান্দা—দাস।

"হমসে পহ্‌লে থা 'আজব তেরে জহাঁ কা মনযর,
কহীঁ মসজুদ থে পত্থর, কহীঁ মা'বুদ শজর,
খুগরে পয়করে মহ্‌সুস্ থী ইন্‌সাঁ কী নযর,
মানতা ফির কোঈ আন্‌দেখে খুদা কো কিঁউ কর।
তুঝ্‌ কো মা'লুম হায়্‌ লেতা থা কোঈ নাম তেরা ?
কুওওতে বাযুএ মুস্‌লিম্‌ নে কিয়া কাম তেরা।"

—পূর্বে মোদের বিশ্বে ছিল দৃশ্য অতি হাস্যকর ঃ
কেউ পূজিত গরু বানর, কেউ পূজিত গাছ পাথর।
সাকার পূজায় নিত্য রত নিখিল বিশ্ব চরাচর,
কে পূজিত, কে মানিত আকারবিহীন এক ঈশ্বর ?
জান তুমি ধরাতলে নিত কেউ কি তোমার নাম ?
মুসলমানের বাহুর বলই করলে তোমায় সফলকাম।

"থে হমে এক তেরে মা'রকাহ্‌ আরাওঁ মেঁ,
খুশ্‌কীওঁ মেঁ কভী লড়্‌তে থে, কভী দরয়াওঁ মেঁ,
দীঁ আযানেঁ কভী য়ুরূপ কে কলীসাওঁ মেঁ,
কভী আফ্‌রীকাহ্‌ কে তপ্‌তে হুএ সহ্‌রাওঁ মেঁ।
শান আঁখোঁ মেঁ ন জচ্‌তী থী জহাঁদারোঁ কী,
কল্‌মাহ পড়তে থে হম, ছাওঁমেঁ তল্‌ওআরোঁ কী।"

—ছিলাম মোরা অদ্বিতীয় যোদ্ধাদের গণনায়।
লড়তাম মোরা কভু ভূমে, আরও কভু দরিয়ায়।
"আযান"[৩] মোরা ধ্বনিয়াছি ইউরোপেরও গির্জায়,
কখন বা আফ্রিকারি রৌদ্রতপ্ত সাহারায়।
তুচ্ছ ছিল মোদের চোখে বাদশাহি এ দুনিয়ার।
"কলমাহ"[৪] বাণী তুলি নি কে' পড়লে শিরে তলোয়ার।

---

৩। আযান—নমাযের জন্য আহ্বান বাক্য।

৪। কল্‌মাহ্‌—কলিমাহ। আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই, মুহম্মদ আল্লাহের প্রেরিত—এই বাক্য।

"আ গয়া 'আয়ন লড়াঈ মেঁ' আগর ওআক্তে নমায,
কিব্‌লাহ্‌ রূ হোকে যমীঁ বোস হুঈ কওমে হিজায,
এক্ হী সফ্‌ মেঁ খড়ে হো গয়ে মহ্‌মূদ ও আয়ায,
না কোঈ বন্দাহ্‌ রহা আওর না কোঈ বন্দাহ্‌ নওয়ায।
বন্দা ও সাহিব ও মুহ্‌তাজ ও গনী এক হুএ,
তেরী সরকার মেঁ পহুঁচে তো সভী এক হুএ।"

—যুদ্ধ মাঝে ওয়াক্ত[৫] হলে পড়ত সবে মিলে নমায,
কাতার বেঁধে "কিব্‌লা"[৬] মুখে ভূমিষ্ঠ শির আহ্‌লে হিজায।[৭]
একই সারি পাশাপাশি খাড়া মাহ্‌মুদ[৮] আর আয়ায,[৯]
রইত না কো কোনও তফাৎ, কে ভিখারী, কে মহারাজ।
মনীব চাকর, আমীর গরীব হ'ত সবাই এক আকার।
এলে তোমার দরবার মাঝে থাকত না কো ভেদ বিচার।

"মহ্‌ফিলে কওন্ ও মকাঁ মেঁ সহ্‌র ও শাম ফিরে,
ময়ে তওহীদ কো লে কর্ সিফতে জাম ফিরে,
কোহ্‌ মেঁ দশ্‌ত মেঁ লে কর্ তেরা পয়গাম ফিরে,
আওর মা'লুম হায়্‌ তুঝ্‌ কো কভী নাকাম্ ফিরে?
দশ্‌ত তো দশ্‌ত হাঁয়্‌, দরিয়া ভী না ছোড়ে হম্‌নে,
বহ্‌রে যুল্‌মাত মেঁ দওড়া দীএ ঘোড়ে হম্‌নে।"

---

৫। ওয়াক্ত—সময়।
৬। কিব্‌লা—নমাযের বাহ্য লক্ষ্য কা'বা।
৭। আহ্‌লে হিজায—হিজাযবাসী।
আরবের যে প্রদেশে মক্কা, মদীনা প্রভৃতি তাহার নাম হিজায।
৮। মাহমুদ—সুলতান মাহমুদ গযনভী।
৯। আ'য়ায—তাঁহার ভৃত্য।

"তক্‌বীরে"রি আগুন মোরা বুকের নীচে চেপে রাখি।
হবশ্‌রেশী বিলাল[১৭] মত জীবন মোরা যেপে থাকি।

" 'ইশ্‌ক কী খয়র ওহ পহ্‌লী সী আদা ভী না সহী,
জাদহ্‌ পয়মাঈ তস্‌লীমো রিযা ভী না সহী।
মুয্‌তর্ব দিল্‌ সিফতে কিব্‌লহ্‌-নুমা ভী না সহী,
আওর পাবন্দীয়ে আঈনে ওফাদারী ভী না সহী।
কভী হম্‌ সে, কভী গয়রোঁ সে শনাসাঈ হায়্‌,
বাত কহ্‌নে কী নহীঁ তু ভী তো হর্‌জাঈ হায়্‌।"

—মানি না হয়, নাই প্রেমিকের আগের মত সে আচরণ,
সন্তোষ আর কৃতজ্ঞতায় ছাপিয়ে যেনে পড়ে না মন।
মেনে নিলুম চঞ্চল মনে 'কিব্‌লা" হয় না আর নিরূপণ!
বিশ্বস্ততা আইন না হয় করি না আর অনুসরণ।
কভু মোদের, কভু অন্যের সঙ্গে তোমার পরিচয়,
তুমি এখন সকল জনের, এ কথা তো ক'বার নয়!

এই অভিমান-মিশ্রিত অভিযোগের পরেও প্রেমিক তাহার প্রিয়তমের অনুগ্রহের আশায় বুক বাঁধিয়া আছে। সত্য, আজ খোদা মুসলমানের প্রতি বিরক্ত। কিন্তু এক দিন তাঁহাকে আবার মুসলমানের প্রতি প্রসন্ন হইতেই হইবে।

"ওআদীএ নজদ্‌ মেঁ ওহ্‌ শোরে সলাসিল না রহা,
কয়স্‌ দীওআনাএ নয্যারাএ মহ্‌মিল না রহা,
হওসলে ওহ্‌ না রহে, হম না রহে, দিল না রহা,
ঘর য়িহ উজড়া হায়্‌ কে তু রওনকে মহ্‌ফিল না রহা।
আয়্‌ খুশ আঁ রোয কে আঈ ও ব-সদ নায আঈ,
বে-হিজাবানাহ্‌ সূএ মহ্‌ফিলে মা বায আঈ।"

---

১৭। বিলাল—হযরত মুহম্মদের (দঃ) ভক্ত শিষ্য। জাতিতে হাবশী। ইসলামের প্রথম মুয়াযিন।

—নজ্দ-মাঠে মৃদঙ্গ-ধ্বনি আর তো এবে শোনা না যায়।
মজনুঁ আর তো পাগল পারা উটের হাওদা পানে না চায়।
নাই সে আশা, নাই সে যোরা, সে হৃদয়ও আজি কোথায়?
শূন্য কাঁদে গৃহখানি, জল্সার বাতি যে গো বিদায়।
খুশীর সে দিন! আসবে যে দিন, আসবে তুমি বিলাস ভরে,
বোর্কা[18] ছেড়ে হাস্য মুখে আবার মোদের জলসা ঘরে।

আশাবাদী কবি মুসলিম সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি দিবাচক্ষে দেখিতেছেন। তাঁহাদের অধঃপতনের মধ্যেও উন্নতির মহতী সম্ভাবনার আশায় তিনি আশান্বিত।

"কওমে আওআরহ্ 'ইমা'-তাব ফির স্এ হিজাস,
লে উড়া বুলবুলে বে-পর কো মযাকে পর্ওআয।
মুয্তর্ব বাগ কে হর গুন্চে মে' হায় ব্এ নিয়ায,
তু যরা ছেড় তো দে, তশ্নাএ মিয্রাব হায় সায।
নগ্মে বে-তাব হায় তারো'সে নিকস্নে কে লিএ,
তুর মুয্তর হায় ইসী আগ মে' জল্নে কে লিএ।"

—হিজায পানে যাচ্ছে ধেয়ে দিশাহারা ফের যাত্রিগণ।
পক্ষবিহীন বুলবুলিরে উড়্বার মজায় নিচ্ছে গগন।
চঞ্চল আজি মালঞ্চটির প্রতি মুকুল দেয় আবেদন।
দাও ছুঁয়ে ঐ বীণার তারে, মিজ্রাবে[19] তৃষায় করছে রোদন।
তন্ত্রী থেকে বাহির হ'তে মাথা কুটে মরে সুর,
জ্বলতে সেই অগ্নি-তেজে ব্যাকুল আজি কোহে তুর[20]।

---

১৮ বোর্কা—মুসলমান সমাজে নারীর বহিরাবরণ বস্ত্র।

১৯। মিজরাব—বীণার তারে আঘাত করিবার আংটি।

২০। কোহে তুর—তূর পর্বত (Mount Sinai)।
এ স্থানে হযরত মূসা (Moses) আল্লাহের জ্যোতি দর্শন করেন।

—ফিরিয়াছি দিবারাত্র বিশ্ব মাঝে অবিরত,
ফিরিয়াছি তৌহিদেরি মদ্য হাতে সাকী[১০] মত।
ফিরিয়াছি বার্তা বাহি মরু, কান্তার ও পর্বতও।
ফিরিয়াছি কভু আন হ'য়ে বিফলমনোরথও?
মরু তো ছার, ছাড়িনি কো কোনও দুস্তর পারাবার,
আটলান্টিকে দৌড়ে গেছি আমরা সবে ঘোড়-সওয়ার।

"টল্ না সকতে থে আগর জঙ্গ মেঁ আড় জাতে থে,
পাঁও শেরোঁ কে ভী ময়দাঁ সে উখড় জাতে থে।
তুঝ্‌সে সরকশ হুআ কোঈ তো বিগড় জাতে থে,
তেগ কেয়া চীয হায় ? হম তোপ সে লড় জাতে থে।
নকশে তওহীদ কা হর্ দিল পে বিঠায়া হম নে,
যেরে খন্‌জর ভী য়িহ্ পয়্‌গাম্ সুনায়া হম নে।"

—যুদ্ধ হ'তে মোদের হটান্ সাধ্য ছিল কার কখন?
সিংহ হ'লেও বিপক্ষেরা করত পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
অবাধ্য কেউ হ'লে তোমার, করতাম তারে আক্রমণ।
অসি তো ছার! কামান হ'তেও করতাম না কো পলায়ন।
আঁকিয়াছি প্রতি হৃদে "তৌহীদে" র[১১] ছবিখানি।
শুনায়েছি খড়গতলে তোমারি এই পূত বাণী।

ভক্ত অতীত কাহিনী ছাড়িয়া বর্তমানে এল। যতই মন্দ হউক, তবুতো মুসলমান একমাত্র খোদারই ভক্ত। কিন্তু হায়! খোদা এখন আর শুধু মুসলমানেরই একমাত্র অনুগ্রহকারী খোদা নন। পাপ তো অনেকেই করে; কিন্তু শাস্তি পায় শুধু মুসলমান। তাই ভক্ত আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে—

---

১০। সাকী—সুরা-পরিবেশনকারী।
১১। তৌহীদ—আল্লাহের একত্ব।

"উম্মতেঁ আওর ভী হাঁয়্, উন্‌মেঁ গুনাহ্‌গার ভী হাঁয়্,
ইজ্‌যওআলে ভী হাঁয়, মস্‌তে মযে পিন্দার ভী হাঁয়্,
উন্‌মেঁ কাহিল ভী হাঁয়্, গাফিল ভী হাঁয়্, হুশ্‌য়ার ভী হাঁয়,
সয় কড়ো হাঁয়্, কে তেরে নাম সে বেযার ভী হাঁয়্।
রহ্‌মতেঁ হাঁয়্ তেরা আগ্‌য়ার কে কাশানোঁ পর,
বরক্ গিরতী হাঁয়্ তো বেচারে মুসল্‌মানোঁ পর।"

—আরও আছে জাতি কত, তাদের কত পাপে রত,
কেউ বিনয়ী, অহঙ্কারে মত্ত, কেউ বা সমুন্নত।
আছে কাহিল[১২] কিংবা গাফিল,[১৩] আছে সুবোধ,বুদ্ধিহত,
তোমার নামে বেজার, হেন আছে ধরায় কত শত।
অনুগ্রহ বর্ষে তোমার দেখি তাদের প্রতি ঘর।
বজ্র পড়ে বেচারা এই মুসলমানের মাথার পর!

"তুঝ্ কো ছোড়া কে রসূলে 'আরবী কো ছোড়া?
বুত-গরী পেশা কিয়া? বুত-শিকনী কো ছোড়া?
'ইশ্‌ক কো, 'ইশ্‌ক কী আশিফ্‌তহ্-সরী কো ছোড়া?
রস্‌মে সল্‌মন্‌ও উওয়সে করনী কো ছোড়া?
আগ তক্‌বীর কী সীনোঁ মে দবী রখ্‌তে হাঁয়্।
যিন্দগী মিস্‌লে বিলালে হবশী রখ্‌তে হাঁয়্।"

—ছেড়েছি কি তোমায় মোরা ছেড়ে দিয়ে "পয়গম্বরে"[১৪]?
ছেড়েছি কি বুত-ভাঙা রীত? ধরেছি কি বুত-পূজারে?
ছেড়েছি কি প্রেম আচরণ? প্রেমের মধুর মত্ততারে?
করনবাসী উবায়স[১৫] কিংবা সল্‌মানের[১৬] সে প্রেমপন্থারে?

---

১২। কাহিল—অলস।
১৩। গাফিল—অমনোযোগী।
১৪। পয়গম্বর—প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহম্মদ (দঃ)।
১৫। উবায়স—হযরত মুহম্মদের (দঃ) সমকালীন ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান আরবের ইয়ামন প্রদেশের করন শহর।
১৬। সল্‌মান—হযরত মুহম্মদের (দঃ) ভক্ত শিষ্য। পারস্যে জন্ম।

যো নেকো-নাম জো কররে কী তিজারত কর্ কে,
কেয়া না বেচোগে জো মিল জাএঁ সনম পথর কে।"

—সংসার মাঝে অকর্মণ্য যার কুখ্যাতি সে যে তুমি;
উদাসীন তার বাস্তু হ'তে হায়! যে জাতি, সে যে তুমি,
বজ্র যন পোড়ায় যাহার ফসল ক্ষেতি, সে যে তুমি,
বাপ-দাদাদের গোরগুলি যার হয় বেসাতি, সে যে তুমি।
পায় কি কভু সুনাম ভবে কবর নিয়ে যার ব্যাপার?
পাও যদি হায়! মাটীর পুতুল বেচ্‌তে রাজি সব তোমার!

ভক্ত নালিশ করিতেছে যে মুসলমানের ভাগ্যে কেবল পরলোকে হূরের এক অঙ্গীকার। তাহার জবাবে খোদা যেন বলিতেছেন—

"কেয়া কহা? বহ্‌রে মুসলম্‌ হায় ফকত ওআ'দাএ হূর,
শিক্‌ওআহ্‌ বেজা ভী করে কোঈ তো লাযিম হায় শ'উর।
'আদল হায় ফাত্বিরে হস্তী কা আযল সে দস্তূর,
মুস্‌লিম আঈঁ হুআ কাফির্‌ তো মিলে হূর ও কসূর।
তুম মেঁ হূরোঁ কা কোঈ চাহনেওআলা হী নহীঁ,
জল্‌ওআএ তুর্‌ তো মৌজূদ হায়্‌ মূসা হী নহীঁ!"

—বল্লে ভাল, মুসলিম তবে শুধুই হূরের ওয়াদাখানি।
নিন্দা মিছে করলে নাকি বলবে লোকে গুণী জ্ঞানী?
সৃষ্টিকর্তা ন্যায়-বিচারী; এই চিরকাল দস্তুর জানি,—
বিধর্মী পায় হূর ও দৌলত নিলে আইন মুসলমানি।
কি কব হায়! দুখের কথা, কেউ তোমাদের চায় না কো হূর;
কৈ সে মূসা? নয় ত আজো তুর পাহাড়ে ঐ দেখ নূর।[২৩]

তাহার পর খোদা দেখাইতেছেন মুসলমান মুখে যে ধর্মের বড়াই করে, কাজে তাহার কতটুকু সে পালন করে। নামেই সে মুসলমান; কামে অমুসলমান।

---

২৩। নূর—জ্যোতি।

"হাথ বে-যোর্ হাঁয়, ইল্‌হাদ সে দিল খুগর্ হাঁয়,
উম্মতী বা'অসে রুস্‌বাইএ পয়গম্বর হাঁয় ।
বুত্-শিকন্ উঠ গায়ে বাকী যো রহে বুত্‌গর্ হাঁয়,
থা বিরাহীম পিদর্ আওর পিসর্ আযর হাঁয় ।
বাদহ্-আশাম্ নয়ে বাদহ্ নয়া খুম ভী নয়ে,
হিরুমে কা'বা নয়া, বুত ভী নয়ে, তুম ভী নয়ে ।"

—শক্তিশূন্য হস্ত তোমার ; নাইক হৃদে সে ঈমান জোর,
"উম্মত" হ'য়ে "পয়গম্বরের" নিন্দাকারী, ধিক্ প্রাণে তোর ।
বিদায় সব বুতভঙ্গকারী, বুতপূজারী আজ করে শোর,
ইব্রাহীমের বংশে আযরের পুত্র হ'ল কি না আযর ![24]
পানকারী সব নূতন নূতন, পাত্র নূতন, মদ্য নূতন,
কা'বা নূতন, বুতও নূতন, তোমরা বেবাক অন্য নূতন ।

"কিস্ কদর্ তুম পে গিরাঁ স্বুবহ্ কী বেদারী হায়,
হম্ সে কব পিয়ার হায় ? হাঁ নীঁদ তুম্‌হেঁ পিয়ারী হায় ।
তব্‌এ' আযাদ্ পে কয়দে রমযাঁ ভারী হায়,
তুম্‌হীঁ কহ্ দো য়িহী আইঁনে ওফাদারী হায় ।
কওম্ মযহবসে হায়, মযহব যো নহীঁ তুম্‌ভী নহীঁ ।
জযবে বা-হম জো নহীঁ মহ্‌ফিলে আঞ্জুম ভী নহীঁ ।"

—তোমার তরে ভোরে জাগার এমন চেষ্টা কভু ঘটে ?
আমি তোমার প্রিয়পাত্র ? না, ঘুম তোমার প্রিয় বটে ।
স্বাধীন তুমি, রমযানে তাই প্রাণটা আই ঢাই ক'রে উঠে,
বল দিকিন এমন করে বন্ধুজনে কিংবা শঠে ?
ধর্মেতে হয় জাতির গঠন, ধর্ম নাই ত তুমিও নাই,
নাইক যদি মাধ্যাকর্ষণ, গ্রহ সূর্য্য ভূমিও নাই ।

---

২৪ । একেশ্বরবাদী হযরত ইব্রাহীমের (Abraham) পিতা পৌত্তলিক আযর ( Terah ) ছিলেন । এ যুগে সব বিপরীত হইয়াছে ।

কবি তাঁহার অপরূপ নালিশের পর একটি চমৎকার দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন খোদার দরবারে।

"মুশ্‌কিলেঁ উম্মতে মর্‌হুম কী আসাঁ কর্‌দে,
মোরে বে-মায়হ্‌ কো হম-দোশে সুলয়মাঁ কর্‌দে,
জিন্‌সে নায়াবে মুহব্বত কো ফির অর্‌যাঁ কর্‌দে,
হিন্দকে দয়র নশীনোঁ কো মুসলমাঁ কর্‌দে।
জুএ খুঁ মী চকদ্‌ আয হস্‌রতে দীরীনাএ মা,
মী তপদ নালহ্‌ ব-নশ্‌তর কদাএ সীনাএ মা।"

—দয়ার পাত্র এ "উম্মতে"র মুশকিল তুমি আসান কর।
বেচারা এই পিপীলিকায় সুলয়মানের[২১] সমান কর।
দুর্লভ প্রেমটী আবার মোদের সুলভ ক'রে প্রদান কর।
হিন্দের[২২]এ মঠবাসীদেরে ফের তুমি মুসলমান কর।
জমাট দুখে রক্তধারা নয়ন হ'তে পড়ছে ঝ'রে।
অস্ত্রক্ষত বক্ষে মোদের উঠছে ব্যথা চীৎকার ক'রে।

কবি উপসংহারে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন মুসলিমের নব জাগরণের জন্য। এই বেচারা বুলবুলের আকুল গানে মুসলমানের হৃদয়ে আবার কি চেতনা সঞ্চারিত হইবে না? কবি আশা করেন—

"চাক ইস্ বুলবুলে তন্‌হা কী নওআ সে দিল হোঁ,
জাগ্‌নেওআলে ইসী বাঙ্গে দরা সে দিল হোঁ,
যা'নী ফির্ যিন্দহ্‌ নএ 'আহ্‌দে ওফা সে দিল হোঁ,
ফির ইসী বাদহএ দীরীনহ্‌সে পিয়াসে দিল হোঁ।"

---

২১। সুলায়মান—সম্রাট্‌ নবী হযরত সুলয়মান (Solomon)।

২২। হিন্দ—ভারতবর্ষ।

—ফাটুক দুখে এই একাকী বুলবুল-গানে সবার হিয়া।
উঠুক জেগে ঘণ্টা রবের এ আহ্বানে সবার হিয়া।
বাঁচুক আবার নব-বিশ্বাস বাক্য দানে সবার হিয়া।
হোক পিয়াসী এই পুরানো শরাব পানে সবার হিয়া।

## জওআব-ই-শিক্‌ওআহ্‌

আশেকের নালিশের পরে এবার মা'শূকের জবাব। খোদার এই উত্তরে কাহারও খাতির-রাখা মন-খুশী-করা বাজে বকামি নাই। তাঁহার হীরের মত সত্য বাণী কঠিন আত্মগরিমাকে অনায়াসে ভেদ করিয়া যায়। তিনি ভক্তকে বলিতেছেন, দোষ কি তাঁহার, না দোষ ভক্তের।

"হম্‌ তো মাইল্‌ ব-করম হাঁয়, কোঈ সাইল হী নহী,
রাহ্‌ দেখ্‌লাএঁ কিসে? রহ্‌-রওএ মন্‌যিল হী নহীঁ।
তর্‌বীয়তে 'আম তো হায়, জওহরে কাবিল হী নহী,
জিস্‌ সে তা'মীর হো আদম্‌ কী য়িহ্‌ ওহ্‌ গিল হী নহীঁ।
কোঈ কাবিল হো তো হম্‌ শানে কঈ দেতে হাঁয়।
ঢুণ্ড্‌নেওআলোঁ কো দুনিয়া ভী নঈ দেতে হাঁয়।"

—দয়া-উন্মুখ আমি সদাই; কিন্তু কোথায় যাচ্ঞাকারী?
পথ দেখাব কাহার তরে? নাই যে পথে যাত্রাকারী?
সবজনীন শিক্ষা আমার; নাই কো কেহ শিক্ষাকারী!
আদম যাতে গড়তে পারি এমন মাটি নাই তৈয়ারী।
দান করি যোগ্য হ'লে কারো আমি রাজ্য-ধন,
সেই আমি সন্ধানীরে দেখিয়ে কভু দেশ নূতন।

—জিনকো আতা নহীঁ দুনিয়া মেঁ কোই ফন্‌, তুম্‌ হো,
নহীঁ জিস্‌ কওম কো পরওয়াএ নশীমন তুম্‌ হো।
বিজ্‌লিয়াঁ জিস্‌ মেঁ হোঁ আসূদহ্‌ ওহ্‌ খিরমন তুম্‌ হো।
বেচ্‌ খাতে হাঁয় জো আস্‌লাফ কে মদ্‌ফন, তুম্‌ হো।

"কওন্ হায় তারিকে আঈনে রসূলে মুখ্‌তার ?
মস্‌লিহৎ ওয়াক্ত কী হায় কিস্‌কে 'আমল কা মি'য়ার ?
কিস্‌কী আঁখোঁ মেঁ সমায়া হায় শি'আরে আগ্‌য়ার,
হো গয়ী কিস্‌ কী নিগাহ্‌ তর্‌যে সলফ সে বেযার ?
কল্‌ব মেঁ সোয নহীঁ, রূহ মেঁ ইহ্‌সাস নহীঁ
কুছ্‌ ভী পয়গামে মুহম্মদ কা তুম্‌হেঁ পাস নহীঁ।"
— কে ছেড়েছে আইন কানুন বল দেখি রসুলুল্লাহ্‌র ?
কে করেছে সুবিধাবাদ মাত্র আপন কার্য্য বিচার ?
কার চোখেতে জন্মায় নেশা অন্য জাতির আচার ব্যভার ?
বাপদাদাদের পদ্ধতিতে বল দিকিন কে যে বেজার।
আত্মাতে নাই অনুভূতি, দিলের মাঝে নাই জ্বলন,
মুহম্মদের বার্ত্তা সবই করেছ হায় ! বিস্মরণ।

"শোর হায়্‌ হো গয়ে দুন্‌য়া সে মুসলমাঁ নাবূদ,
হম য়িহ কহ্‌তে হঁয় কে থে ভী কহীঁ মুস্‌লিম মৌজূদ ?
ওয়দা' মেঁ তুম্‌ হো নসারা তো তমদ্দুন মেঁ হনূদ,
য়িহ মুসলমাঁ হায়্‌ জিন্‌হেঁ দেখ্‌ কে শরমাএ ইয়হূদ !
য়ুঁউ তো সয়্যদ ভী হো মির্যা ভী হো আফগান ভী হো,
তুম সভী কুছ হো বতাও তো মুসলমান ভী হো।"
— উঠ্‌ছে আওয়াজ ধরার মাঝে ধ্বংস হ'ল মুসলমান।
বল্‌ব আমি, সত্যি কোথা মুসলিম ছিল বিদ্যমান !
হিন্দু তুমি চাল চলনে, বেশ ভূষাতে খ্রীষ্টান।
মুসলমানী এই ধারে দেখে ইহুদ করে লজ্জা জ্ঞান।
সৈয়দ কিংবা মির্জা কিংবা হ'তে পার আফগানও ;
সবই তুমি হ'তে পার ; বল তুমি মুসলমানও ?

"শিক্‌ওআহে" মুসলমান তাঁহার পূর্বপুরুষদের ইসলামের সেবার কথা খোদাকে বেশ করিয়া শুনাইয়াছে। জবাবে খোদা দেখাইতেছেন সে যুগের মুসলমানদের সঙ্গে এ যুগের মুসলমানের কোনও তুলনা

হয় না। সত্যই "মুসলমানী দর্ কিতাব ও মুসলমান দর্ গোর" (মুসলমানী কেতাবে আর মুসলমান সব গোরে)।

"হর্ মুসলমাঁ রগে বাতিল কে লিএ নশ্তর থা,
উস্কে আঈনাএ হস্তী মেঁ 'আমল জওহর থা
জো ভরোসা থা উসে কুওওতে বাযূ পর থা,
হায় তুম্হেঁ মওত কা ডর, উস্কো খুদা কা ডর থা।
বাপ কা 'ইলম না বেটে কো আগর আযবর হো,
ফির পিসর কাবিলে মীরাসে পিদর কীঁউ কর হো।"

— করতে মিথ্যা খণ্ড খণ্ড মুসলিম ছিল যেন অস্তর[২৫]।
তার জীবনের আয়নায় ছিল কর্মগুলি যেন জওহর[২৬]।
ভরসা তার শুধুই ছিল নিজের দু'টি বাহুর উপর,
মরণ ভয়ে তুমি ভীরু, খোদা বৈ তার ছিল না ডর।
পিতার বিদ্যা পুত্রে নাইকো, নামটা মাত্র হ'ল সার,
কেমন ক'রে পিতৃধনে হ'বে পুত্রের অধিকার?

"হর্ কোঈ মস্তে মযে যওকে তন্ আসানী হায়,
তুম মুসলমাঁ হো? য়িহ্ আন্দাযে মুসলমানী হায়?
হয়দরী ফকর হায়, নয় দওলতে 'উসমানী হায়,
তুম কো আসলাফ সে কেয়া নিসবতে রূহানী হায়?
ওহ যমানে মেঁ মু'অয্যয থে মুসলমাঁ হো কর।
আওর তুম খার হুএ তারিকে কুরআঁ হো কর।

— দেহের আয়েশ নেশায় মত্ত চাচ্ছে আজি প্রতি জন,
সত্যিই তুমি মুসলমান কি? মুসলমানির এই ধরণ?
'আলির[২৭] মত নাই দারিদ্র্য, 'উসমানের[২৮] ন্যায় নাই কো ধন,
পূর্বপুরুষ সঙ্গে তোমার নাই সম্পর্ক, নাই মিলন।

---

২৭। 'আলী—হযরত মুহম্মদের (দঃ) জামাতা। চতুর্থ খলীফা।
২৮। 'উসমান—হযরত মুহম্মদের (দঃ) অন্যতম জামাতা। তৃতীয় খলীফা
২৫। অস্তর—অস্ত্র।
২৬। জওহর—আয়নায় উজ্জ্বলতা।

মুসলিম হ'য়ে পেলেন তাঁরা বিশ্বব্যাপী কি সম্মান !
কোরান ছেড়ে পেলি রে তুই সবার কাছে অসম্মান।

"খুদ্‌কশী শেওআহ্‌ তুম্‌হারা, ওহ গয়ুর খোদ্‌দার,
তুম উখ্‌ওত সে গুরেযাঁ, ওহ্‌ উখ্‌ওত পে নিসার।
তুম হো গুফ্‌তার সরা-পা, ওহ্‌ সরা-পা কিরদার,
তুম তরসতে হো কলী কো, ওহ্‌ গুলিস্তাঁ ব-কিনার।
আব তলক য়াদ হায় কওমোঁ কো হিকায়ত উন্‌কী,
নক্‌শ হায় সুফ্‌হাএ হস্তী পে সদাকত উন্‌কী।"

— আত্মহত্যা স্বভাব তোদের, তাঁরা মানী আত্মাদর,২৯
ভ্রাতৃদ্রোহী তোরা, তাঁরা ভ্রাতৃহিতে অকাতর।
আগাগোড়া বাক্য তোদের, কর্ম্মে তাঁরা তৎপর,
কুঁড়িতে খোশ৩০ তোরা, তাঁরা চেয়েন ফুলবাগ একেশ্বর।
বিশ্ববাসী ক'রে আজও স্মরণ তাঁদের উপাখ্যান,
ভবের পৃষ্ঠে দেখ্‌ তাঁহাদের সত্যতার চিন হয়নি ম্লান।

ইসলামপন্থী কবি নবা যুগ হইতে মুসলমানকে সাবধান করিতেছেন। হযরতের বাণী ছিল "আলায়কুম ওআল্‌ বিদ্‌'আত' নূতনত্ব হইতে সাবধান! "কুল্লু বিদ্‌'আতিন্‌ দ্বলালহ্‌,"—প্রত্যেক নূতনত্ব পথভ্রান্তি। কবির বাণী সেই মহাবাণীর যেন প্রতিধ্বনি।

'"আহ্‌দে নও বর্‌ক হায়, আতিশ-যনে হর খির্‌মন হায়,
আয়মন ইস্‌সে কোঈ সহ্‌রা না কোঈ গুল্‌শন হায়।
ইস নয়ী আগ কা আক্‌ওআমে কুহন ঈন্‌ধন হায়,
মিল্লতে খত্‌মে রসুল শো'লহ্‌ ব-পায়রাহন হায়।
আজ ভী হো জো বরাহীম কা ঈমাঁ পয়দা,
আগ কর সক্‌তী হায় আন্দাযে গুলিস্তাঁ পয়দা।"

---

২৯। আত্মাদর — আত্মসম্মানী।

৩০। খোশ—সন্তুষ্ট, খুশী।

—নব্য যুগ এই বিজলী মত পুড়িয়ে করে ক্ষেত বিরান,
নিরাপদ এই বিপদ হ'তে নয় মরু, নয় ফুলবাগান।
এই আগুনে প্রাচীন জাতি পুড়ছে সবে ইন্ধন সমান,
পোড়ায় নাকি এরই শিখা শেষ নবীজীর[৩১] "মিল্লত" পিরান[৩২]।
ইব্রাহীমের ঈমান[৩৩] যদি থাকে আজও বিদ্যমান,
করতে পারে অগ্নিকুণ্ডে খুবসুরত এক গুলিস্তান!

কুর্আনে আল্লাহের অমোঘ বাণী হইতেছে 'লা তক্নতূ মির্ রহমতিল্লাহে"—আল্লাহের দয়ায় নিরাশ হইও না। কবিও আশার বাণী শুনাইতেছেন ঃ

"দেখ্ কর্ রঙ্গে চমন হো না পরেশাঁ মালী,
কৌকবে গুঞ্চহ্ সে শাখেঁ হাঁয় চমক্নেওয়ালী,
খস্ ও খাশাক সে হোতা হায় গুলিস্তাঁ খালী,
গুল বর্ আন্দায হায় খুনে শুহদা কী লালী।
রঙ্গ গর্দূঁ কা যরা দেখ তু উন্নাবী হায়,
য়িহ্ নিক্লতে হুএ সূরজ কী উফক্ তাবী হায়।"

—মালঞ্চের রং দেখে মালী! হ'স নে কো তুই পেরেশান,
হ'ল ব'লে তারার মত কুঁড়িতে ডাল শোভমান।
কাঁটা খোঁচা হ'তে খালি হবে শীঘ্র এই বাগান,
ফুটছে দেখ গোলাপ যেন শহীদ খুনে রং মাখান।
রং মেখেছে আকাশ আজি দেখতে সে যে লাল গোলাপী,
উঠন্ত কি রবির রাগে রাঙিয়ে দেছে খুনখারাপী?

৩১। শেষ নবীজী—হযরত মুহম্মদ (দঃ)।
৩২। মিল্লত-পিরান—ধর্মরূপ জামা।
৩৩। ইব্রাহীমকে বিধর্মী রাজা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহের কৃপায় তাহা বাগানে পরিণত হয়।

পরিশেষে কবি মুসলমানের সুপ্ত আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া খোদার জবাবের উপসংহার করিয়াছেন। কবির বাণী আল্লাহের সেই মহাবাণীরই প্রতিধ্বনি—"ওলা তহিনূ ওলা তহ্যনূ ওঅ আন্তুমুল আ'লওনা, ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন" — নিরুৎসাহ হইও না, শোক করিও না, তোমরাই শ্রেষ্ঠ হইবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন (বিশ্বাসী) হও।

"চশ্মে আকওআম সে মখ্ফী হায় হকীকৎ তেরী,
হায় আভী মহ্ফিলে হস্তী কো যরুরৎ তেরী।
যিন্দহ্ রখ্তী হায় যমানে কো হরারৎ তেরী,
কৌকবে কিস্মতে ইম্কাঁ হায় খিলাফত তেরী।
ওঅক্তে ফুর্সৎ হায় কহাঁ কাম আভী বাকী হায়,
নূরে তৌহীদ কা ইত্মাম আভী বাকী হায়।"

—অন্য জাতির চক্ষু হ'তে গুপ্ত আছে তত্ত্ব তোর,
বিশ্ব সভাক্ষেত্রে আছে অদ্যাপি যে চেষ্টা তোর।
জ্যান্ত রাখে কালের দেহ নিত্য উষ্ণ রক্ত তোর,
সম্ভাবনার সুনক্ষত্রে আছে যে রাজত্ব তোর।
ফুরসত কৈ রে? সমস্ত কাম[৩৪] এখন তো আছে বাকী।
তৌহীদের নূর করতে তামাম[৩৫] এখন তো আছে বাকি।

"মিস্লে বু কয়দ হায় গুঞ্চে মেঁ, পরেশাঁ হো জা।
রখ্ত বর্ দোশ হওআএ চমনস্তাঁ হো জা।
হায় তুনক-মায়হ্ তু যর্রে সে বিয়াবাঁ হো জা,
নগ্মাএ মৌজ মেঁ হঙ্গামাএ তুফাঁ হো জা।
কুওয়াতে ইশ্ক সে হর্ পস্ত কো বালা কর দে,
দহর মেঁ ইস্মে মুহম্মদ সে উজালা কর দে।"

৩৪। কাম—কার্য্য।
৩৫। তামাম—সম্পূর্ণ।

—ওরে কুঁড়ির বদ্ধ গন্ধ ! ছড়া বিশ্ব চরাচর,
বিত্ত লয়ে স্কন্ধে হ' তুই উদ্যান-বায়ু বরাবর।
ওরে রিক্ত ! অণু হ'তে তুই হ' রে মরু-প্রান্তর,
কল্লোলের ক্ষীণ কল্ কল্ হ'তে ঝঙ্কারে হ' ভয়ঙ্কর।
প্রেমের বলে উচ্চ ক'রে তোল্ যত সব নিম্নস্থল,
মুহম্মদের নামের আলোয় তোল্ ক'রে সব সমুজ্জ্বল।

" 'আক্ল হায় তেরী সপর 'ইশ্ক হ'য় শমশীর তেরী,
মেরে দরবেশ ! খিলাফৎ হায় জহাংগীর তেরী।
মা সেওআ আল্লাহ কে লিএ আগ হায় তক্বীর তেরী,
তু মুসলমাঁ হো তো তক্দীর হায় তদ্বীর তেরী।
কী মুহম্মদ সে ওফা তু নে তো হম তেরে হাঁয়,
য়িহ জহাঁ চীয্ হী ক্যয়া ? লওহ ও কলম্ তেরে হাঁয়।"

—বুদ্ধি তোমার বর্মখানি, প্রেম তোমারি শমশীর৩৬ যেন;
দরবেশ৩৭ আমার ! নিখিল বিশ্বে তুমি তো জাহাঙ্গীর৩৮ যেন।
আল্লাহ বৈ সব জালিয়ে দিতে অগ্নি তব "তক্বীর" যেন;
হাঁ ! মুসলমান হও গো যদি, "তদ্বীর"৩৯ তব "তক্দীর"৪০ জেন।
মুহম্মদের ভক্ত যদি, সত্য যেন আমিই তোমার।
তোমার তরে "লওহ৪১ কলম"৪২, বিশ্ব জগৎ কিবা সে ছার।

---

৩৬। শমশীর—তরবারি। ৩৭। দরবেশ—ফকীর।
৩৮। জাহাঙ্গীর—বিশ্বজয়ী ৩৯। তদ্বীর—পুরুষকার।
৪০। তক্দীর—দৈব, অদৃষ্ট।
৪১। লওহ—আল্লাহের অদৃষ্ট লিখনের ফলক (রূপক অর্থে)।
৪২। কলম—যে কলম দ্বারা আল্লাহ অদৃষ্ট লিপি করিয়াছেন (রূপক অর্থে)।

## ব্রাহ্মণের প্রতি উপদেশ

ইক্‌বাল যেমন মুসলমানকে তাঁহার ধর্মকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বলিয়াছেন, সেইরূপ হিন্দুকেও তিনি বলিয়াছেন—

"মন না গোয়ম আয বুতাঁ বেযার শও,
কাফিরী? শায়িস্তএ যুন্নার শও।
আয় আমানৎদারে তহ্‌যীবে কুহন!
পুশ্‌ত-পা বর্‌ মস্‌লকে আবা ম-যন্‌।"

—আমি বলি না তুমি প্রতিমার প্রতি বিরক্ত হও,
তুমি কি হিন্দু? তবে উপবীতের উপযুক্ত হও।
হে প্রাচীন সভ্যতার ন্যাসরক্ষাকারী!
তুমি পূর্বপুরুষদের পথ হইতে পশ্চাৎপদ হইও না।

হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"বুতখানে কে দর্‌ওয়াযে পে সোতা হায়্‌ বরহ্‌মন,
তক্‌দীর কো রোতা হায়্‌ মুসল্‌মাঁ তহে মিহ্‌রাব।
মশ্‌রিক সে হো বেযার না মগ্‌রিব সে হযর্‌ কর্‌,
ফিত্‌রত কা ইশারহ্‌ হায়্‌ কে হর্‌ শব কো সহর কর্‌।"

—ব্রাহ্মণ মন্দিরের দোরে শুইয়া আছে,
মুসলমান মিহরাবের নীচে ভাগ্য লইয়া কাঁদিতেছে।
প্রাচ্য হইতে বিরক্ত হইও না, প্রতীচ্যকেও ছাড়িও না,
প্রকৃতির ইঙ্গিত প্রত্যেক রাত্রিকে প্রভাত কর।

## নারীর প্রতি

নারী জাতির প্রতি ইক্‌বালের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নারীকে তাঁহার কবিতায় অতি উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন—

"নগ্‌মা-খেয আয যখ্‌মাএ যন সাযে মর্দ,
আয নিয়াযে উ দোবালা নাযে মর্দ।
পোশিশে 'উর্‌য়ানীএ মর্দা' যন্‌ আস্ত,
হুস্‌নে দিল্‌জো 'ইশ্‌ক রা পীরাহন আস্ত।
'ইশ্‌কে হক্‌ পরওয়ার্দাএ আগোশে উ,
ঈঁ নওআ আয যখ্‌মাএ খামোশে উ।"

—পুরুষের বীণা নারীর স্পর্শে ঝঙ্কার দিয়া উঠে,
তাহার সেবায় পুরুষের স্ফূর্তি দ্বিগুণ হয়।
নারী পুরুষের নগ্নতার পরিচ্ছদ,
প্রেমের জামা তাহার হৃদয়গ্রাহী সৌন্দর্য।
ঐশ্বরিক প্রেম তাহার ক্রোড়ে প্রতিপালিত,
এই মূর্চ্ছনা তাহার নিঃশব্দ স্পর্শ থেকে।

"ওঅজুদে যন্‌ সে হায় তস্‌ওঈরে কাইনাত মেঁ রঙ্গ,
ইসী কে সায সে হায় যিন্দগী কা সোযে দরূঁ।
শরফ মেঁ বঢ়্‌কে সুরয়্যা সে মুশ্‌তে খাক উসকী,
কে হর্‌ শরফ হায় উসী দর্জ কা দুর্‌রে মক্‌নূঁ।"

—নারীর অস্তিত্বে হয় বিশ্বের ছবির রং।
তাহারই বীণা হইতে হয় জীবনের অন্তর্দাহ।
তাহার এক মুষ্টি ধুলা মর্যাদায় কৃত্তিকা হইতেও ঊর্ধ্ব,
প্রত্যেক মর্যাদা হয় তাহার পেটরার গুপ্ত মতি।

ইক্‌বাল মাতৃত্বকে নারীর শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন—

"বরদমদ ঈঁ লালাহায়ে মহ্‌কিনাহ্‌
আয খিয়াবানে রিয়াযে উম্মহাৎ
কওম রা সর্‌মায়হ্‌ আয় সাহিবে নযর,
নীস্ত আয নক্‌দ ও কুমাশ ও সীম ও যর।
মালে উ ফরযন্দহাএ তন্দুরুস্ত,
তর-দিমাগ ও সখ্‌ত-কোশ ও চাক ও চুস্ত।"

—মহতী সম্ভাবনার এই পদ্ম ঝাড় জন্মে
মাতৃস্বরূপ স্বর্গের উদ্যানে ;
হে চক্ষুষ্মান্! জাতির সম্বল
নয় নগদ টাকা, সোনা, রুপা।
তাহার সম্পত্তি সন্তান সন্ততি, যাহারা সুস্থ,
স্থিরমস্তিষ্ক, কঠোরচেষ্টাকারী, চালাক, চতুর।

ইক্‌বাল নারীর জন্য অন্তঃপুরকেই শ্রেষ্ঠ স্থান মনে করিয়াছেন —

"হিফযে হর্ নক্শ-আফরীঁ আয খিলওআত আস্ত,
খাতিমে উ রা নগীঁ আয খিলওআত আস্ত।"

—প্রত্যেক চিত্রশিল্পীর রক্ষা নিরালা স্থানে,
তাহার আংটির মূল্যবান্ পাথর নিরালা স্থান।

ইক্‌বাল পর্দার পক্ষপাতী ছিলেন এবং নারীর অত্যাধুনিকতার বিরোধী ছিলেন।

"লড়্‌কিয়াঁ পড়্ রহী হাঁয়্ আংরেজী,
ঢুন্ডলী কওম নে ফলাহ কী রাহ্!
রওইশে মগ্‌রবী হায়্ মদ্দে নজর,
ওআ'এ মশ্‌রিক কো জান্‌তে হাঁয় গুনাহ্।
য়িহ ড্রামা দিখাএগা ক্যেয়া সীন?
পর্দহ্ উঠ্‌নে কী মুন্তজির হায়্ নিগাহ্।

• —মেয়েরা পড়িতেছে ইংরেজি ;
জাতি মঙ্গলের পথ সন্ধান করিয়া লইয়াছে!
পাশ্চাত্য চাল চলন হইয়াছে লক্ষ্য।
প্রাচ্যর রীতিনীতিকে জানিয়াছে পাপ।
এই ড্রামা দেখাইবে কি সীন?
দৃষ্টি পর্দা উঠিবার প্রতীক্ষায় আছে।

ইহাদের সম্বন্ধে তিনি কঠোর ভাবে মন্তব্য করিয়াছেন।

"ঈ" গুল আয বুস্তানে মা না রুস্তহ্ বেহ,
দাগশ্ আয দামানে মিল্লত শুস্তহ্ বেহ্।

—ভাল হইত, যদি এই ফুল আমাদের মালঞ্চে না জন্মিত।
ভাল হইত, যদি জাতির জামার প্রান্ত হইতে এই দাগ ধুইয়া যাইত।

তিনি নারীত্বের আদর্শ দেখিয়াছেন রসূলুল্লাহের (দঃ) নয়নমণি কন্যা ফাতিমার মধ্যে—

"নূরী ও হম আাতিশী ফরমাঁবরশ,
গুম রিযাযশ দর রিযাএ শওহরশ।
আঁ আদব-পরওয়ার্দাএ সবর ও রিযা,
আাসিয়া-গর্দানও লব কুরআঁ-সরা।
গিরিয়াহাএ উ যে বালীঁ বে-নিয়ায,
গওহর আফশানদে ব-দামানে নমায।"

—জ্যোতির্ময় ও অগ্নিময় সকলে ছিল তাঁহার আজ্ঞাবহ,
তাঁহার সন্তোষ তাঁহার স্বামীর সন্তোষে ছিল লুপ্ত।
ধৈর্য্য ও সন্তোষের শিক্ষায় প্রতিপালিতা তিনি,
যাঁতা পেষেন ও মুখে কুরআন পড়েন।
তাঁহার কান্না ছিল না বালিশে মাথা রাখিয়া,
নমাযের কাপড়ে তিনি এই মতির দানা ছড়াইতেন।

## তরুণদের প্রতি

দেশের সকল শ্রেণীর এবং সকল সম্প্রদায়ের জন্যই যখন কোন কবির রচনায় কিছু পাওয়া যায়, তখনই তাঁহাকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়। ইকবাল যেমন একাধারে দার্শনিক,

ধার্মিক ও রাজনীতিজ্ঞদের চিন্তার জন্য তাঁহার কাব্যসম্ভারে চিন্তার খোরাক জুটাইয়াছেন, তেমনি ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়কেও নানান কবিতায় বিশেষ করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন। জাতি-গঠনে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের ভূমিকা শিক্ষাব্রতী ইকবালের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। তাঁহার বাঙ্গ-ই-দরার যুগের কবিতাসমূহ উর্দু-ভাষাভাষী ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ের মুখে মুখে থাকিত। মৌলানা মুহম্মদ 'আলী প্রমুখ যুব নেতারা খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বক্তৃতার সময় তাঁহার বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহাদের শ্রোতাদের মনে জোশ জাগাইতেন। কবি তরুণদের দুঃখ মুকাবিলা করিবার সার্থকতা সম্বন্ধে বলেন—

"গম্ জওআনী কো জগা দেতা হায় লুত্‌ফে খ্‌বাব সে,
সায্ য়িহ্ বেদার হোতা হায় ইসী মিয্‌রাব সে।"
— দুঃখ তরুণকে তাহার স্বপ্নের আনন্দ হইতে জাগাইয়া দেয়,
এই বীণা জাগ্রত হয় এই ছড় হইতে।

বর্তমান শিক্ষার উপর কটাক্ষ করিয়া কবি বলিতেছেন—

"হম্ সমঝ্‌তে থে কে লাঈ গী ফরাগত তা'লীম,
কেয়া খবর থী কে চলা আএগা ইল্‌হাদ ভী সাথ।
ঘর মে' পরওএয কী শীরী' তো হুঈ জল্‌ওআহ্‌ নুমা,
লে কে আঈ হায় মগর তীশাএ ফর্‌হাদ ভী সাথ।"

— আমরা মনে করিতেছিলাম যে শিক্ষা স্বাচ্ছন্দ্য আনিবে,
কে জানিত যে অধর্মও তাহার সহিত আসিবে।
ঘরে পরভেযের শীরী' তো হইলেন বিরাজমান,
কিন্তু তিনি সঙ্গে আনিলেন ফরহাদের কুঠারও।

বিদ্যা অর্জনের উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি বলেন—

"'ইল্‌ম্ আয সামানে হিফ্‌যে যিন্দগী আস্ত্‌,
'ইল্‌ম আয আস্‌বাবে তকুওঈমে খুদী আস্ত।"

— বিদ্যা জীবন রক্ষার একটি উপায়,
বিদ্যা আত্মসম্মান কায়েম করিবার একটি উপাদান।

বাল্‌-ই-জিব্রীল-এর এক বয়েতে তিনি তরুণদের জন্য আশা প্রকাশ করিয়াছেন—

"জওয়ানোঁ কো মেরী আহে সহর দে,
ফির ইন্ শাহীন বাচ্চোঁ কো বাল ও পর দে।"

—তরুণদিগকে আমার প্রভাতের হাহাকার দাও,
পুনরায় এই বাজ পাখীর ছানাদিগকে ডানা ও পালক দাও।

কবি পুনরায় বলিতেছেন —

"উকাবী রূহ জব বেদার হোতী হায়্ জওয়ানোঁ মেঁ,
নযর আতী হায়্ উন্‌কো আপ্‌নী মন্‌যিল্ আসমানোঁ মেঁ।"

— তরুণদের মধ্যে যখন বাজ পাখীর আত্মা জাগ্রত হয়,
তখন আকাশে তাহাদের আপন আবাস নজরে আসে।

তরুণদের জন্ত সকল উপদেশের চুম্বক উপদেশ পাওয়া যাইতেছে এই বয়েতে —

"না হো নওমীদ, নওমীদী যওয়ালে 'ইল্‌ম্ ও 'ইর্‌ফান হায়্,
উমীদে মর্দে মু'মিন হায়্ খুদা কে রায্‌দানোঁ মেঁ।"

—নিরাশ হইও না, নৈরাশ্য বিদ্যাবুদ্ধির অবসান ঘটায়,
মু'মিন ব্যক্তির আশা খোদার রহস্যবিদ্‌গণের মধ্যে গণ্য।

## পাশ্চাত্য সভ্যতা

ইক্‌বাল "বাঙ্গ-ই-দরার" যুগের এক কবিতায় পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহিরের চটকের মধ্যে তাহার ব্যর্থতা ও শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছেন —

"দিয়ারে মাগ্‌রিবকে রহ্‌নেওয়ালো! খুদাকী বস্তী দুকাঁ নহী হায়,
খরা জিসে তুম সমঝ্‌তে রহ্‌তে হো ওহ্‌ আব যর কম্‌ আয়ার হোগা।
তুম্‌হারী তহ্‌যীব আপ্‌নে খন্‌জরসে আপ হী খুদকুশী করেগী
জো শাখে নাযুক পে আশিয়ানহ্‌ বনে গা নাপায়দার হোগা।"

—পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ! খোদার লোকালয় দোকান ঘর নয়,
তুমি যাহা খাঁটি সোনা মনে করিয়াছ, এখন তাহা স্বল্পমূল্য হইবে।
তোমাদের সভ্যতা নিজের ছোরায় নিজেই করিবে আত্মহত্যা,
পল্কা ডালে যে বাসা বাঁধা হয়, সে হইবে অস্থায়ী।

"জাওঈদ নামা"য় সাঈদ হলীম পাশার এক উক্তিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তুলনামূলক জীবনদর্শন সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে —

"গর্বিয়াঁ রা যীরকী সাযে হয়াত,
শর্কিয়াঁ রা 'ইশ্‌ক রাযে কাইনাত।"

—পাশ্চাত্যের নিকট বুদ্ধিমত্তা জীবনের বীণা,
প্রাচ্যের নিকট প্রেম সৃষ্টির রহস্য।

ইক্‌বাল আধুনিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার পীঠস্থান ইয়ুরোপের জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন —

"শু'লএ আফ্‌রংগিয়াঁ নম্‌ খুর্দহ্‌ ঈস্ত,
চশ্‌মে শাঁ সাহিবে নযর, দিল মুর্দহ্‌ ঈস্ত।"

—ইয়ুরোপবাসীদের অগ্নিশিখা স্তিমিত হইয়া গিয়াছে;
তাহাদের চক্ষু দৃষ্টিকারী, হৃদয় মৃত হইয়া গিয়াছে।

## রাষ্ট্র ও সমাজনীতি

রাষ্ট্রীয় জীবনে দার্শনিকদের দান অপরিসীম। চাণক্য হইতে শুরু করিয়া নিট্‌শে পর্যন্ত বহু দার্শনিককে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে রাষ্ট্রপ্রধানের বা রাষ্ট্রীয় পরিষদের উপর প্রভাব বিস্তার

করিতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথকে মহাত্মা গান্ধী ‘গুরুদেব’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কিন্তু গান্ধীবাদে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তেমন পরিলক্ষিত হয় না। ইক্‌বালের রাজনৈতিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরূপে স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতা তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় নীতি লইয়া ভাবিতে সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার বয়তগুলি প্রণিধান যোগ্য।

"ফিত্‌রত্‌ আফ্‌রাদ সে ইগ্‌মায্‌ভী কর্‌ লেতী হায়্‌,
কভী করতী নহীঁ মিল্লাতকে গুনাহোঁ কো মা'ফ।"

— প্রকৃতি ব্যক্তি হইতেও চক্ষু বোজে,
কিন্তু কখনও জাতির পাপকে ক্ষমা করে না।

রাষ্ট্রীয় জীবনে নিষ্ক্রিয়তা বর্জন করিতেই তিনি যেন বলিয়াছেন —

"ওহ্‌ কওম নহীঁ লাইক হঙ্গামএ ফর্‌দা,
জিস্‌ কওম কী তক্‌দীর মেঁ ইম্‌রোয নহীঁ হায়্‌।"

— সে জাতি কালকের হৈ চৈ এর উপযুক্ত নয়,
যে জাতির ভাগ্যে আজকে নাই।

প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কবি জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য এক সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন —

"কর্‌ বুল্‌বুল্‌ ও তাউস কী তক্‌লীদ সে তওবাঃ,
বুল্‌বুল্‌ ফকত আওয়ায হায়্‌, তাউস ফকত রং।"

— কর বুল্‌বুল্‌ ও ময়ূরের অনুকরণ হইতে তওবা,
বুল্‌বুল্‌ তো শুধু আওয়াজ, ময়ূর তো শুধু রং।

ফরাসী বিপ্লবের পর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে যে সব সঙ্কট পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং স্বৈরাচারী শাসনের সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সচেতন ইক্‌বাল বলিতেছেন —

"গুরেয আয তর্যে জমহুরী, গুলামে পুখ্তকার শও,
কে আয মগ্যে দো সদ্ খর্ ফিক্রে ইন্সানে নমী আয়দ।"

— গণতন্ত্র হইতে পলায়ন কর, এক কার্যদক্ষের গোলাম হও,
কেন না দু'শ গাধার মগজ হইতে এক মানুষের বিচার ক্ষমতা আসে না।

নিরস্ত্রীকরণের উপর তিনি সুন্দর এক উপমা দিয়াছেন —

"বতে গুফ্ত, বহর আযাদে গর্দীদ,
চুনীঁ ফরমাঁ যে দীওয়ানে খিযর রফ্ত।
নহঙ্গে গুফ্ত রও হর্ জা কে খাহী,
ওয়লে আয্ মা ন-বায়দ বে-খবর রফ্ত।"

— হাঁস বলিল, সাগর মুক্ত হইয়াছে,
খিযরের দফ্তরখানা হইতে এই ফরমান বাহির হইয়াছে।
কুমীর বলিল, যেখানে ইচ্ছা চলাফেরা কর,
কিন্তু আমা হইতে অসাবধান হইয়া চলা উচিত নয়।

তাঁহার রাষ্ট্রনীতির উপর চিন্তাধারার সংক্ষিপ্তসার নিম্নের দুইটি বয়েতে বেশ স্বচ্ছরূপে পাওয়া যায় —

"জাঁ ন-গুন্জদ দর্ জিহাতে আয় হোশমন্দ!
মর্দে হর্ বেগানহ্ আয হর কয়দ ও বন্দ।"

— হে জ্ঞানী, প্রাণ স্থানে সামায় না,
স্বাধীন ব্যক্তি সকল ছাঁদাবাঁধায় অপরিচিত।

"জলালে পাদ্শাহী হো কে জমহূরী তমাশা হো,
জুদা হো দীঁ সিয়াসত সে তো রহ্ জাতী হায় চঙ্গেযী।"

—বাদশাহীর জাঁকজমক হউক বা গণতন্ত্রের-তামাশা হউক,
যদি ধর্ম রাজনীতি হইতে পৃথক হয়, তবে চেঙ্গিযী নীতি রহিয়া যায়।

## স্বাদেশিকতা

ইক্‌বাল সঙ্কীর্ণ কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় জাতীয়তায় (Nationalism) বিশ্বাস করিতেন না। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার দূত। তাঁহার মতে রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা-বোধ মানুষের এবং ইস্‌লামের ধ্বংসের কারণ।

"হায় কয়িদে মকামী তু, নতীজাঃ হায় তবাহী,
রহ্ বহর মেঁ আযাদে-ওতন সুরতে মাহী।"

—যদি স্থানের গণ্ডীতে আবদ্ধ হও, তবে পরিণাম ধ্বংস ;
সমুদ্রে থাক মাছের মত স্বদেশ থেকে মুক্ত।

"ইন্ তাযহ্ খুদাওঁ মেঁ বড়া সব সে ওতন হায়্।
জো পীরহন উসকা হায়্ ওহ্ মযহব কা কফন হায়্।

—ঐ সব নূতন খোদার মধ্যে সকলের বড় স্বদেশ,
তাহার যে জামা', তাহা ধর্মের কাফন '

তিনি নিজের স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে "পয়াম-ই-মশ্‌রি"কে এক উদাহরণ দিয়াছেন —

"আগরচে যাদএ হিন্দম্ ফরুগে চশ্মে মন্ আস্ত,
যে খাকে পাকে বুখারা ওয় কাবুল ওয় তব্রেয।

—যদিও আমি হিন্দুস্তান-জাত, আমার চোখের জ্যোতি
বুখারা, কাবুল এবং তব্রেযের পবিত্র ধূলি হইতে।

কিন্তু তাঁহার বিশ্বমানবতা স্বদেশ-প্রীতির পরিপন্থী ছিল না! তিনি ভারতবর্ষের দুর্দশায় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। বাঙ্গ-ই-দরায় তিনি বলেন—

"রুলাতা হায় তেরা নাযারাঃ হায় হিন্দুস্তাঁ মুঝ্‌কো,
কে ইবরৎ-খেয হায়্ তেরা ফসানাহ্ সব ফসানোঁ মেঁ।
দিয়া রোনা মুঝে এয়সা কে সব কুছ দে দিয়া গোয়া,
লিখা কলমে আযল্ নে মুঝকো তেরে নূহাঃ-খানোঁ মেঁ।"

—হে ভারত! তোমার দুঃখ কাঁদায় আমাকে,
সকল উপাখ্যানের মধ্যে তোমার উপাখ্যান উপদেশপ্রদ।
তোমার জন্য কাঁদার ভাগ্য আমাকে দেওয়া হইয়াছে,
যেন সকল সৌভাগ্যই আমাকে দেওয়া হইয়াছে।
অদৃষ্টের লেখনী আমাকে লিখিয়াছে তোমার শোককারী করিয়া।

"খাওর কী উমীদোঁ কা য়িহী খাক হায় মর্কয,
ইক্‌বাল কী আশ্‌কোঁ সে য়িহী খাক হায় সয়রাব।
চশ্‌মে মহ্‌ ও পরওঈঁ হায় ইস্ খাক সে রওশন,
য়িহ্‌ খাক কে হায় জিস্‌কা খযফ্‌ রেযহ্‌ দুরে নাব।
ইস্ খাক্ সে উঠে হায় ওহ্‌ গাওওয়াসে মা'নী,
জিন্‌কে লিএ হর বহর পুর্‌-আশূব হায় পায়াব।
জিস্ সায কে নগ্‌মোঁ সে হরারত থী দিলোঁ মেঁ,
মহ্‌ফিল কা ওহী সায হায় বেগানএ মিয্‌রাব।"

— এই মাটি প্রাচ্যের আশার কেন্দ্রস্থল,
এই মাটি ইক্‌বালের অশ্রুধারায় ভিজা।
এই মাটি হইতে চাঁদ ও তারার চক্ষু উজ্জ্বল,
এই মাটি যাহার খোসামকুচি হইতেছে খাঁটি মোতি।
এই মাটি হইতে জন্মিয়াছেন সেই সকল গভীর মর্মবিদ,
যাঁহাদের জন্য উত্তাল সমুদ্র হয় স্বল্পজল।
যে বীণার সুরে হৃদয়ে উত্তাপ সঞ্চার করিত,
মজ্‌লিসের সেই বীণা এখন ছড়ের স্পর্শ অভাবে নীরব।

"জাওঈদ নামায়" তিনি বলিয়াছেন —

"বা ওয়াতন আহ্‌লে ওয়াতন রা নিসবাতে আস্ত্‌,
যাঁকে আয খাকশ তুলূ' মিল্লাতে আস্ত্‌।"
—দেশের সাথে দেশবাসীর এক বিশেষ সম্পর্ক আছে,
কেন না তাহার মাটিতে একরূপ জাতীয়তার উদয় হয়।

বিশ্বমানবতাবাদী হইয়াও ইক্‌বাল স্বীয় স্বদেশভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"পথর কী মূরতোঁ মেঁ সমঝা হায়্ তু খুদা হায়,
খাক ওয়তন্ কা মুঝ্‌কো হর যর্রা দেওতা হায়্।"

—(হে ব্রাহ্মণ!) তুমি মনে কর পাথরের মূর্তিতে খোদা আছেন,
আমার কাছে স্বদেশের ধূলির প্রতি কণাটি দেবতা।

'রুমূয-ই-বেখুদী'তে স্বাদেশিকতার পরিণতি সম্বন্ধে তিনি বলেন—

"তা ওয়তন রা শম্'এ মহ্‌ফিল সাখ্‌তন্দ,
নও'এ ইন্‌সাঁ রা কবাইল সাখ্‌তন্দ।"

—যেহেতু তাহারা স্বদেশকে জলসার বাতি করিয়াছে,
তাহারা মনুষ্যজাতিকে গোষ্ঠীসমূহ বানাইয়াছে।

মুস্‌লিম আন্তর্জাতীয়তা সম্বন্ধে ইক্‌বাল বলেন—

"কল্‌বে মা আয্ হিন্দ্ ও রুম্ ও শাম নীস্ত,
মর্যোবুমে উ ব-জুয ইস্‌লাম নীস্ত।
মুস্‌লিম আস্তী, দিল ব-ইক্‌লীমে ম-বন্দ,
গুম্ ম-শও আন্দর জহানে চুন্ ও চন্দ।
দিল ব-দস্ত আওর কে দর্ পিনহাএ দিল,
মী শওদ গুম্ ঈঁ সরাএ আব ও গিল্।"

—আমাদের হৃদয় হিন্দুস্তান, রুম বা সিরিয়ায় আবদ্ধ নয়,
তাহার জন্মভূমি ইসলাম ভিন্ন আর কিছু নয়।
তুমি মুসলিম, কোনও দেশে তোমার হৃদয় বাঁধিও না,
বাদবিতণ্ডাপূর্ণ জগতের মধ্যে বিলীন হইও না।
হৃদয় জয় কর, কেন না হৃদয়ের প্রশস্ততায়
এই পানি কাদার সরাইখানা বিলীন হইয়া যায়।

আন্তর্জাতীয়তার জন্য চাই এক আন্তর্জাতীয় আইন। আমরা মনে করি ইহা কুরআন ও সুন্নত।

"মিল্লতে রা রফ্‌ত চুঁ আঈন যে দস্ত,
মিস্‌লে খাক আজ্‌যাএ উ আয হম্‌ শিকস্ত।"

—যখন কোনও জাতির আইন হস্তচ্যুত হয়,
ধূলিকণার ন্যায় তাহার অংশগুলি চূরমার হইয়া যায়।

## শিক্ষাবিষয়ক

ইক্‌বালের লেখনীতে অনুসন্ধিৎসু সকলেই জ্ঞানের সন্ধান পাইবেন। আধুনিক শিক্ষার শেষ ধাপ 'ডক্‌টরেট' এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার গৌরবকেন্দ্র কেম্‌ব্রীজের কোনও প্রভাব তাঁহার নিজ জীবনে প্রতিফলিত হয় নাই। শিক্ষকের অভিজ্ঞতা শুধু মীর হাসান বা আর্নল্ড সাহেবের মারফতই নয়, নিজেও তিনি শিক্ষকের কার্যে সাফল্য অর্জন করিয়া পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাবিভাগের ডীনের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক বয়েতগুলি তাই বিশেষ করিয়া প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর প্রণিধান যোগ্য এবং তাঁহার বিভিন্ন রচনা হইতে সেগুলিকে খুঁটিয়া বাছিয়া বাহির করিতে হইবে।

আযাদীর যুগে পাকিস্তানকে শিক্ষার পরিকল্পনা লইয়া যে ভাবিতে হইতেছে, তাহার মূল কারণ হইল যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বুনিয়াদ ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত হইয়াছিল এবং অধুনা আমেরিকান পদ্ধতি লইয়া নূতন গবেষণা চলিতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্র ও পাত্র উভয়কে উপেক্ষা করিয়া এবং ইসলামী দৃষ্টিতে শিক্ষাকে না দেখিয়া বস্তুতান্ত্রিক এবং তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শিক্ষার কথা বলা হইতেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষাবিষয়ক নীতি নির্দ্ধারণে ব্রিটিশ ও আমেরিকান পণ্ডিতগণের মতামত লইয়া আমরা যতটা ভাবিতেছি ততটা যদি

ইক্‌বালের চিন্তাধারা লইয়া ভাবিতাম, তবে হয়ত জাতিগঠনে শিক্ষা-নীতি নির্দ্ধারণে এতটা বেগ পাইতে হইত না।

আধুনিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পুঁথিগত বিদ্যার উপর তাঁহার কশাঘাত স্পষ্টতঃ অনেক ক্ষেত্রে ফুটিয়া আছে। কবি এক স্থানে বলিতেছেন—

"খুদা তুঝে কিসী তুফাঁসে আশ্‌না কর্‌ দে,
কে তেরে বহর্‌ কী মওজোঁ মেঁ ইয্‌তিরাব নহীঁ।
তুঝে কিতাব সে মম্‌কিন নহীঁ ফরাগ, কে তু
কিতাব-খাঁ হায়্‌, মগর সাহিবে কিতাব নহীঁ।"

—খোদা তোমাকে কোনও তুফানের সঙ্গে পরিচিত করুন,
কেননা তোমার সমুদ্রের তরঙ্গে চাঞ্চল্য নাই।
পুস্তক হইতে তোমার কোনও সমাধানের সম্ভাবনা নাই।
তুমি পুস্তকের পাঠক বটে, কিন্তু পুস্তকের মালিক নও।

শিক্ষার্থীকে উপমা সহকারে সুন্দর উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—

"শয়খে মক্তব হায়্‌ এক্‌ 'ইমারত্‌-গর,
জিসকী সন'অত হায়্‌ রূহে ইনসানী।
নুক্তএ দিল্‌-পযীর তেরে লিএ
কহ্‌ গয়া হায়্‌ হকীমে কাআনী,—
"পেশে খুরশীদ বর মকশ্‌ দীওয়ার
খ্বাহী আর সহ্‌নে খানহ্‌ নূরানী।"

—বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইতেছেন এক মিস্ত্রী,
যিনি গঠন করেন মানবাত্মা।
তোমার জন্য কি এক হৃদয়গ্রাহী উপদেশ
বলিয়া দিয়াছেন দার্শনিক কাআনী —
"সূর্যের সম্মুখে দেওয়াল উঠাইও না,
যদি তুমি তোমার প্রাঙ্গণকে আলোকময় করিতে চাও।

শিক্ষার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ইক্‌বাল বলেন—

"গর কসে শব্-হা খোরদ্ দূদে চিরাগ,
গীরদ আয 'ইল্ম ও ফন ও হিক্‌মত সুরাগ।
মুল্‌কে মা'নী কম্ হদ্দে উরা না বস্ত,
বে জিহাদে পয়হমে নায়দ ব-দস্ত।
বন্দএ আফ্রঙ্গ আয যওকে নমূদ,
মী বরদ আয গরবিয়াঁ রক্‌স ও সরূদ।
নক্‌দে জানে খেশ বাযদ ব-লহ্ও,
'ইল্ম দুশ্ওয়ার আস্ত মী' সাযদ ব-লহ্ও।
আয তন্ আসানী বগীরদ সহল্ রা,
ফিৎরতে উ দর পযীরদ সহল্ রা।
সহল রা জুস্তন দরী' দয়রে কুহন,
ঈঁ দলীল আঁকে জাঁ রফ্‌ত আয বদন।"

—যদি কেহ প্রতি রাত্রি প্রদীপের ধোঁয়া খায়,
সে জ্ঞান, শিল্প ও বিজ্ঞানের সন্ধান পায়।
জ্ঞান-জগতের সীমা কেহ বদ্ধ করে নাই,
নিরন্তর প্রাণপণ চেষ্টা ভিন্ন তাহা হস্তগত হয় না।
ফিরিঙ্গীর দাস লোক দেখাইবার উৎসাহে
পাশ্চাত্যের নিকট হইতে ধার লইয়াছে নাচগান।
নিজের মূল্যবান্ প্রাণ খেলা ধূলার সামগ্রী করিয়াছে।
জ্ঞান দুষ্কর, তাই খেলাধূলায় সে মাতিয়াছে।
দেহের আয়েশের জন্য সে সহজকে লইয়াছে।
তাহার দুর্বল প্রকৃতি সহজকে পছন্দ করিয়াছে।
এই প্রাচীন দেশে সহজ অনুসন্ধানের
এই দলিল যে দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণকারীকে ইক্‌বাল তিরস্কার করিতে ছাড়েন নাই।

"ইল্‌মে গয়র আমুখ্‌তী আন্দুখ্‌তী,
রুএ খে্‌শরা আয্‌ গাযহ্‌-আশ আফ্‌রুখ্‌তী।
আর্জমন্দী আয্‌ শি'আরশ মী বরী,
মন্‌ ন-দানম তু তুঈ য়া দিগরী।
'আক্‌লে তু যন্‌জীরীএ আফ্‌কারে গয়র,
দর গলূএ তু নফস্‌ আয তারে গয়র।
দর যবানৎ গুফ্‌তগূহা মুস্ত'আর
দর দিলে তু আরযূহা মুস্ত'আর।
তা কুজা তওফে চিরাগে মহ্‌ফিলে?
যে আতিশে খুদ্‌ সোয আগর দারী দিলে।
ফর্দ ফর্দ আমদ কে খোদরা শিনাখ্‌ত।
কওম কওম আমদ কে জুয বাখোদ ন-সাখ্‌ত।"

—তুমি পরের বিদ্যা শিখিয়াছ, জমা করিয়াছ;
আপনার মুখকে তাহাদের পাউডারে উজ্জ্বল করিয়াছ।
তাহাদের চালচলন হইতে তুমি সৌভাগ্য ধার কর,
আমি জানি না তুমি তুমি-ই কিংবা অপর কেহ।
তোমার বুদ্ধি পরের চিন্তায় শৃঙ্খলিত,
তোমার গলায় পরের তার হইতে আসে শ্বাস প্রশ্বাস।
তোমার জিহ্বায় কথাবার্তা ধার করা,
তোমার হৃদয়ে আশা আকাঙ্ক্ষা ধার করা।
আর কত দিন মজ্‌লিসের বাতির চারি দিকে ঘুরিবে?
যদি তোমার হৃদয় থাকে, আপন আগুনে জ্বল।
ব্যক্তি ব্যক্তি হয়, যখন সে নিজেকে চিনে,
জাতি জাতি হয়, যখন সে আপন ভিন্ন অন্যের সঙ্গে আপস করে না।

বিদ্যার্থীর জন্য কি একান্ত আবশ্যক, তাহা ইক্‌বাল শিক্ষা দিতেছেন—

"ইল্‌ম্‌ ও ফন্‌ রা আয়্‌ জওআনে শোখ ও শঙ্গ্‌,
মগ্‌য মী বায়দ, ন মল্‌বূসে ফিরঙ্গ্‌।
আন্দরী রহ্‌ জুয্‌ নিগহ্‌ মতলূব নীস্ত্‌,
ঈঁ কুলহ্‌ য়া আঁ কুলহ্‌ মতলূব নীস্ত।
ফিক্‌রে চালাকে আগর দারী বস্‌ আস্ত,
তব্‌'এ দর্‌রাকে আগর দারী বস্‌ আস্ত।

— জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জন্য, হে প্রাণবন্ত উৎসাহী যুবক,
আবশ্যক হইতেছে মস্তিষ্ক, নয় ফিরিঙ্গীর পোশাক।
এই পথে নিরীক্ষণ ভিন্ন অন্য কিছু বাঞ্ছিত নয়।
এই টুপি বা সেই টুপি বাঞ্ছিত নয়।
যদি তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকে, তাহাই যাস্‌।
যদি তোমার বিচারশীল প্রকৃতি থাকে, তাহাই যাস্‌।

## মনুষ্যত্ব

কুর্‌আন শরীফ (২।৩০) মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহের প্রতিনিধি ("খালীফাতুল্লাহি ফিল্‌ আর্‌দ্ব") বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বলা হইয়াছে "আলাম্‌ তারাও আন্নাল্লাহা সাখ্‌খরা লাকুম্‌ মা ফি-স্‌ সামাওআতি ওমা ফি-ল্‌ আর্‌দ্বি ওআ আস্‌বাগা 'আলায়কুম নি'মাহু যাহিরাতাঁ ওআ বাতিনাঃ" (৩১।২০) —দেখ না কি আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা কিছু ঊর্ধ্ব লোকে ও যাহা কিছু ভূলোকে আছে অধীন করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহকে প্রকাশ্যে ও গোপনে পরিপূর্ণ করিয়াছেন? বলা হইয়াছে "ওআ 'আল্লামা আদামাল্‌ আস্‌মাআ কুল্লাহা" (২।৩১) — আল্লাহ আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাই ইস্‌লাম শিক্ষা দেয় মানুষ "আশ্‌রাফুল্‌ মাখ্‌লুকাত" সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। ইস্‌লাম হইতেই মরমীরা গ্রহণ করিয়াছে —"সবার উপরে মানুষ সত্য"। ইক্‌বাল এই মনুষ্যত্ববাদের কবি। তিনি বলিয়াছেন —

"ফরগে মুশ্‌ত খাক আয নূরিয়াঁ আফ্‌যূঁ শওদ রোযে
যমীঁ আয কওকবে তক্‌দীরে উ গর্দূঁ শওদ রোযে।"

—এক দিন এক মুঠা ধূলার আলো
স্বর্গীয় দূতদের জ্যোতিকে অতিক্রম করিবে,
এক দিন পৃথিবী তাহার সৌভাগ্যের গ্রহফলে স্বর্গে পরিণত হইবে।

আত্মবিস্মৃত মানুষকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন —

"তু শাহ্‌শীরে যে নিয়ামে খুদ বিরূঁ আ,
বিরূঁ আ আয নিয়ামে খুদ বিরূঁ আ।
নিকাব আয মুম্‌কিনাতে খেশ বর্‌গীর,
মাহ্‌ ও খুর্‌শীদ ও আন্‌জুম রা ব-বর্‌গীর।"

— তুমি এক তরবারি, নিজের খাপ হইতে বাহিরে এস,
বাহিরে এস, নিজের খাপ হইতে বাহিরে এস।
নিজের সম্ভাবনা হইতে ঘোমটা খুলিয়া ফেল,
চাঁদ, সূর্য ও তারাসকলকে ধরিয়া ফেল।

মানুষকে সর্বপ্রকারের দুর্বলতা পরিত্যাগ করিতে তিনি বলিয়াছেন—

"নাতওআনী যিন্দগীরা রাহ্‌যন্‌ আস্ত্‌,
বতনশ্‌ আয্‌ খওফ ও দুরোগ আবস্তন্‌ আস্ত্‌।
আয মকারিম আন্দরূনে উ তিহী আস্ত্‌,
শীরশ আয বহ্‌রে যমাইম ফর্‌বহী আস্ত্‌।
হোশিয়ার আয় সাহিবে 'আক্‌লে সলীম!
দর কমীনহা মী নশীনদ ঈঁ গনীম।"

—দুর্বলতা জীবনের বাটপাড় ডাকাত,
তাহার গর্ভে আছে ভয় ও মিথ্যা।
তাহার অন্তর উত্তম গুণ হইতে রিক্ত,
তাহার দুধ কেবল দোষকেই করে পুষ্ট।
সাবধান, হে শুদ্ধবুদ্ধির অধিকারী!
অনেক গুপ্ত স্থানে বাস করে এই লুণ্ঠনকারী।

দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া যথাসাধ্য পুরুষকার অবলম্বন করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন—

"আপ্‌নে দুনিয়া আপ পয়দা কর অগর যিন্দো মেঁ হায়্‌
সিরে আদম হায়্‌ যমীরে কুন ফকান হায়্‌ যিন্দিগী।"

—নিজের পৃথিবী তুমি নিজে সৃষ্টি কর, যদি তুমি জীবিতের মধ্যে হও।
জীবন হইতেছে আদমের গুপ্ত তত্ত্ব, সৃজনকারী বিবেক।

খেয ও খল্লাকে জহাঁ তাযহ্‌ শও,
শো'লহ্‌ দর বর কুন খলীল-আওয়াযা শও।
বা-জহাঁ না-মসা'অদ সাখ্‌তন,
হস্ত্‌ দর মৈদাঁ সপর আন্দাখ্‌তন।
মর্দে খোদ্দারে কে বাশদ পুখ্‌তহ্‌ কার,
বা মিজাজে উ বিসাযদ রোযগার।"

—উঠ, নূতন পৃথিবীর উত্তম স্রষ্টা হও।
বুকের মাঝে আগুন লও, ইব্রাহীমের মত হও।
অশুভ পৃথিবীর সঙ্গে সন্ধি করা
যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঢাল ফেলিয়া দেওয়ার সমান।
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি যে নিজ কাজে পরিপক্ক হয়,
সময় তাহার ভাবগতিকের সঙ্গে সন্ধি করে।

মুসলিমের জীবন দর্শন সম্বন্ধে কবি যবুর-ই-'আজমে বলিয়াছেন —

"য়া মুসলমাঁ রা ম-দিহ্‌ ফরমাঁ কে জাঁ বর্‌কফ্‌ বি-নেহ্‌
য়া দরীঁ ফর্সুদহ্‌ পয়কর তাযহ্‌ জাঁ আফরীঁ য়া চনাঁ কুন্‌ য়া চনীঁ।

—হয় মুসলমানকে আদেশ করিও না যে হাতের তালুতে প্রাণ রাখ,
না হয় এই ভগ্নদেহে তাজা প্রাণ সৃষ্টি কর; হয় এটা কর, নয় ওটা কর।

ইক্‌বাল। ১১৩

বিপদ বরণ করাই জীবন। কবি বলিতেছেন—

"ব-কীশে যিন্দহ্-দিলাঁ যিন্দগী জফা-তলবী আস্ত্
সফর ব-কা'বঃ ন কর্দম কে রাহ্ বে-খতর আস্ত্।"

—জীবন্ত হৃদয়ের ধর্মমত এই যে বিপদ বরণই জীবন,
আমি কা'বার পথে যাত্রা করি নাই, কেননা পথে কোনও বিপদ নাই।

"যিন্দগানী কুওওতে পয়দাস্তে,
আসলে উ আয্ যওকে ইস্তীলাস্ত।"

—জীবনের অর্থ হইতেছে সৃজন ক্ষমতা।
জিগীষাই জীবনের মূল।

তিনি দৃঢ় মনুষ্যত্ব লাভের উপদেশ দিতেছেন —

"তনে পয়দা কুন্ আয্ মুশ্তে গুবারে,
তনে মহ্কমতর আয্ সঙ্গী হিসারে।
দরূনে উ দিলে দর্দ-আশ্নায়ে
চু জোয়ে দর কিনারে কোহ্সারে।"

—এক মুঠা ধূলা হইতে একটি দেহ সৃষ্টি কর —
একটি দেহ যাহা পাথরের কেল্লা হইতে দৃঢ়।
তাহার মধ্যে সৃষ্টি কর একটি দরদী হৃদয়,
যেন পাহাড়ের মধ্যে একটি প্রস্রবণ।

একটী বয়েতে তিনি সকল উপদেশের সার কথা বলিয়াছেন —

"সবক ফির পঢ় সদাকৎ কা 'আদালৎ কা শুজা'অৎ কা,
লিয়া জায়েগা তুঝ্ সে কাম দুনিয়াকী ইমামত কা।"

—পড় আবার সত্যের, ন্যায়ের, বীরত্বের পাঠ,
তবেই তোমাদ্বারা পৃথিবীর নেতৃত্বের কাজ লওয়া হইবে।

# ইক্‌বাল দর্শনে খোদা-তত্ত্ব

আল্লামা ইক্‌বাল কাব্যের জন্য কাব্য লিখেন নাই। তাঁহার কবিতা ছিল তাঁহার ভাবের সেবিকা। তাঁহার ভাবের উৎস ছিল কুর্‌আন মজীদ। এই জন্য ইক্‌বালকে শুধু কবি না বলিয়া বলা উচিত মুসলিম দার্শনিক কবি। ইক্‌বালের কাব্যগুরু মৌলানা রূমী। ইক্‌বাল স্বয়ং বলিয়াছেন —

মুর্‌শিদ রূমী হকীমে পাকযাদ,
সিরে মর্গ ও যিন্দগী বর মা কুশাদ।

—পূতাত্মা জ্ঞানী গুরু রূমী
আমার নিকট জীবন-মরণের রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার বিখ্যাত দার্শনিক কাব্য মস্‌নওভী সম্বন্ধে ইসলাম জগতের অভিমত এই যে—

মস্‌নওভী-এ মা'নওভী-এ মৌলওভী,
হস্ত কুর্‌আঁ দর যবানে পহ্‌লভী।

— মৌলানা রূমীর গূঢ়ার্থপূর্ণ মস্‌নভী
পারসী ভাষায় কুরআন হইয়াছে।

ইক্‌বালের কাব্য সম্বন্ধেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করা অনুচিত হইবে না। তিনি তাঁহার সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধিদ্বারা কুরআন মজীদকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ফলে তিনি এক অপূর্ব ইসলাম-দর্শন রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রূমী আত্মিক

অনুভূতির জ্যোতিতে কুরআন বুঝিয়াছিলেন। ইমাম গযালী গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র প্রদীপকে ছাড়িয়া এই আত্মিক অনুভূতিরই দিবা আলোকে কুরআনকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইক্‌বাল কুরআনকে বুঝিয়াছেন আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের বিদ্যুৎ-আলোকে। এই আলোক হয়ত সকল সময় রহস্যের গভীর গহ্বরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। কেননা—

গর ইস্তিদ্‌লাল কারে দীঁ বুদে,
ফখ্‌রে রাযী রাযদারে দীঁ বুদে।

—যদি প্রমাণ প্রয়োগেই ধর্মের কার্য হইত,
তবে ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী ধর্মের রহস্যবিদ্‌ হইতেন।

তবুও আমরা বলিতে বাধ্য যে, ইক্‌বাল যে নবা ইসলাম দর্শনের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন, তাহা এক দিন না এক দিন এক জগন্মোহন তাজমহলে পরিণত হইবে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য প্রধানতঃ তাঁহার রচিত পুস্তক The Reconstruction of Religious Thought in Islam-এর উপর নির্ভর করিয়াছি।

জড়বাদী তাহার বুদ্ধিবৃত্তির (Intellect-এর) উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম, খোদা, পরলোক, আত্মা প্রভৃতি তত্ত্ব (Reality)-সমূহকে অস্বীকার করিয়াছে। তাহার নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিই (Sense perception) জ্ঞান লাভের প্রধানতম উপায়। সংবাদ বা ইতিহাসের মূলেও এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি। আমরা কাহারও সংবাদে বিশ্বাস করি কিংবা ঐতিহাসিকের বৃত্তান্ত বিশ্বাস করি, যদি জানি যে, এই সংবাদ ও বৃত্তান্তের মূলে আছে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি। যদি তাহা কল্পনা হয়, তবে আমরা তাহা বিশ্বাস করিব না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির পর যাহা জ্ঞান লাভের উপায়, তাহা ন্যায়-শাস্ত্র (Logic) অনুমোদিত অনুমান (Inference), কিন্তু প্রত্যক্ষ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি এবং অনুমানই আমাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় নয়। আত্মিক অনুভূতিই (Intuition) তত্ত্ব জ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। ইক্‌বাল তাঁহার কাব্যের ভাষায় ইহাকে 'ইশ্‌ক বা প্রেম বলিয়াছেন। —

"আস্‌রে হাযির-রা খিরদ যন্‌জীর পা-স্ত্‌,
জানে বেতাব কে মন্‌ দারম কুজা-স্ত্‌।
ব-চশ্‌মে 'ইশ্‌ক বিন্‌গর তা ম্বরাগে উ-গীরী
জহাঁ ব-চশ্‌মে খিরদ সীমিয়া ও ন্যয়রঙ্গ আস্ত্‌।"
—( পয়াম-ই-মশ্‌রিক )

—বর্তমান যুগের পায়ের বেড়ী হইয়াছে বুদ্ধি;
আমার যে অশান্ত চিত্ত তাহা কোথা হইতে?
প্রেমের চক্ষু দিয়া দেখ, তাহা হইলে তুমি তাহার সন্ধান পাইবে।
বুদ্ধির চক্ষে বিশ্বজগৎ ভেল্‌কি আর জাদু মাত্র।

বস্তুতঃ ইক্‌বাল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি তাহার উপর প্রাধান্য দিয়াছেন মরমী অনুভূতিকে ( Mystic experience )। সূফীগণ ইহাকে বলেন "কশ্‌ফ" (দিব্য দর্শন)। নবীগণের ওহী বা প্রত্যাদেশ (Revelation) ইহারই পূর্ণ পরিণতি। ইহার সম্বন্ধে কুরআনে (৫৩।১১) বলা হইয়াছে—"সে (মুহম্মদ) যাহা দেখিয়াছে হৃদয় তাহা মিথ্যা বলে নাই।"

তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে আত্মিক অনুভূতিদ্বারা পরিপূরণ ( Supplement ) করিতে হইবে। বাহ্য অনুভূতির ইন্দ্রিয় যেমন চক্ষু, কর্ণ, সেইরূপ অন্তরনুভূতির ইন্দ্রিয় হৃদয়, যাহাকে কুরআন মজীদে "কল্‌ব" বা "ফুআদ" বলা হইয়াছে। আমরা আত্মিক অনুভূতিকে দিব্য দর্শন বলিতে পারি এবং হৃদয়কে ষষ্ঠ বা অন্তঃরিন্দ্রিয় বলিতে পারি। কুরআনে (৩২।৯) বলা হইয়াছে যে, "অনন্তর

তিনি তাহাকে (মনুষ্যকে) সুগঠিত করিলেন এবং তাঁহার মধ্যে তাঁহার (স্রষ্টা) আত্মা হইতে কোনটি ফুৎকার করিয়া দিলেন এবং তিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় দিয়াছেন। অল্পই যাহা তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।"

সত্য বটে, অভিজ্ঞতাদ্বারা দেখা যায় যে, কাহারও অন্তরনুভূতির মধ্যে অসার ও অসত্য মিশ্রিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে উহা আত্মিক অনুভূতি নহে। উহা আত্মিক অনুভূতির নকল (counterfeit) মাত্র। যদি সত্য আত্মিক অনুভূতিকে ঐশ্বরিক বা রহমানী (divine) বলা হয়, তবে এই নকল অন্তরনুভূতিকে বলিতে হইবে আসুরিক বা শয়তানী (satanic)। ফ্রয়ডের মনোবিশ্লেষণ (Psycho-analysis) প্রণালীদ্বারা আমরা কিছু পরিমাণে এই আসুরিক অনুভূতিকে চিনিয়া ফেলিতে পারি। কিন্তু তাহাকে পূর্ণরূপে চিনিতে হইলে দুইটী নিকষ পরীক্ষার (Test) প্রয়োজন — একটী বুদ্ধিদ্বারা (intellectual) আর একটী ফলাফল দ্বারা (Pragmatic)।

খোদাতাআলার অস্তিত্ব আমরা কিরূপে প্রমাণিত করিতে পারি? সেশ্বর দর্শন (Scholastic philosophy) খোদার অস্তিত্বের তিনটী প্রমাণ উপস্থিত করে:

১। সৃষ্টি সম্বন্ধে কার্যকারণ শৃঙ্খলামূলক যুক্তি (cosmological argument),

২। উদ্দেশ্যবাদমূলক যুক্তি (Teleological argument),

৩। তত্ত্বমূলক যুক্তি (Ontological argument)।

আল্লামা ইকবাল এই সকল যুক্তি সম্বন্ধে বলেন:

> "These arguments embody a real movement of thought in its quest after the absolute, But regarded as logical proofs, I am afraid, they are open to serious criticism and further betray a rather superficial interpretation of experience."

—এই যুক্তিগুলিতে পরমতত্ত্বের গবেষণায় চিন্তাশক্তির প্রকৃত পরিচালনার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে,

তাহাদিগকে যুক্তিশাস্ত্রসম্মত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে গুরুতর আপত্তি আছে। অধিকন্তু তাহারা যে অনুভূতির একটা মামুলি ব্যাখ্যা মাত্র, তাহা অনায়াসে ধরা পড়িয়া যায়।

অন্তরনুভূতি (Inner exprience) ব্যতীত খোদার অস্তিত্ব জ্ঞানের আর দুইটী উপায় হইতেছে ইতিহাস এবং প্রকৃতি। পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয়ের জ্বলন্ত উদাহরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইয়াছে। কুর্আনে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

> "অনন্তর কত না জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি। তাহারা ছিল অত্যাচারী। অনন্তর সে সমস্ত ছাদ সমেত ভূমিসাৎ হইয়াছে। কত না আছে পরিত্যক্ত কূপ আর কত না উচ্চ প্রাসাদ। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই, তাহা হইলে তাহাদের এমন হৃদয় হইত যাহাদ্বারা তাহারা বুঝিত এবং এমন কান হইত যাহাদ্বারা শুনিত? কারণ নিশ্চয় চক্ষু অন্ধ হয় না, কিন্তু অন্ধ হয় হৃদয়, যাহা বক্ষের মধ্যে আছে। তাহারা তাড়াতাড়ি শাস্তি আনিতে তোমাকে তাগিদ করে। কিন্তু আল্লাহ কিছুতেই তাঁহার ওয়াদার খেলাপ করিবেন না। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট এক দিন, যাহা তোমরা গণনা কর তাহার হাজার বৎসরের ন্যায়। কত না জনপদকে আমি অবসর দিয়াছি, যদিও তাহারা অত্যাচারী ছিল। তৎপরে তাহাদিগকে আমি আক্রমণ করিয়াছিলাম। আমার দিকে তাহাদের প্রত্যাবর্তন।"
>
> (সূরাঃ হজ্জ, ৪৫-৪৮ আয়াত)

এই সমস্ত উত্থান ও পতনের মধ্যে এক ন্যায়বান্ শক্তিশালী সহিষ্ণু খোদার অস্তিত্বের জাজ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে।

প্রকৃতির নানা পরিবর্তনে এক জ্ঞানময় শক্তিময় বিশ্বনিয়ন্তার হস্তের পরিচয় আমরা পাই। কুর্আন মজীদ বলিতেছেন ঃ

> "নিশ্চয় উর্ধলোকসমূহ ও অধোলোকের সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, জলযানে যাহা মানুষের লাভজনক দ্রব্য লইয়া সমুদ্রে বহিয়া যায়, আর পানিতে, যাহা আল্লাহ উর্ধ হইতে বর্ষণ করেন, তৎপরে যাহাদ্বারা তিনি পৃথিবীকে মরণান্তে পুনর্জীবিত করেন ও তাহাতে সকল প্রকার প্রাণী বিস্তৃত করেন, আর বায়ু সকলের পরিবর্তনে, আর মেঘসমূহে, যাহা উর্ধলোকসমূহে এবং পৃথিবীর মধ্যে বশ্যসেবকরূপে স্থিত — এই সকলে যে জাতি বোঝে তাহাদের জন্য নিশ্চয়ই নিদর্শনসমূহ আছে।"
>
> ( সূরাঃ বকরাঃ, ১৬৪ আয়াত )

বাহ্য অনুভূতি ও অন্তরনুভূতি উভয় প্রকারে যে আমরা খোদার অস্তিত্বের জ্ঞানলাভ করি, তাহা কুর্‌আনের বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে ; যেমন বলা হইয়াছেন :

> "নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দিক্‌প্রান্তে ( অর্থাৎ বাহ্য-জগতে ) এবং তাহাদের মধ্যে ( অর্থাৎ অন্তর্জগতে ) আমার নিদর্শনসমূহ দেখাইব, এ পর্যন্ত যে তিনি যে সত্য তাঁহা তাহাদের জন্য স্পষ্ট প্রকাশিত হইবে। ইহা কি তোমার প্রতিপালক প্রভুর জন্য যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ব পদার্থের উপর সাক্ষী ?"
>
> ( সূরাঃ হা-মীম, ৫৩ আয়াত )

খোদা কেবল একটি সৃজনী শক্তি নন। তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তা (Individual ) বা পরমাত্মা ( the Ultimate Ego )। কুর্‌আনে ( ২৪।৩৫ ) তাঁহাকে বলা হইয়াছে :

> "আল্লাহ দ্যুলোকসমূহের ও ভূলোকের জ্যোতি।"

ইহাতে মনে হইতে পারে যে, খোদা ব্যক্তিত্ব (Individuality)-রহিত সত্তা মাত্র। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে :

> "তাঁহার জ্যোতির তুলনা যেমন একটি তাক, যাহাতে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপ আছে এক কাচের পাত্রে, কাচের পাত্রটি যেন একটি উজ্জ্বল তারা।"
>
> ( সূরাঃ নূর, ৩৫ আয়াত )

ইহা হইতে আমরা বুঝি তিনি ব্যক্তিত্ববিহীন বিশ্ব-আত্মা নন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক সত্তা। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জ্যোতির গতির হ্রাস বৃদ্ধি নাই। আল্লাহ্‌কে জ্যোতির সহিত তুলনাদ্বারা তাঁহার পরম সত্তাই (absoluteness) সূচিত হইয়াছে, অদ্বৈতবাদীর বিশ্বআত্মা নয়। কুর্‌আনের নিম্ন উদ্ধৃত বচনে তাঁহার ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হইয়াছে ঃ

> "তুমি কি বোঝ না যে, আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু দ্যুলোকসমূহে এবং যাহা কিছু ভূলোকে আছে? এমন কোনও তিন ব্যক্তির গোপন পরামর্শ হয় না যে তিনি তাঁহাদের চতুর্থ হন না ; কিংবা এমন পাঁচ জনের যে তিনি তাঁহাদের ষষ্ঠ নন, কিংবা ইহাদের কম বা বেশী, কিন্তু যেখানেই তাঁহারা হউক না কেন, তিনি তাঁহাদের সহিত থাকেন।" ( সূরাঃ মুজাদিলাঃ ৭ আয়াত )

সূফী কবির ভাষায় বলিতে গেলে —

> "আয় কে হেচ জা না দারী জা,
> বু আল্-'আজব মান্দহ্ আম কে হর্ জা তুই।"
>
> —ওহে কোন স্থানেই তোমার স্থান নাই,
> কিন্তু আশ্চর্য! তুমি সর্বস্থানেই বিরাজমান।

সমস্ত জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, যেমন দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ। আত্মা দেহের কোনও স্থানেই অবস্থিত নহে, কিন্তু সর্ব অঙ্গে তাহার ক্রিয়া বিদ্যমান। সূফীরা যখন তাঁহাকে জানে-'আলম বলেন, এই অর্থেই বলেন।

> "জানে 'আলম গোয়েমশ গর রবৃত্তে জাঁ দানম্ ব-তন্,
> হর-দিলে হর্ যর্রাঃ হম পিন্হা ও হম পয়দাস্তী।"
>
> —আমি তাঁহাকে বিশ্বের প্রাণ বলিতাম, যদি দেহের সহিত প্রাণের সম্পর্ক জানিতাম।
> তুমি প্রত্যেক পরমাণুর হৃদয়ে গুপ্ত ও ব্যক্ত আছ।

কুর্‌আনের ভাষায় —

> "তিনি আদি ও অন্ত ; তিনি ব্যক্ত ও গুপ্ত ;
> তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞানী।" ( সূরাঃ হদীদ, ৩ আয়াত )

# ইক্‌বাল ও নবীপ্রেম

পবিত্র কুর্‌আনে ম[illegible] আল্লাহের বাণীতে মহানবীর (দঃ) প্রতি আহ্বান আসিয়াছে ঃ

> "(হে নবী!) তুমি (বিশ্ববাসীকে) বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার (নবীর) অনুসরণ কর। তাহা হইলে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"
>
> (সূরা : আল 'ইম্‌রান, ৩১ আয়াত)

পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ প্রেম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। এই জন্য আল্লাহ্‌-প্রেমের ন্যায় নবী-প্রেমও প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসীর কর্তব্য। সেই জন্য হদীসে কথিত হইয়াছে ঃ

> "তোমাদের কেহ ধর্মবিশ্বাসী (মু'মিন) হইবে না, যে পর্যন্ত না আমি তাহার পিতা, তাহার সন্তান এবং সমস্ত লোক হইতে তাহার প্রিয় হইব।" (হদীস বুখারী এবং মুসলিম)।

সূফী কবি বলিয়াছেন ঃ

"ইশ্‌কে মহ্‌বুবে খুদা আয়্‌ দিল্‌ জিসে হাসিল নহী,
লাখ্‌ মু'মিন হো মগর ঈমাঁ মে' কামিল নহী।"

—খোদার প্রিয়ের প্রেমটি যাহার, ওহে হৃদয়, হয় নি হাসিল,
হোক না কেন লক্ষ মুমিন, ঈমান তাহার হয়নি কামিল।

শায়খ সা'দীও বলিয়াছেন ঃ

"খিলাফে পয়গম্বর কসে রাহ্ গুযীদ।
কে হরগিয্ ব-মনযিল ন খ্বাহদ্ রসীদ।"

—ছেড়ে তুমি পয়গম্বরে যে পথেতেই যাও না কেন,
কিছুতেই সে লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিবে না, ধ্রুব জেন।

তাই মুসলিম দার্শনিক কবি আল্লামা ইক[illegible]ও বিশ্বের ও মুসলিম-সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য তাঁহার কবিতায় নবী-প্রেম প্রচার করিয়াছেন। 'আসারারখু-ই-দী'তে তিনি বলিয়াছেন ঃ

"'আশিকী আমূয্ মহ্বুবে তলব,
চশ্মে নূহে ও কল্বে আয়ূবে তলব।
কীমিয়া পয়দা কুন্ আয্ মুশ্তে গিলে,
বুসহ্ যন্ বর্ আস্তানে কামিলে।
শম্'এ খোদ্‌রা হম্‌চু রূমী বর্ ফরোয্,
রূম্‌রা দর্ আতিশে তব্রীয সোয্।
হস্ত্ মা'শূকে নিহাঁ আন্দর্ দিলত্,
চশ্ম্ আগর্ দারী বিয়া বি-নুমাইমত্।
'আশিকানে উ যে খূবাঁ খূব্তর্,
খোশ্তর্ ও যীবাতর্ ও মহ্বুব্তর্।
দিল্ যে 'ইশ্কে উ তওআনা মী শওদ্,
খাক্ হম্ দোশে সুরয়্যা মী শওদ্।
খাকে নজ্‌দ্ আয্ ফয়যে উ চালাক শুদ্,
আমদ্ আন্দর্ ওজ্‌দ্ ও বর্ আফ্লাক্ শুদ্।
দর্ দিলে মুস্লিম্ মকামে মুস্তফা আস্ত্,
আবরূএ মা যে নামে মুস্তফা আস্ত্।"

—প্রেম শেখ্ আর পরাণপণে প্রেম-পাত্র এক কর্ সন্ধান,
সন্ধান কর্ নূহের চক্ষু, আয়ুব নবীর হৃদয়খান।

একটি মুঠা ধূলিরে তুই যে বানায়ে পরশ পাথর,
পূর্ণ নরের দুয়ারখানি ভক্তি ভরে চুম্বন কর।
আমিত্বের ঐ প্রদীপটিকে স্বজীর মত যে জ্বালায়ে,
তব্রীজেরি আগুন দিয়ে স্বমেরে তুই যে পোড়ায়ে।
হিয়ার মাঝে প্রেমপাত্র গুপ্ত আছে তোর যে, ওরে!
থাকে যদি চক্ষু দু'টি দেখিয়ে দিতে পারি তোরে।
তাঁহার [illegible]প্রেমিক যে জন সুশ্রী হতে সুশ্রীতর,
মধুতর, সুন্দরতর, প্রিয় হ'তে প্রিয়তর।
প্রেমেতে তাঁর হৃদয় সকল হ'য়ে উঠে শক্তিমান্,
ধূলির কণা ঊর্ধ্বে গিয়ে কৃত্তিকারি হয় সমান।
নজ্‌দের ধূলি প্রসাদে তাঁর হ'য়ে গেল বুদ্ধিমান্,
ভাবাবেগে ছাড়িয়ে গেল ঊর্ধ্ব দিকে সাত আসমান।
মুসলিমেরি হৃদয়খানি মুস্তাফার যে বাসস্থল,
মুস্তাফারি নামে তাদের মুখ হয়েছে সমুজ্জ্বল।

ইক্‌বাল জওআ'ব-ই-শিক্‌ওআ'হ্‌য় নবীর (দঃ) প্রশংসায় বলিয়াছেন—

"হো না য়িহ্‌ ফুল তো বুলবুল্ কা তরন্নুম ভী না হো,
চমনে দহর্ মেঁ কলী'ওঁ কা তবস্সুম ভী না হো।
য়িহ্ না সাকী হো তো ফির্ ময়্‌ ভী না হো, খুম্ ভী না হো,
বয্‌মে তওহীদ্ ভী দুনয়া মেঁ না হো, তুম্ ভী না হো।
খীমহ্ আফ্‌লাক কা ইস্তাদহ্ ইসী নাম্ সে হায়্,
নব্‌যে হস্তী তপিশ্ আমাদহ্ ইসী নাম্ সে হায়।"

—না হ'ত এই গোলাপ যদি, বুলবুলি না গাইত গান।
ফুল কুঁড়িদের হ'তো ক'লের হাসত না এ গুলিস্তান।
না হ'ত এই সাকী যদি, হ'ত না জাম, শরাব পান।
"তৌহীদের" এ জলসা নইলে, হ'তিস না তুই বিদ্যমান।
বিশ্বসৌধ বর্তমান এই নামের যে গো প্রসাদে।
ভবের নাড়ী স্পন্দমান এই নামের যে গো প্রসাদে।

---

গোলাপ, সাকী—হযরত মুহম্মদকে (দঃ) লক্ষ্য করা হইয়াছে।

"দশ্ত্ মেঁ দামনে কোহ্সার্ মেঁ ময়দান মেঁ হায়্,
বহর্ মেঁ মওজ্ কি আগোশ মেঁ তুফান মেঁ হায়্।
চীন কে শহর মেঁ, মরাক্কিশ কে বিয়াবান মেঁ হায়্,
আওর পুশীদহ্ মুসলমানকে ঈমান মেঁ হায়্।
চশ্মে আক্ওআম য়িহ্ নয্যরহ আবদ্ তক্ দেখে,
রফ্'অতে শানে "রাফা'না লাকা যিক্রাকা" দেখে।"

—প্রান্তরে বা পর্বত-প্রান্তে কিংবা মরুময়দানে,
সমুদ্রে বা ঊর্মি কোলে কিংবা ঝঞ্ঝাতুফানে,
চীন শহরে বা মরক্কোর জনশূন্য এক স্থানে,
আরও আছে এ নাম গুপ্ত মুসলমানের ঈমানে।
দেখবে সকল জাতির চক্ষু অনন্ত কাল এ দৃশ্য,
"রাফা'না লাকা যিক্রাকা"র সমুন্নতি অবশ্য।

"মুর্দমে চশ্মে যমীঁ য়া'নী ওহ্ কালী দুন্য়া,
ওহ তুম্হারে শুহদা-পালনেওআলী দুন্য়া,
গরমী-এ মিহ্র কী পরওঅর্দহ্ হিলালী দুন্য়া
'ইশ্ক্-ওআলে জিসে কহ্তে হঁয় বিলালী দুন্য়া।
তপিশ আন্দোয হায় ইসলাম সে পারে কী তরহ্।
গুত্তহ্ ঘন নূর মেঁ হায় আঁখ কে তারে কী তরহ্।"

—মৃত্তিকার ঐ চোখের তারা অর্থাৎ কালী ধরণীটা,
তোমাদের ঐ শহীদগণের কবরপালী ধরণীটা,
সূর্য-তাপে পালিত ঐ চাঁদ-কপালী ধরণীটা,
প্রেমিক জনে যারে বলে ঐ বিলালী ধরণীটা।
এই নামে তাপরক্ষাকারী হয় সে সদা পারার ন্যায়;
জ্যোতির মাঝে রয় নিমগ্ন নিত্য আঁখি তারার ন্যায়।

---

রাফা'না লাকা যিক্রাকা—কুরআনের শ্লোক।
অর্থ — আমি (আল্লাহ) তোমার (মুহম্মদের) স্মরণকে উন্নত করিয়াছি।
বিলালী—হযরত মুহম্মদের (দঃ) ভক্ত শিষ্য বিলালের ন্যায়।

ইক্‌বাল বিশ্বাস করেন যে নবী'র (দঃ) অনুসরণ ত্যাগ করিয়া'ই মুসলিম জগতের অধঃপতন ঘটিয়াছে। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন —

"কওন্ হায় তারিকে আইনে রসূলে মুখ্‌তার ?
মস্‌লিহৎ ওআক্ত কী হায় কিস্‌কে 'আমল কা মি'য়ার ?
কিস্‌কী অ"াখোঁ মেঁ সমায়া হায় শি'আরে আগ্‌য়ার,
হো গয়ী কিস কী নিগাহ্‌ তর্‌যে সলফ সে বেযার ?
কল্‌ব মেঁ সোয নহীঁ, রূহ মেঁ ইহ্‌সাস নহীঁ
কুছ্‌ভী পয়গামে মুহম্মদ কা তুম্‌হেঁ পাস নহীঁ।"

—কে ছেড়েছে আইন কানুন বল দেখি রসূলুল্লাহ্‌র ?
কে করেছে সুবিধাবাদ মাত্র আপন কার্য বিচার ?
কার চোখেতে জন্মায় নেশা অন্য জাতির আচার ব্যভার ?
বাপদাদাদের পদ্ধতিতে বল দিকিন কে যে বেজার।
আত্মাতে নাই অনুভূতি, দিলের মাঝে নাই জ্বলন,
মুহম্মদের বার্তা সবই করেছে হায় ! বিস্মরণ।

জগৎ ও জাতির উন্নতির জন্য প্রয়োজন যে আত্মবিস্মৃত মানুষ আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ও নবী-প্রেমে বলীয়ান্ হইয়া শ্রেয়ঃ সাধনার ব্রত হউক। তাই তিনি বলেন —

"মিস্‌লে বু কয়দ হায়্‌ গুঞ্চে মেঁ পরেশাঁ হো জা।
রখ্‌ত বর্ দোশ হওয়াএ চমনস্তাঁ হো জা।
হায়্‌ তুনক-মায়হ্‌ তু যর্‌রে সে বিয়াবাঁ হো জা,
নগ্‌মাএ মৌজ মেঁ হঙ্গামাএ তুফাঁ হো জা।
কুওতে 'ইশ্‌ক সে হর্‌ পস্ত কো বালা কর দে,
দহর মেঁ ইস্‌মে মুহম্মদ সে উজালা কর দে।"

—ওরে কুঁড়ির বদ্ধ গন্ধ! ছড়া বিশ্ব চরাচর,
বিত্ত দয়ে স্কন্ধে হ' তুই উদ্যান-বায়ু বরাবর।
ওরে রিক্ত! অণু হতে তুই হ' রে মরু-প্রান্তর,
কল্লোলের ক্ষীণ কল্ কল্ হ'তে ঝঙ্কারব হ' ভয়ঙ্কর।
প্রেমের বলে উচ্চ ক'রে তোল যত সব নিম্নস্থল,
মুহম্মদের নামের আলোয় তোল ক'রে সব সমুজ্জল।

"আক্ল হায় তেরী সপর 'ইশ্ক হায় শম্শীর তেরী,
মেরে দরবেশ! খিলাফৎ হায় জহাঙ্গীর তেরী।
মা সেওয়া আল্লাহ্ কে লিএ আগ হায় তক্বীর তেরী,
তু মুসলমা হো তো তক্দীর হায় তদ্বীর তেরী।
কী মুহম্মদ সে ওফা তু নে তো হম তেরে হাঁয়,
য়িহ্ জহাঁ চীয্ হী কেয়া? লওহ ও কলম্ তেরে হাঁয়।"

—বুদ্ধি তোমার বর্মখানি, প্রেম তোমারি শমশীর যেন;
দরবেশ আমার! নিখিল বিশ্ব তুমি তো জাহাঙ্গীর যেন।
আল্লাহ্ বৈ সব জ্বালিয়ে দিতে অগ্নি তব "তক্বীর" যেন।
হাঁ! মুসলমান হও গো যদি, "তদ্বীর' তব "তক্দীর" জেন
মুহম্মদের ভক্ত যদি, সত্য জেন আমিই তোমার।
তোমার তরে "লওহ কলম," বিশ্ব জগৎ কিবা সে ছার!

ইক্বাল এ সম্বন্ধে সার উপদেশ দিয়াছেন তাঁহার "আর্মুগান-ই-হিজাযে" —

"মকামে খেশ, আগর খ্বাহী দরী দীর,
ব-হক্ দিল বন্দ ও রাহে মুস্তফা রও।"

—এই জগতে চাও যদি গো করতে আপন স্থান তোমার,
বাঁধ হৃদয় খোদার সাথে, চল পথে মুস্তফার।

কুর্‌আনে আল্লাহ তা'আলার গুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"প্রতিদিন তিনি এক এক অবস্থায় আছেন, অনন্তর তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর কোন্ ঐশ্বর্যকে তোমরা উভয়ে (হে মনুষ্য ও জিন!) মিথ্যা বলিবে?" (সূরাঃ রহ্‌মান, ২৯, ৩০ আয়াত)। ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম মতে সৃষ্টি অন্তে আল্লাহ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু কুর্‌আন তাহার খণ্ডন করেন। আল্লাহ্ বলেন, "এবং কোনও শ্রান্তি আমাকে স্পর্শ করে নাই" (৫০।৩৮)। মানুষের জীবনও গতিময়। "নিশ্চয় তোমার এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে আরোহণ করিবে" (৮৪।১৯)। কুর্‌আন আরও বলেন, "আকাশমণ্ডলে প্রত্যেকটি (গ্রহ, তারা) দ্রুতবেগে সন্তরণ করে" (২১।৩৩)। সুতরাং গতিবাদ ইস্‌লামের শিক্ষা। আল্লামা ইক্‌বাল এই গতিবাদের কবি। পাশ্চাত্য মনীষীদের গতিবাদ হইতে ইক্‌বালের গতিবাদের পার্থক্য আছে। তাঁহাদের গতিবাদ নাস্তিক্যবাদের সহিত জড়িত। ইক্‌বালের গতিবাদ ইস্‌লামের শিক্ষা সম্ভূত। তিনি বলেন—

"তপিশ-সে হায় জিন্দেগী জর্‌রা কী,
হিচ্ তামাম করীব হায়্ য়ি হরকী।
ইস রহ্ মে মুকাম বে-মহল হায়্,
পুশীদহ্ করার মেঁ আজল হায়,
চলনেওআলে নিকল গয়ে হাঁয়,
জো ঠহরে জরা কুচল গয়ে হাঁয়।"

—গতি হইতে জগতের জীবন,
ইহাই তাহার প্রাচীন রীতি।
এই পথে অবস্থিতি অসম্ভব,
স্থিতিতে মৃত্যু লুক্কায়িত।
চলনশীল রক্ষা পাইয়াছে,
যে একটু থামিয়াছে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বিবর্তনবাদ বলে, বিশ্বে চলিতেছে জীবন সংগ্রাম, তাহাতে যে যোগ্যতম, তাহারই হইবে উদ্বর্তন। ইক্‌বালও বলেন —

"বা দরিয়া গলৎ ও বা মউজশ দর্ আওইয,
হয়াতে জাওইদা আন্দর সতেগ-স্ত।"

— সমুদ্রে গড়াগড়ি কর, তাহার তরঙ্গকে জড়াইয়া ধর,
সংগ্রামের মধ্যে আছে অনন্ত জীবন।

ইক্‌বালের দর্শনে প্রচারিত হইয়াছে মানুষের "খুদী"। "খুদী"র অর্থ ব্যক্তিত্ব। কুর্‌আন শরীফের শিক্ষা মানুষ "মসজুদুল মলাইক" (স্বর্গীয় দূতগণের নমস্য) এবং পৃথিবীতে খলীফতুল্লাহ্‌ (আল্লাহের প্রতিনিধি)। এই জন্য মানুষ "আশরফুল্‌ মখ্‌লূকাত" বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। ইক্‌বাল আপন-ভোলা মানুষকে তাহার খুদীর মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

ইক্‌বাল বলেন, খুদীকে উন্নত করিতে হইবে। আমরা ইহাতে বুঝি মানুষের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন। তাঁহার উক্তি —

"খুদীকো কর বুলন্দ ইৎনা কি হর তকদীরসে পহলে,
খুদা বান্দেসে খোদ পুছে বতা তেরী রিযা কিয়া হায়।"

— ব্যক্তিত্বকে এত উন্নত কর যেন প্রত্যেক ভাগ্য নির্ধারণের পূর্বে খোদা স্বয়ং মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন, বল তুমি কিসে রাজি ?

ইক্‌বালের বিখ্যাত কাব্য "আসরার-ই-খুদী"তে ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি ও বিকাশের মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্যক্তিত্বকে তিনি 'খুদী' বলিয়াছেন। বাস্তবিক 'আসরার-ই-খুদী' ব্যক্তিত্বের তত্ত্বই বটে। ইহাতে তিনি সূফীদিগের নিষ্ক্রিয়বাদকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। আসরার-ই-খুদীতে কবি পূর্ণ মনুষ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি হযরত মুহম্মদকে (দঃ) পূর্ণ মনুষ্যের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যক্তি হিসাবে মানুষের জন্য যেমন 'খুদী'র প্রয়োজন, সামাজিক জীব হিসাবে তাহার প্রয়োজন 'খুদী'রও বটে। কবি তাঁহার অন্য দার্শনিক কাব্য, 'রমূয-ই-বেখুদী'তে বলিতে চাহিয়াছেন, সামাজিক অস্তিত্ব ব্যক্তির পরস্পর মিলনের উপর নির্ভর করে আর ইহার পূর্ণতা নির্ভর করে প্রেরিতত্বের (নবুওত) উপর। মুসলিম জাতীয়তাবাদের মূল স্তম্ভগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম স্তম্ভ একত্ববাদ (তৌহীদ)। তাহার দ্বিতীয় স্তম্ভ প্রেরিতত্ব (নবুওত)। জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য আবশ্যক এই যে, সমস্ত জাতি এক ব্যক্তির ন্যায় সমাজ-আত্মার উপলব্ধি করিবে। জাতীয় রীতিনীতি সংরক্ষণের দ্বারা এবং ব্যক্তির সমাজ জীবনে আত্মলয়ের দ্বারা, এক কথায় বেখুদীর দ্বারা, এইরূপ সমাজ আত্মবোধের সৃষ্টি ও পূর্ণতা হয়। তিনি 'রমূয-ই-বেখুদী'তে বলিয়াছেন—

"ফর্দ রা রব্‌তে জমা'আত রহ্‌মত আস্ত,
জওহরে উরা কমাল আয মিল্লত আস্ত।"

— সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক কল্যাণ (রহমত),
তাহার অন্তর্নিহিত গুণের পূর্ণতা সমাজ (মিল্লাত) হইতে।

"ফর্দ তা অন্দর জমা'আত গুম শওদ,
কাৎরা-এ ওসা'আত তলব কুলযুম শওদ।"

— যখন ব্যক্তি সমাজ মধ্যে লয় পায়,
তখন বিস্তৃতিপ্রয়াসী বিন্দু সিন্ধুরূপ ধারণ করে।

ইকবাল ধর্মের মর্ম কথা শুনাইলেন "জাওঈদ-নামা"য়—

"দীঁ সরাপা সুখতনে আন্দর তলব,
ইন্তেহায়শ 'ইশ্ক ও আগাযশ্ আদব!
হরফে বদ্ রা বর্ লব আওর্দন খতাস্ত্,
কাফির ও মু'মিন হমহ্ খল্কে খুদাস্ত।
আদমিয়ত ইহ্তরামে আদমী,
বা-খবর শও অয মুকামে আদমী।
বন্দএ 'ইশ্ক আয্ খুদা গীরদ্ তরীক,
মী শওদ বর কাফির ও মু'মিন শফীক।
কুফ্র ও দীঁ রা গীর দর পহ্নাএ দিল।
দিল আগর ব-গুরেযদ আয দিল, ওয়ায় দিল!
গরচে দিল যিন্দানীএ আব ও গিল আস্ত্,
ঈঁ হমহ্ আফাক আফাকে দিল আস্ত।

—ধর্ম হইতেছে আপাদমস্তক সন্ধানে জ্বলিতে থাকা,
তাহার অন্ত প্রেম আর তাহার আদি বিনয়!
ওষ্ঠে রূঢ় বাক্য উচ্চারণ অপরাধ,
কাফির এবং মু'মিন সকলই খোদার সৃষ্টি।
মনুষ্যত্ব কি? মনুষ্যের সম্মান।
মনুষ্যত্বের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হও।
প্রেমের দাস খোদার পন্থা গ্রহণ করে,
সে কাফির ও মু'মিন উভয়ের প্রতি সদয়।
কুফর ও ইসলাম উভয়ের জন্য সে হৃদয় পাতিয়া দেয়,
হৃদয় হইতে যদি হৃদয় পলায়, তবে আক্ষেপ হৃদয়ের জন্য!
যদিও হৃদয় পানি ও মাটির কারাগারে বদ্ধ,
এই বিশ্বজগৎ হৃদয়েরই বিশ্বজগৎ।

ইহাই ইক্বালের জীবন দর্শন।

## ॥ তারানা-ই-মিল্লী ॥

"চীন ও 'আরব হমারা, হিন্দুস্তাঁ হমারা,
মুস্‌লিম হেঁয় হম, ওঅতন হ্যায় সারা জহাঁ হমারা।
তৌহীদ কী আমানত্ সীনোঁ মেঁ হায় হমারে,
আসাঁ নহী মিটানা নাম ও নিশাঁ হমারা।
দুনিয়া কে বুত কদোঁ মেঁ পহ্‌লা ওহ্ ঘর খুদাকা,
হম উস্‌কে পাসবাঁ হেঁয়, ওহ্ পাসবাঁ হমারা।
তেগোঁ কে সাএ মেঁ হম পল্ কর জওয়াঁ হুএ হেঁয়,
খঞ্জর হিলাল কা হ্যায় কওমী নিশাঁ হমারা।
মগ্‌রিবকে ওয়াদীওঁ মেঁ গূঁজী আযাঁ হমারী,
থম্‌তা না থা কিসী সে সয়লে রওয়াঁ হমারা।
বাতিল সে দব্‌নেওআলে আয়্ আসমাঁ নহীঁ হম,
সও বার কর্ চুকা হ্যায়্ তু ইম্‌তহাঁ হমারা।
আয় গুলিস্তানে আন্দুলুস! ওহ্ দিন হেঁয়্ য়াদ তুঝ্‌কো,
থা তেরী ডালীওঁ মেঁ জব আশিয়াঁ হমারা।
আয় মওজে দজ্‌লহ্! তু ভী পহ্‌চান্‌তী হায় হম্‌কো,
অবতক হায় তেরা দরিয়া আফ্‌সানহ্-খাঁ হমারা।
আয়্ আর্যে পাক! তেরী হুর্মৎ পে কট মরে হম,
হায়্ খূঁ তেরী রগোঁ মেঁ অাব তক রওয়াঁ হমারা।
সালারে কারওয়াঁ হায়্ মীরে হিজায অপ্‌না,
ইস্ নাম সে হ্যায় বাকী আরামে জাঁ হমারা।
ইক্‌বাল্‌কা তরানহ্ বাঙ্গে দরা হায়্ গোয়া,
হোতা হ্যায় জাদহ্-পয়মা ফির কারওয়াঁ হমারা!"

## ॥ মুস্‌লিম জাতীয় সঙ্গীত ॥

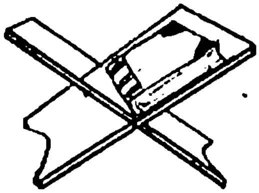
আরব মোদের, চীনও মোদের, মোদের হিন্দুস্থান,
মুস্‌লিম মোরা, বিশ্ব জগৎ মোদের বাসস্থান।
বক্ষে ধরি তৌহীদেরি আমরা আমানত,
নয়কো সোজা মিটিয়ে দেওয়া মোদের নাম নিশান।
দুনিয়ার সব মন্দির মাঝে প্রথম কাবা'র ঘর,
রক্ষী মোরা তারি, সে যে মোদের রক্ষাস্থান।
তরবারির ছায়ার তলে আমরা যে গো মানুষ,
নতুন চাঁদের খঞ্জর মোদের তাই জাতির নিশান।
শুনিয়াছে আযান মোদের ইউরোপ মহাদেশ,
কেউ পারে নি রুখ্‌তে মোদের বন্যা বেগবান্।
মিথ্যা দেখে ডরাই না হে ভাগ্যনিয়ন্তা!
দেখেওছ কো শতেক তুমি মোদের পরখ দান।
আন্দালুসের পুষ্পকানন! ভুলেছ সেই দিন,
দুল্‌ত যখন তোমার ডালে মোদের দোল্‌নাখান?
টাইগ্রিসের লহর! তুমি চিন না কি মোদের?
আজো তোমার প্রবাহ গায় মোদের গুণগান।
পুণ্য দেশের তীর্থভূমি ওগো! আহা মরি,
রক্ত তোমার আজও মোদের শিরায় বিদ্যমান।
হিজাযের নরচূড়ামণি মোদের দলপতি,
এই নামেরই দৌলতে পায় আরাম মোদের প্রাণ।
ইক্‌বালের এই সঙ্গীতখানি যেন ঘণ্টাধ্বনি,
তার তানে ফের যাত্রী মোদের হ'চ্ছে আগুয়ান।

## মুনাজাত

য়া রব ! দিলে মুস্‌লিম কো ওহ্ যিন্দহ্ তমন্না দে,
জো কল্‌ব কো গর্‌মা দে, জো রূহ্ কো তড়্‌পা দে।
ফির ওয়াদীএ ফা'রাঁ কে হর যর্‌রে কো চম্‌কা দে,
ফির শওকে তমাশা দে, ফির যওকে তকা'যা দে।
মহ্‌রূমে তমাশা কো ফির দীদাএ বীনা দে,
দেখা হায় জো কুছ ম্যাঁয়নে অওরোঁ কো ভী দেখ্‌লা দে।
ভট্‌কে হুএ আহূ কো ফির সূএ হরম লে চল,
ইস শহরকে খুগর কো ফির ওয়াস্‌'অতে সহ্‌রা দে।
পয়দা দিলে ওয়ীরাঁ মেঁ ফির শোরিশে মহ্‌শর কর,
ইস্ মহ্‌মিলে খালী কো ফির শাহিদে লায়লা দে।
ইস্ দওর কী যুল্‌মত মেঁ হর কল্‌বে পরেশাঁ কো,
ওহ্ দাগে মুহব্বৎ দে, জো চাঁদকো শর্‌মা দে।
রফ'অৎ মেঁ মকাসিদ কো হম্‌দোশে সুরয়া কর,
খোদদারীএ সাহিল দে, আযাদীএ দর্‌য়া দে।
বে-লওস্ মুহব্বৎ হো, বে-বাক সদাকত হো,
সীনোঁ মেঁ উজালা কর্ দিল সূরতে মীনা দে।
ইহ্‌সাস 'ইনায়ৎ কর আসারে মুসীবৎ কা,
ইম্‌রোয কী শোরিশ মেঁ অন্দেশাএ ফর্‌দা দে
ম্যাঁয় বুল্‌বুলে নালাঁ হুঁ এক উজড়ে গুলিস্তাঁ কা,
তাসীর কা সাইল হুঁ মুহ্‌তাজ কো দাতা দে।

## ॥ প্রার্থনা ॥

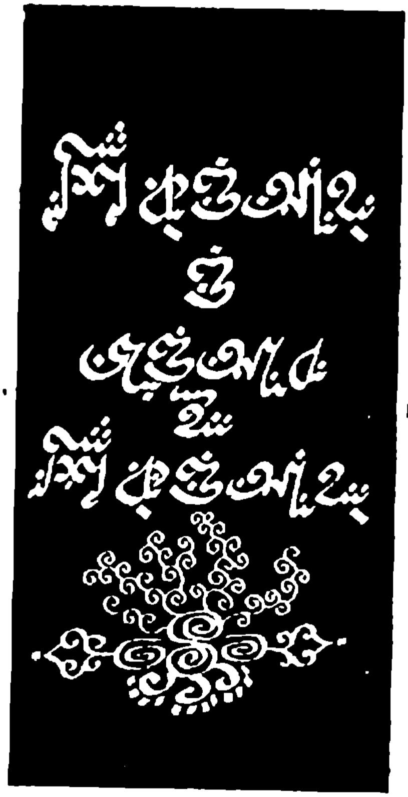
দাও হে প্রভু! মুসলিম-হৃদে সজীব ইচ্ছা জাগিয়ে দাও,
কর চিত্ত তপ্ত তাতে, মৃত আত্মা চেতিয়ে দাও।
ফারানের ফের অণুকণা আলোর তেজে চমকে দাও,
দাও তাদের ফের কৌতুহলটি, সন্ধান-স্বাদ চাখিয়ে দাও।
বঞ্চিতরে কৌতুক দেখা চক্ষু দু'টি পাইয়ে দাও।
দেখছি আমি যত কিছু অন্যেরে তা দেখিয়ে দাও।
ফিরিয়ে আন বিপথগামী হরিণেরে কাবা'র দিক্,
শহরের এই জড়বাদেরে মরুভূমির বিস্তার দাও।
সৃষ্টি কর শুষ্ক হৃদে প্রলয়ের ফের ভীম নিনাদ,
শূন্য উটের হাওদা পরে লায়লীকে ফের বসিয়ে দাও।
নব্য যুগের অন্ধকারে প্রতি ব্যাকুল হিয়াটিরে,
চাঁদকে হারায় এমন প্রেমের কলঙ্কেতে দাগিয়ে দাও।
মুসলিমেরি লক্ষ্য যেন ধ্রুবের চেয়েও উচ্চ হয়,
সিন্ধু-সম স্বাধীনতা, তাদের আত্মগৌরব দাও।
প্রেম যেন হয় কলুষবিহীন, সত্য যেন হয় নির্ভয়,
বক্ষে হিয়া উজল ক'রে মিনা-পাত্র বানিয়ে দাও।
বিপৎপাতের পিছু পিছু আত্ম-চেতন ক'রে' প্রদান,
আজকের সব গণ্ডগোলে কালকের চিন্তা মিলিয়ে দাও।
শূন্য গোলাপ-বাগের আমি বিলাপকারী এক বুলবুলি,
সফল কর বাঞ্ছা আমার, বাঞ্ছা, দাতা! পূরিয়ে দাও।



তামাম শুদ্।

এই সঙ্গে পড়বার বই ॥

জনপ্রিয় জাতীয় খণ্ডকাব্য



মূল কাব্যের অনুলিখন সহ

উর্দু কাব্যের মূলছন্দে অনুবাদ

মূল : আল্লামা মুহম্মদ ইক্‌বাল

অনুবাদ : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৮৫

কার্টিজ কাগজে ছাপা : ১/১৬ : ১০৩ পৃঃ

সুন্দর প্রচ্ছদে বাঁধাই : মূল্য : : ৫০

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রণীত অন্যান্য কয়েকটি বই :

## ☆ ইস্‌লাম প্রসঙ্গ

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে এবং সমাজ-বিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসুদের জন্য।
১/৮ রয়াল | ১৩৯ পৃঃ | সুন্দর প্রচ্ছদে বাঁধাই। মূল্য : ৫৲ টাকা।

## ☆ শেষ নবীর সন্ধানে

আদর্শ শেষ নবীর আবির্ভাব ও মক্কা জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উপর নতুন তথ্যের সমাবেশে গবেষণা-মূলক নিবন্ধ পুস্তক।

মূল ও পরিশিষ্ট সহ ১/১৬ ডবল ক্রাউন | ১১৮ পৃঃ
রুচিকর প্রচ্ছদ ও বাঁধাই। মূল্য ঃ ২·২০ পয়সা।

## ☆ ছোটদের রসূলুল্লাহ্

হযরতের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা ও হদীসের বাণী এবং আসহাব ও আশরাহে মুবাশশরাহদের জীবন কথা। সকলের জন্য অভিনব পুস্তক।

তিন রঙে ভাল কাগজে | ১/১৬ ডবল ক্রাউন | ৮৬ পৃঃ |
সুন্দর প্রচ্ছদপটে বাঁধাই | মূল্য : ২৲ টাকা।

## ☆ অমর কাব্য

রসূলুল্লাহ্‌র তারিফে শয়খ ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহম্মদ শারফুদ্দীন বিন্ সাঈদ বিন্ হসন বুসরী (রাঃ)-র **কসীদতুল বুর্দঃ** ও কাব বিন্ যুহয়র (রাঃ) রচিত **বানত্-সু-'আদ** আরবী কাব্যদ্বয়ের মূল হইতে গদ্যানুবাদ।

মনোরম অঙ্গ সজ্জায় | ১/১৬ ডবল ক্রাউন | বাঁধাই মূল্য : ১৲ টাকা।

## ☆ দীওয়ান-ই-হাফিজ

প্রাচ্যের গৌরব যুগের সাধক কবির সাময়িক কাল, জীবনী ও পরিচিতি এবং গযল কবিতার উপর নিবন্ধ সহ বিখ্যাত ৬০ গযলের মূল ছন্দে অনুবাদ। মনোমুগ্ধকর অঙ্গসজ্জা।

২য় সংস্করণ | ১/৮ ডবল ক্রাউন | পৃঃ ১০৫
শোভন সংস্করণ | বাঁধাই মূল্য : ৫৲ টাকা